পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 289 Sunday, 20 September 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ২৮৯ সংখ্যা ❋ ২ আশ্বিন ১৪৩৩, রবিবার, ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

শস্য বীমা প্রকল্পে রাজ্যের ৩২ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে

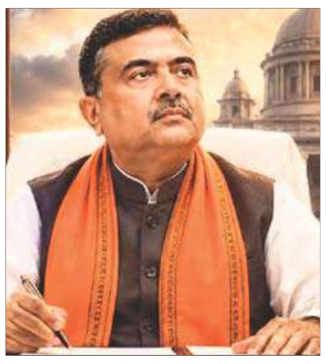

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের জন্যে শস্য বীমা প্রকল্পে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের ৩২ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন। এই জন্য গত মাস থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন বন্যা দুর্গত এলাকায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। জেলাগুলির মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের ৭ লক্ষ ২৩ হাজার, পশ্চিম মেদিনীপুরের ৪ লক্ষ ৭৩ হাজার, হুগলিতে ১ লক্ষ ৬৮ হাজার কৃষক নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছেন বলে তিনি আজ সমাজ মাধ্যমে জানিযেছেন। এই প্রকল্পে আড়াই একর পর্যন্ত কৃষি জমি রয়েছে এমন কৃষকদের প্রিমিযাম্ বাবদ এক টাকা প্রতীকী অর্থ দিতে হয় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। গত মাসে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের হাতে দ্রুত ক্ষতিপূরণ পৌঁছে দিতে সংশ্লিষ্ট বীমা সংস্থাগুলিকে ক্ষযক্ষতি মূল্যাযন চূড়ান্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার জন্য কৃষকদের নাম নথিভুক্ত করার সময়সীমা ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

কলকাতাকে ৪টি র‍্যাপিড রেল করিডরের প্রস্তাব শমীকের

নিজস্বংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ দিল্লি-এনসিআরের ধাঁচে এবার বাংলাতেও আঞ্চলিক র‍্যাপিড ট্রানজিট সিস্টেম চালুর প্রস্তাব উঠল। কলকাতাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরকে দ্রুত রেল যোগাযোগের আওতায় আনার জন্য চারটি করিডরের প্রস্তাব দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহর লাল খট্টরকে রিপোর্ট-সহ চিঠিও দিয়েছেন তিনি। প্রস্তাবিত এই RRTS ব্যবস্থা দিল্লির 'নমো ভারত' করিডরের আদলে তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে দিল্লি-গাজিয়াবাদ-মেরঠ করিডরটি দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ নমো ভারত RRTS হিসেবে চালু রয়েছে। সেই মডেল অনুসরণ করে কলকাতা এবং দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন শিল্প, শিক্ষা ও পর্যটনকেন্দ্রের মধ্যে দ্রুত ও ঘনঘন যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রস্তাব সামনে এসেছে।শমীক ভট্টাচার্যের প্রস্তাবে কলকাতাকে কেন্দ্র করে চারটি প্রধান করিডরের কথা বলা হয়েছে। প্রথমটি হবে কলকাতা-কল্যাণী-কৃষ্ণনগর-মায়াপুর রুটে। প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডর নদিয়া এবং সংলগ্ন এলাকার সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ আরও দ্রুত করার লক্ষ্য নিয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে। মায়াপুরের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন ও ধর্মীয় কেন্দ্রও এর মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত হবে। দ্বিতীয় করিডরটি প্রস্তাব করা হয়েছে কলকাতা-বর্ধমান-দুর্গাপুর-আসানসোল রুটে। প্রায় ২৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরের মাধ্যমে কলকাতার সঙ্গে

এরপর ৬-র পাতায়

খাম' হাতছাড়া নওশাদ, 'বাঁশি হারা হুমায়ুন, কোন প্রতীক পেল দুই দল?

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ ঘাসফুল প্রতীক অবলুপ্তির পর আরও বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের প্রতীক বদল করল নির্বাচন কমিশন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি ও নওশাদ সিদ্দিকিদের আইএসএফ। 'খাম' হারালেন নওশাদরা। অন্যদিকে 'বাঁশি হারা হুমায়ুন। তাঁদের বাঁশি প্রতীক পেল তামিলনাড়ুর শাসকদল থলপতি বিজয়ের টিভিকে। শনিবার এই ভাগ-বাঁটোয়ারার ফলে ' প্রতীকের একাধিপত্য রইল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে। আগামী ৬ অক্টোবর রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্র - নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন। তার আগে শুক্রবার থেকেই প্রতীক জটিলতায় জড়িয়েছিল হুমায়ুন কবীরের আমজনতা উন্নয়ন পার্টি। ছাব্বিশের ভোটের আগে নতুন দল গড়ে বাঁশি প্রতীকে লড়াই করলেও উপনির্বাচনে আদৌ সেই প্রতীক ব্যবহার করা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে পড়েছিলেন খোদ প্রতিষ্ঠাতাই। শনিবার দেখা গেল, তাঁর আশঙ্কাই সত্যি হল। ' তাঁদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নির্বাচন কমিশন দিল টেবিল প্রতীক। আর ' পেলেন তামিলনাড়ুর শাসকদল টিভিকে। অন্যদিকে, শুক্রবার মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ও গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস - দুই নতুন দল জন্ম নেওয়ায় তাদেরও ভিন্ন প্রতীক দেওয়া হয়েছে। ঘাসফুল প্রতীকের তৃণমূল কংগ্রেসকে অবলুপ্ত করে দুই দলকে প্রতীক দেয় নির্বাচন কমিশন। তাতেই শুরু হয় নয়া প্রতীক-যুদ্ধ। ইতিমধ্যে খাম প্রতীকটি নওশাদের দল ইন্ডিয়ান সেক্যুলার ফ্রন্ট বা আইএসএফের। চলতি বছর বিধানসভা ভোটের আগে, মার্চে তা কমিশনে নথিভুক্ত করিয়েছিলেন নওশাদরা। শুক্রবার সেসব নথিপত্র তিনি দেখান সাংবাদিক বৈঠকে। চ্যালেঞ্জ জানান কমিশনের প্রতীক সিদ্ধান্তকে। কিন্তু শনিবারই আইএসএফের হাত থেকে কেড়ে নিল নির্বাচন কমিশন। তার বদলে নওশাদরা পেলেন নতুন প্রতীক। আসন্ন উপনির্বাচনের দুই কেন্দ্রেই লড়ছে আইএসএফ, আমজনতা উন্নয়ন পার্টি।

২১ শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আগামী ২১ শে সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ২০২৭ এর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার তৃতীয় সেমিস্টার। চলবে ১৪ ই অক্টোবর পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মসিউর রহমান সরদার আজ জানিয়েছেন, তৃতীয় সেমিস্টারে মোট নথিভুক্ত পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৬২০। ২০২৬ এর উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টারের থেকে এবার বেড়েছে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা। এবার ছাত্রীদের সংখ্যা সামান্য বেশি। সকাল ১১ টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত পরীক্ষা চলবে। তবে বৃত্তিমূলক বিষয়ের পরীক্ষা দুপুর দুটো থেকে তিনটে এবং সংগীত ও দৃশ্যকলার পরীক্ষা সকাল ১১ টা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত হবে। পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে কঠোর নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে বলে সংসদ সভাপতি জানিয়েছেন। পরীক্ষা চলাকালীন কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে মোবাইল, ক্যালকুলেটর বা অন্যান্য ইলেকট্রনিক্স সামগ্রিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট সহ সব পরীক্ষা বাতিল করা হবে। সংসদ সভাপতি জানান, উত্তরপত্র বা ওএমআর শিটের মূল্যায়ন হবে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এতে কোন পরীক্ষক বা প্রধান পরীক্ষক যুক্ত থাকছেন না।

ভিভিজি রামজি প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর কাজ শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভিভিজি রামজি প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজের জন্য রাজ্য সরকার চলতি অর্থবছরের বরাদ্দ অর্থ বিভিন্ন জেলায় পাঠানোর কাজ শুরু করেছে। এই প্রকল্পে রাজ্যের ৩ হাজার ৩৩৯টি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪২৫ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। যার মধ্যে প্রথম দফায় বিভিন্ন জেলায় ২৫ কোটি টাকা পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে সবথেকে বেশি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে। তারপরই রযেছে মুর্শিদাবাদ জেলা। এই জেলার জন্য প্রথম দফায.বরাদ্দ হযেছে ১ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং কার্বন নিঃসরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে

গোটা বিশ্বের সমস্যা, দায় চাপানো হয় ভারতের উপর ঃ জিনপিং-ট্রাম্পকে নাম না করে তোপ মোদির

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ জলবায়ু পরিবর্তন এবং কার্বন নিঃসরণ নিয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর দায় চাপানোর প্রবণতার তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। চিন ও আমেরিকার মতো বৃহ শক্তিধর দেশগুলির নাম সরাসরি না করেই তাঁর বক্তব্য, গোটা বিশ্বের পরিবেশগত সমস্যার দায় বারবার ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণে ভারত উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেকটাই পিছনে।শনিবার ' ফিউচার অফ এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট ডায়নামিক্স'-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানেই তিনি বলেন, আমরা সকলেই জানি, উন্নয়নশীল দেশগুলির উপর অতিরিক্ত কার্বন নিঃসরণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষী, আজ পর্যন্ত গোটা বিশ্বে গড়ে যে পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ হয়েছে, ভারতে তার হার অনেক কম। গত ১২ বছরে পরিবেশগত ক্ষেত্রে ভারত অসাধারণ উন্নতি করেছে। পরিবেশরক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি নিয়েও আমরা ব্যাপক কাজ করেছি।মোদির বক্তব্যে উঠে আসে জলবায়ু ন্যায্যতার প্রসঙ্গও। তাঁর দাবি, উন্নত দেশগুলি দীর্ঘদিন ধরে শিল্পায়ন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ কার্বন নিঃসরণ করেছে। কিন্তু বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব যখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন উন্নয়নশীল দেশগুলিকেই সমস্যার জন্য দায়ী করা হচ্ছে। ভারতের মতো দেশগুলি উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং পরিবেশরক্ষার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি আরও মনে করিয়ে দেন, জি-২০ দেশগুলির মধ্যে

একমাত্র ভারতই প্যারিস জলবায়ু চুক্তির সমস্ত প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত সময়সীমার আগেই পূরণ করেছে। ভারতের পরিবেশবান্ধব জীবনযাপন এবং প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের দীর্ঘ ঐতিহ্যের কথাও উল্লেখ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য, শত শত বছর ধরে ভারতীয় সমাজ পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল থেকেছে। সেই ঐতিহ্য এবং আধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়েই জলবায়ু সমস্যার মোকাবিলায় ভারত নতুন পথ দেখাতে পারে। তবে একইসঙ্গে মোদি স্পষ্ট করে দেন, পরিবেশরক্ষার দায়িত্ব কোনও একটি দেশ বা অঞ্চলের নয়। জলবায়ু পরিবর্তনের মতো বৈশ্বিক সমস্যার সমাধানে বিশ্বের সব দেশকে একযোগে কাজ করতে হবে। উন্নত দেশগুলিকে প্রযুক্তি, অর্থ এবং জ্ঞান ভাগ করে নেওয়ার ক্ষেত্রেও আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে বলে তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত মেলে।পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বিশ্বের মোট কার্বন নিঃসরণের সবচেয়ে বড় অংশ আসে চিন এবং আমেরিকার মতো দেশগুলি থেকে। চিনের অংশ প্রায় ৩৩.৯৮ শতাংশ এবং আমেরিকার অংশ প্রায় ১২ শতাংশ। মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের হারও ওই দুই দেশে যথাক্রমে ৯.২৪ টন এবং ১৩.৮৩ টন। বিপুল জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতে মাথাপিছু কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ মাত্র ২.০৭ টন। ভারত ইতিমধ্যেই জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে সৌরবিদ্যুৎ, বায়ুশক্তি এবং সবুজ হাইড্রোজেনের মতো বিকল্প শক্তির ব্যবহারে জোর দিচ্ছে। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎপাদন বৃদ্ধি, বৈদ্যুতিক যানবাহনের প্রসার এবং শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তির ব্যবহারেও একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। মোদির বক্তব্যে তাই স্পষ্ট, জলবায়ু পরিবর্তনের দায় নির্ধারণে শুধু মোট কার্বন নিঃসরণের পরিমাণ নয়, মাথাপিছু নিঃসরণ এবং ঐতিহাসিক দায়ও বিবেচনা করা প্রয়োজন। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশকে একতরফাভাবে কাঠগড়ায় না তুলে, বৈশ্বিক সহযোগিতার ভিত্তিতে পরিবেশরক্ষার পথ খুঁজতে হবে। তা না হলে বিশ্ব পরিবেশ একেবারেই নষ্ট হয়ে যাবে। তখন তাকে রক্ষা করার মতো সামর্থ বা ক্ষমতা কারুর থাকবে কিনা তা মনে হয় না।

আলিপুরের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে কমান্ডোর মৃত্যু, শৌচালয় থেকে উদ্ধার ৪৯ বছরের পুলিশকর্মীর দেহ

নিজস্বংবাদদাতা,কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ আলিপুরের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারে (পিটিএস) এক পুলিশকর্মীর মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার সকালে কমান্ডো ব্যারাকের চারতলার শৌচালয় থেকে দীপক তামাং নামে ৪৯ বছরের এক পুলিশকর্মীর দেহ উদ্ধার হয়। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল ৯টা ৫০ মিনিট নাগাদ পিটিএস থেকে খবর আসে যে এক পুলিশকর্মী শৌচালয়ের ভিতরে গুরুতর অবস্থায় রয়েছেন। খবর পেয়ে দ্রুত সেখানে পৌঁছন অন্যান্য পুলিশকর্মীরা। শৌচালয়ের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় তা খুলে ভিতরে প্রবেশ করেন তাঁরা। সেখানেই দীপক তামাংকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়।সহকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যান। তবে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর বিষয়ে আরও স্পষ্ট

তথ্য পাওয়া যাবে বলে তদন্তকারীরা মনে করছেন। পিটিএস সূত্রে খবর, মৃত পুলিশকর্মীর নাম দীপক তামাং। তাঁর বয়স ৪৯ বছর। তিনি কালিম্পংয়ের সাত মাইল এলাকার বাসিদা। কলকাতা পুলিশে কমান্ডো হিসেবে বেশ কয়েক বছর ধরে কর্মরত ছিলেন তিনি। বর্তমানে ডিআই পদে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। পুলিশ মহলে তাঁর পরিচিতি ছিল একজন অভিজ্ঞ এবং সুনামধন্য কর্মী হিসেবে।এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ তাঁর মৃত্যু ঘিরে সহকর্মীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। কী কারণে এমন চরম সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, কর্মক্ষেত্রের পরিস্থিতি-সহ বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।ইতিমধ্যেই দীপক তামাংয়ের পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাঁর পরিচিত এবং সহকর্মীদের কাছ থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হতে পারে। সম্প্রতি তাঁর আচরণ বা মানসিক অবস্থায় কোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করা গিয়েছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় আনুষ্ঠানিক ভাবে কোনও এফআইআর দায়ের হয়নি। তবে ঘটনাটি নিয়ে স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে কোনও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বা সূত্র পাওয়া গিয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আলিপুরের পুলিশ ট্রেনিং সেন্টারের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কর্মরত এক পুলিশকর্মীর এমন মৃত্যুতে স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শনিবার সকাল থেকেই পিটিএস চত্বরে থমথমে পরিবেশ। তবে মৃত্যুর নেপথ্যে ঠিক কী কারণ রয়েছে, তা তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।পুলিশের তরফে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং তদন্তের অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখার পরই মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে চূ।ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হবে।

শালবনি জমি মামলায় নতুন মোড়!

সুমিতের জবানবন্দিতে অভিষেকের নাম, তদন্তে আরও সক্রিয় সিআইডি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ শালবনি জমি মামলার তদন্তে নতুন তথ্য সামনে এসেছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী সুমিত রায়ের জবানবন্দিতে তাঁর

নাম উঠে এসেছে বলে সূত্রের দাবি। BNSS-এর ১৮০ ধারায় সুমিতের বক্তব্য রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই বক্তব্যে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর কোষাধ্যক্ষের নির্দেশে ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার কথা বলেছেন বলে একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে।তবে এই বক্তব্যের সত্যতা এবং এর আইনি গুরুত্ব তদন্ত ও আদালতের পরবর্তী প্রক্রিয়াতেই স্পষ্ট হবে। এখনও পর্যন্ত সুমিতের কথিত জবানবন্দির ভিত্তিতে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, এমন দাবি করার সুযোগ নেই। শালবনি জমি মামলায় কয়েক দিন আগেই সুমিত রায়কে গ্রেফতার করে সিআইডি । তাঁকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে একাধিক প্রতিবেদনে জানা যায়। এর আগে সুপ্রিম কোর্ট সুমিতের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করেছিল। এই মামলার তদন্তে সরকারি জমির নথি জাল করে জমি হস্তান্তর ও বিক্রির অভিযোগ খতিয়ে দেখছে সিআইডি। মামলায় তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকেও গ্রেফতার করা হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থার জমা দেওয়া চার্জশিটে জমি সংক্রান্ত নথি জাল করা এবং ভুয়ো রাবার স্ট্যাম্প ব্যবহারের মতো অভিযোগের উল্লেখ রয়েছে। সুমিত রায়ের ভূমিকা এবং আর্থিক লেনদেনও তদন্তের আওতায় রয়েছে। সিআইডি-এর দাবি, ২০১৮ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সুমিত রায়ের সঙ্গে সম্পর্কিত কয়েকটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। তদন্তকারীরা সেই অর্থের উৎস এবং কোথায় সেই টাকা গিয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন। চার্জশিটে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন নিরাপত্তাকর্মীদেরও সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে বলে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।এরই মধ্যে সুমিতের মোবাইল ফোন ও অন্যান্য নথি ঘিরেও তদন্ত চালাচ্ছে সিআইডি । তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ফোন বাজেয়াপ্ত করার খবরও সামনে এসেছে। তদন্তকারীদের লক্ষ্য, জমি লেনদেন এবং আর্থিক গতিপথের সঙ্গে যুক্ত আরও ব্যক্তির ভূমিকা চিহ্নিত করা। সুমিতকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তাঁর সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখতেন, কার নির্দেশে তিনি বিভিন্ন কাজ করতেন এবং জমি সংক্রান্ত আর্থিক লেনদেনে তাঁর ভূমিকা কী ছিল-এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে আগেই তদন্তকারী সূত্রে জানা গিয়েছিল। তাঁকে এই মামলায় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে দেখছে সিআইডি। এখন সুমিত রায়ের কথিত জবানবন্দির সঙ্গে ব্যাঙ্কের নথি, জমির কাগজপত্র, ফোনের তথ্য এবং অন্যান্য সাক্ষীর বক্তব্য মিলিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। কোনও বক্তব্য বা অভিযোগকে প্রমাণ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে তদন্তে তার স্বাধীন সমর্থন প্রয়োজন হবে। ফলে শালবনি জমি মামলায় সুমিত রায়ের জবানবন্দি তদন্তে নতুন কোনও দিক খুলে দেয় কি না, এখন সেদিকেই নজর। একইসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে যে দাবি সামনে এসেছে, তার সত্যতা যাচাই করতে সিআইডি পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ করে, সেটিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

দিল্লির নেতাদের প্রচারে আনছে কংগ্রেস! স্ট্র্যাটেজি তৈরি মমতা নিয়েও

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আচমকা সমর্থন ঘোষণা, প্রার্থীর গ্রেপ্তারি। একই দিনে দুই ঘটনা বঙ্গ কংগ্রেসকে যেন শীতঘুম থেকে জাগিয়ে তুলেছে। নন্দীগ্রামকে কেন্দ্র করেই রাজ্যে দলকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলতে চাইছে হাত শিবির। শুধু প্রদেশ কংগ্রেস নয়, প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেপ্তার হয়ে যাওয়ায় নন্দীগ্রামকে জাতীয় ইস্যু হিসাবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বও। মূল উদ্দেশ্য, ২০২৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে বাংলায় দলকে বিজেপির বিকল্প হিসাবে তুলে ধরা। এবং নন্দীগ্রামের প্রার্থীর গ্রেপ্তারিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরে বিজেপির 'প্রকৃত রূপ দেশবাসীর সামনে আনা।

নন্দীগ্রামের প্রার্থীর গ্রেপ্তারি নিয়ে ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় সরব হয়েছেন রাহুল গান্ধী। শনিবার এ নিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। তাঁর বক্তব্য, নন্দীগ্রামের প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেপ্তারি ভোটচুরির নির্লজ্জ চেষ্টা। বিজেপি সামান্য উপনির্বাচন নিয়ে এত ভীত। প্রধানমন্ত্রী দেশকে গণতন্ত্রের জননী বলে গর্ব করেন আর বাংলায় তাঁর দল গণতন্ত্রের হত্যা করছে। সূত্রের খবর, এআইসিসি এই লড়াইটাকে শুধু সোশাল মিডিয়ায় সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। মাঠে নেমে এ নিয়ে আন্দোলন করতে চাইছে। এবং নন্দীগ্রামের লড়াইয়েও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে। কংগ্রেস জানে, নন্দীগ্রামে জয়ের স্বপ্ন দেখা দুরূহ ব্যাপার। ২০২৬ নির্বাচনে রাজ্যের ওই হেভিওয়েট কেন্দ্রে হাজার ভোটও পড়েনি হাত চিহ্নে। কিন্তু উপনির্বাচনে পরিস্থিতি দলের ভোটবৃদ্ধির অনুকূলে। আর নন্দীগ্রামে জয়ের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ নিজেদের বিজেপির চ্যালেঞ্জার হিসাবে তুলে ধরা। আর সেই লড়াইয়ে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চায় কংগ্রেস। সূত্রের খবর, দিল্লি থেকে ইতিমধ্যেই প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকে ফোন করে সবরকমভাবে সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, প্রার্থীর জামিন করানোর জন্য

এরপর ৬-র পাতায়

চিনের হাতে আটক গোয়েন্দা দল, মনে হয়েছিল শেষ কেরিয়ার ঃ দোভাল

রুড়কি, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ কেরিয়ারের একেবারে শুরুর দিকেই এমন এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল, যা তাঁকে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। মাত্র ২০-এর কোঠায় তরুণ আইপিএস অফিসার হিসেবে সিকিমে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্বে থাকার সময় একটি সীমান্ত অভিযান নিয়ে বিপাকে পড়েছিলেন তিনি। তাঁর পাঠানো একটি গোয়েন্দা দল নির্ধারিত সময়ে ফিরে না আসায় শুরু হয় উদ্বেগ। পরে জানা যায়, ওই দলের সদস্যরা চিনা বাহিনীর হেফাজতে রয়েছেন।শনিবার আইআইটি রুড়কির সমাবর্তন অনুষ্ঠানে নিজের কেরিয়ারের শুরুর দিকের এই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন ডোভাল। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, সেই ঘটনার পর তাঁর মনে হয়েছিল, হয়তো তাঁর গোয়েন্দা জীবনের সেখানেই ইতি ঘটতে চলেছে। এমনকি চাকরি চলে গেলে এরপর কী করবেন, তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি।ডোভাল জানান, তিনি তখন একেবারেই তরুণ আইপিএস অফিসার এবং গোয়েন্দা বিভাগে কাজের অভিজ্ঞতাও খুব বেশি ছিল না। সিকিমে তাঁকে গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় সিকিম ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে ছিল। সীমান্তবর্তী এলাকার উপর নজর রাখা এবং চিনের পিপলস লিবারেশন আর্মি বা গুপ্পক-এর গতিবিধি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা তাঁর দায়িত্বের অন্যতম অংশ ছিল।একবার সীমান্তবর্তী এলাকায় একটি গোয়েঃদা দলকে অভিযানে পাঠানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাঁদের ফিরে আসার কথা ছিল। কিন্তু নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলেও তাঁরা ফিরে আসেননি। দিন যত গড়াতে থাকে, ততই উদ্বেগ বাড়তে থাকে ডোভালের। তাঁর কথায়, বিষয়টি শুধু পেশাগত দিক থেকেই নয়, মানবিক দিক থেকেও অত্যন্ত চিন্তার হয়ে উঠেছিল। দলের সদস্যরা আদৌ নিরাপদে রয়েছেন কি না, তাঁদের সঙ্গে কী ঘটেছে-কোনও

প্রশ্নেরই উত্তর তাঁর কাছে ছিল না।এর মধ্যেই সদর দফতর থেকে তাঁর কাছে ফোন আসে। ঊর্ধ্বতন কর্তারা জানতে চান, তিনি কি সীমান্তের ওপারে একটি দল পাঠিয়েছিলেন। ডোভাল জানান, দলটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফিরে আসার কথা থাকলেও এখনও তাদের কোনও খবর নেই। এরপরই তিনি জানতে পারেন, দলটির সদস্যরা চিনা বাহিনীর হেফাজতে রয়েছেন। ডোভালের বক্তব্য অনুযায়ী, চিনা বাহিনী তাঁদের আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। পরে আলোচনা বা সমঝোতার মাধ্যমে তাঁদের ভারতে ফিরিয়ে আনা হয়। ফিরে আসার সময় তাঁদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল বলেও তিনি জানান।এই ঘটনার পরই শুরু হয় তদন্ত। আর সেখানেই সবচেয়ে বড় ধাক্কা আসে তরুণ ডোভালের কাছে। তিনি জানান, তাঁর মনে হয়েছিল এই ঘটনার জন্য তাঁর কেরিয়ার শেষ হয়ে যেতে পারে। তখন তাঁর বয়স ২০-এর কোঠায়। ফলে গোয়েন্দা বিভাগে চাকরি না থাকলে নতুন করে কী করা যায়, তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেছিলেন তিনি। নিজের সেই সময়কার সিদ্ধান্তকে তিনি ' বলে বর্ণনা করেছেন।তবে তদন্তের ফল তাঁর আশঙ্কার মতো হয়নি। ডোভালের বক্তব্য অনুযায়ী, তদন্তে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি। পরে জানা যায়, সদর দফতর থেকে সরবরাহ করা মানচিত্র এবং স্কেচে কিছু ভুলত্রুটি ছিল। সেই ভুলের কারণেই অভিযানের ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে তদন্তে উঠে আসে।কিন্তু সেই কঠিন সময়ই ডোভালকে জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দিয়েছিল। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অবস্থায় তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল এক প্রবীণ তিব্বতি শেরপার। দীর্ঘদিন পাহাড়ি এলাকায় কাজ করা ওই ব্যক্তির কাছ থেকে তিনি এমন একটি পরামর্শ পান, যা পরবর্তীকালে তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল।ডোভালের বক্তব্য অনুযায়ী, সেই শেরপা তাঁকে মূলত তিনটি প্রশ্ন মনে রাখতে বলেছিলেন-আপনি এখন কোথায় আছেন, আপনি কোথায় যেতে চান এবং সেখানে পৌঁছনোর পথ কী। প্রয়োজনে ফিরে আসার পথও জানা থাকা দরকার। পাহাড়ের দুর্গম পরিস্থিতিতে পথ চিনতে এই শিক্ষা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই জীবনের ক্ষেত্রেও এর তাৎপর্য রয়েছে বলে মনে করেন ডোভাল। আইআইটি রুড়কির তরুণদের সামনে নিজের জীবনের এই অধ্যায় তুলে ধরে ডোভাল মূলত বোঝাতে চেয়েছেন, কেরিয়ারের কঠিন সময় বা ব্যর্থতা সবসময় শেষ কথা নয়। কখনও কখনও একটি বড় ধাক্কাই ভবিষ্যতের পথ চিনতে সাহায্য করে। তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও সিকিমের সেই কঠিন অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত কেরিয়ারের ইতি টানেনি।

বিশাখাপত্তনমে স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর কর্মসূচির অধীনে সৈকতে স্বচ্ছতা

বিশাখাপত্তনম, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর ৫.০' কর্মসূচির অধীনে শনিবার অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে সৈকত পরিচ্ছন্নতা অভিযান আয়োজিত হয়। সমুদ্র সৈকত স্বচ্ছতার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সকাল থেকেই চলে স্বচ্ছতা অভিযান। এ প্রসঙ্গে অন্ধ্রপ্রদেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য পঞ্চকরলা সন্দীপ বলেন, নরেন্দ্র মোদী সরকারের 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর ৫.০' উদ্যোগের অধীনে বিশাখাপত্তনমের ব্লু ফ্ল্যাগ সৈকত রুশিকোন্ডা সৈকতে একটি সৈকত পরিচ্ছন্নতা অভিযান আযোজন করা হচ্ছে। এই অভিযানে ছাত্রছাত্রী, এনজিও এবং সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। এই অভিযানকে ঘিরে মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ দেখা যায়।

পুঞ্চে সেনার অনন্য উদ্যোগ, দু ঃস্থ পড়ুয়াদের বিনামূল্যে নিট প্রশিক্ষণ

পুঞ্চ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃজম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার সীমান্ত এলাকায় সামাজিক ও শিক্ষামূলক উন্নয়নের নতুন ধারা তৈরি করল ভারতীয় সেনাবাহিনী। দু ঃস্থ ও মেধাবীয়াদের ভবিষ্য উজ্জ্বল করতে উদ্যোগী হয়েছে সেনাবাহিনীর 'রোমিও ফোর্স'। সুরনকোট এলাকায় অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে. প।। শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে নিট পরীক্ষার প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে।সেনাবাহিনী সূত্রে জানা গেছে, এই বিশেষ প্রকল্পের আওতায় মোট ৫০ জন বাছাই করা পড়ুয়াকে ২০২৭ সালের নিট পরীক্ষা পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিখরচায় মানসম্মত কোচিং প্রদান করা হবে। ভারতীয় সেনার এই সহায়তায় কৃতজ্ঞ স্থানীয় শিক্ষার্থীরা। এক পরীক্ষার্থী নিজের অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে জানান, আমরা সেনার এই নিখরচায় প্রশিক্ষণ শিবিরে নিট-এর প্রস্তুতি নিচ্ছি। এখানে অত্যন্ত উন্নতমানের শিক্ষা এবং সবরকম গাইডেন্স পাওয়া যাচ্ছে। গত তিন মাস ধরে আমরা এখানে প।শোনা করছি এবং আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত এই ক্লাস চলবে। আমাদের মতো সাধারণ শিক্ষার্থীদের এত ব। একটা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে প্রস্তুত করার জন্য আমরা ভারতীয় সেনার কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চলে শিক্ষা প্রসারে এবং তরুণদের মূল স্রোতে যুক্ত রাখতে সেনার এই মানবিক পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারাও।

রাঁচিতে হোস্টেল থেকে ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

রাঁচি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচির খ্যাতনামা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'বিআইটি মেসরা'-র হোস্টেল থেকে অঞ্জলি নামে এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যুর ঘটনা ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নিহত ছাত্রী অঞ্জলি বিআইটি মেসরার এম.এসসি.-র ছাত্রী ছিলেন। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল গভীর রাতে ৯ নম্বর হোস্টেলের নিজের ঘর থেকে অঞ্জলির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই বিআইটি থানার পুলিশ বাহিনী দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দেহটি নিজেদের হেফাজতে নেয়।ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে পারেনি। তবে মৃতার ঘর থেকে একটি ডায়েরি উদ্ধার করা হয়েছে। ডায়েরির পাতায় লেখা বিভিন্ন তথ্য থেকে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, অঞ্জলি দীর্ঘদিন ধরে মারাত্মক পারিবারিক সমস্যায় ভুগছিলেন এবং মানসিক অবসাদগ্রস্ত ছিলেন। পারিবারিক এই টানাপোড়েনের জেরেই তিনি চরম পথ বেছে নিয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে এবং মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে পুলিশ ডায়েরিটি বাজেয়াপ্ত করে বিস্তারিত তদন্ত শুরু করেছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরই মৃত্যুর আসল কারণ পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছে রাঁচি পুলিশ।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশে অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

রাশিয়া কি তৃতীয়া মহাযুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে

রাশিয়া,১৯স্পেটম্বরঃইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছে রাশিয়া। বার বার করে সাবধান করা সত্ত্বেও রুশ আগ্রাসন সমানে চলেছে। ন্যাটো ও ইউরোপীয় কমিশন চূড়ান্ত সতর্ক করল রাশিয়াকে। জার্মানির লেপজিগ বিমানবন্দরে ড্রোন হামলার জন্য রাশিয়াকে দায়ী করল ন্যাটো। ব্রিটেনেও চোরাগোপ্তা রুশ হামলার অভিযোগ। ভ্লাদিমির পুতিনকে ন্যাটো সচিবের হুঁশিয়ারি, রুশ আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জার্মানি একা নয়, গোটা ইউরোপ ও আমেরিকা একসঙ্গে লড়বে। তবে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেশিদিন টিকতে পারবে না ইউরোপ। ইউরোপে আগ্রাসন বাড়াচ্ছে রাশিয়া। জার্মানির লেপজিগ বিমানবন্দরে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ড্রোন হামলার অভিযোগ। শুধু তাই নয়, জার্মানি-সহ ইউরোপের নানা জায়গায় রুশ চরেরা পার্সেল বোমা, সাইবার হামলা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ। ইলেক্ট্রিসিটি স্টেশন, রেলপথ, এমনকী ড্রোন উপাদনের কারখানাতে চোরাগোপ্তা হামলা চালাচ্ছে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। এই দুষ্কৃতীরা কারা? ইউরোপীয় গোয়েন্দাদের রিপোর্ট, এই সব হামলার পিছনে রুশ গুপ্তচররা। প্রতিবাদে বন শহরে রুশ দূতাবাস বন্ধ করা হচ্ছে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উ।জুলা লেয়ান ও ন্যাটো সেক্রেটারি মার্ক রুটের অভিযোগ, জার্মানির মাটিতে যাত্রীবাহী বিমান ধ্বংস করতে বিস্ফোরক ঠাসা ড্রোন পাঠিয়েছে রাশিয়া। এটা সরাসরি যুদ্ধের প্ররোচনা। এই আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ন্যাটো সদস্যরা একজোট। আমেরিকাও ন্যাটো-র সঙ্গে রয়েছে। রাশিয়াকে যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। যদিও সদ্য অনুষ্ঠিত মিউনিখ সিকিউরিটি কনফারেন্সে বিষেশজ্ঞদের আশঙ্কা, ন্যাটো-র এখন যা অবস্থা, তাতে পুতিনের বিরুদ্ধে দীর্ঘমেয়াদি যুদ্ধে ইউরোপ টিকতে পারবে না। জার্মান পুলিশ ও সরকারি গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রথম রুশ ড্রোন হামলা হয় লেপজিগ বিমানবন্দরে। লেপজিগ শুধু জার্মানির নয়, ন্যাটোর জন্যও গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। দ্বিতীয় ড্রোনটি আঘাত করে একটি পণ্যবাহী বিমানে। তৃতীয় ড্রোনটি ভাঙা অবস্থায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। সেটি বিশ্লেষণ করে গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, যে ডেটোনেটর বা বিস্ফোরক এই ড্রোনে ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা রাশিয়া-ই ব্যবহার করে।

২০ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পরিচ্ছন্নতা দিবসঃকর্মকে বাস্তবে প্রভাবের রূপ দেওয়া

ডঃপার্থ প্রতিম বিশ্বাস,১৯সেপ্টম্বর ঃপ্রতি বছর ২০ শে সেপ্টেম্বর উদযাপিত 'ওয়ার্ল্ড ক্লিনআপ ডে' বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে একত্রিত করে কঠিন বর্জ্য ও সামুদ্রিক দূষণের বিরুদ্ধে লড়তে অনুপ্রাণিত করে। এই একদিনের বিশাল পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মূল লক্ষ্য শুধু ময়লা পরিষ্কার করা নয়, বরং তথ্য সংগ্রহ, মানুষের মধ্যে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়া এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় স্থায়ী নীতিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করা।পরিবেশের সুরক্ষা হিসাবে রাস্তা, নদ-নদী ও উপকূলীয়.এলাকা থেকে প্লাস্টিক ও অন্যান্য আবর্জনা সরিয়ে ফেললে বন্যপ্রাণী ও সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান নিরাপদ থাকবে।নর্দমা ও জলপথ পরিচ্ছন্ন থাকলে জলাবদ্ধতা ও বন্যার আশঙ্কা কমে এবং উন্নত স্যানিটেশন নিশ্চিত হয।পরিচ্ছন্নতা অভিযানের সময় সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে (যেমন-প্লাস্টিক বোতল বা খাবারের প্যাকেট) স্থানীয় প্রশাসন ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কার্যকর ও বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম তৈরি করতে পারে।উপকূলীয়.ও নদী তীরবর্তী অঞ্চলে সামুদ্রিক দূষণ কমলে মস্য সম্পদ ও পর্যটন শিল্প সমৃদ্ধ হয়।শহরের আবাসন এলাকায.পরিষ্কার ড্রেন ও পার্কের মাধ্যমে সামাজিক মেলবন্ধন ও সুন্দর পরিবেশ তৈরি হয়।পুনর্ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী রিসাইক্লিং কেন্দ্র বা বর্জ্য সংগ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিলে তা কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দেয়। নিরাপত্তার জন্য গ্লাভস, শক্ত ব্যাগ, পানীয় জল, রোদ থেকে বাঁচার সরঞ্জাম এবং সম্ভব হলে ময়লা তোলার পেন্স বা টংস সাথে রাখুন।বর্জ্য সংগ্রহের সময় পচনশীল, শুকনো ও পুনর্ব্যবহারযোগ্য-এভাবে আলাদা করুন এবং সেগুলো স্থানীয় পৌরসভা বা স্বীকৃত রিসাইক্লিং গ্রুপকে হস্তান্তর করুন।সংগৃহীত বর্জ্যের ধরণ ও সংখ্যা লিখে রাখুন এই উপাত্ত বা প্রাথমিক তথ্য স্থানীয় নীতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।প্রয়োগিক ফলাফল ও আগামীর পরিকল্পনাএকবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক (Single-Use Plastic) নিষিদ্ধ করা এবং উপাদনকারীর দায়বদ্ধতা (EPR or Extended Producer Responsibility) নিশ্চিত করার দাবিতে সোচ্চার হোন।একদিনের এই উদযাপনকে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে রূপ দিতে নিয়মিত এলাকা পরিষ্কার ও সচেতনতামূলক প্রচারে যুক্ত থাকুন।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চে জেলা হাসপাতালে আগুন, ছড়ালো আতঙ্ক

পুঞ্চ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলায় আগুন লাগল জেলা হাসপাতালে। শনিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ জেলা হাসপাতালে আগুন লাগে বলে জানা গিয়েছে। হাসপাতালের কর্মী ও আধিকারিকরা, পুলিশ ও দমকল বাহিনী দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে এনে বড় ধরনের ক্ষযক্ষতি রোধ করে।জেলা হাসপাতালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা প্রসঙ্গে পুঞ্চ জেলা হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট শফিক আহমেদ বলেন, শনিবার সকাল সাড়ে ৭টা নাগাদ হাসপাতালে দুর্ঘটনাবশত আগুন লেগে যায়। কর্তব্যরত কর্মীরা দ্রুত পদক্ষেপ নেন এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে হাসপাতালের ওয়াটার পাম্প থেকে জল ব্যবহার করেন। দমকল বাহিনী ও পুলিশকেও খবর দেওয়া হয় এবং তাঁরা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও দমকল বাহিনীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আগেই নিযন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনায় কোনও বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

সাধারণ মানুষকে কৌটোর সঙ্গে 'কিউআর কোড' পৌঁছে দিলেন সিপিএম

নিজস্ব প্রতিবেদন,১৯সেপ্টেম্বরঃ সিপিএম চিরকালই হাত পেতে মানুষের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে দল চালায়। তারা বিল নিয়ে অথবা কৌটো নিয়ে মানুষের দরজায় দরজায় যায়। আর এবার সঙ্গে রাখলেন কিউআর কোড। কৌটা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া। সিপিএমের এই ভাবে নির্বাচনী তহবিল গড়ার সংস্কৃতি দীর্ঘদিনের। এই ছবি পথে ঘাটে বিভিন্ন সময় ধরা পড়েছে। সেই সংস্কৃতি বদলে ' আধুনিক হয়ে উঠছে সিপিএম। চাঁদা তুলতে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে হাতিয়ার করছে এই বাম দল। রেজিনগর ও নন্দীগ্রামে প্রচারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে ডিজিটালি চাঁদা তোলার পথে হাঁটল তারা। শুক্রবার সাধারণ মানুষের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।সোশ্যাল মিডিয়ায় এদিন সেলিম একটি কিউআর কোড দেন। কিউআর কোড স্ক্যান করে সাহায্যের আবেদন করেন। তিনি লেখেন, আসন্ন রেজিনগর এবং নন্দীগ্রাম বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রচারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। নির্বাচনী তহবিলে অর্থ দান করে সাধ্যমতো পাশে থাকুন। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেলিমের ওই পোস্টে অনেকে কটাক্ষ করে কমেন্ট করেছেন। অনেকে আবার জানিয়েছেন, তাঁরা সামর্থ্য মতো সাহায্য পাঠালেন। কয়েকমাস আগে বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও ডিজিটালি চাঁদা তুলেছিল সিপিএম। সেই সিপিএম-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী টিভি৯ বাংলাকে দেওয়া সাক্ষাকারে বলেছিলেন, আগে কিউআর কোড ছিল না। আমরা বরাবরই জনগণের কাছ থেকে টাকা তোলার পরিপন্থী। অনেকেই আছেন যাঁরা দলকে টাকা দিতে চান, বিশেষ করে এই টাকা চেনা পরিচিতরাই দিয়ে থাকেন। দূরে দূরে যাঁরা আছেন তাঁরা কীভাবে টাকা দেবেন? কিউআর কোডে সুবিধা। তবে তিনি জানিয়েছিলেন, যাঁরা এই টাকা দেন, তাঁরা সকলেই চেনা পরিচিত বা বন্ধু কিংবা পার্টির সমর্থকরা। আমাদের তো আর ইলেকট্রোরাল বন্ড নেই। বামেরা মানুষের উপর নির্ভর করে।

বারো বছর আগে সিপিএম নেতা গৌতম দেব বলেছিলেন,'মমতা দল চালাতে পারবে না, ও ধ্বংস হবে '

নিজস্ব প্রতিবেদন,১৯সেপ্টম্বরঃপ্রবীণ সিপিএম নেতা বাংলার রাজনীতিতে একসময় খুবই প্রাসঙ্গিক ছিলেন। তখন তিনিই তিনিই ছিলেন বাম শক্তির মূল মুখপাত্র। শারীরিক অসুস্থতার কারণে এই মুহূর্তে তিনি গৃহবন্দি। কিন্তু প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তাঁর বক্তব্য। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে তৃণমূলের ঘাসফুল প্রতীক ও দলের নাম সিন্দুকবন্দি হওয়ার পর ১২ বছর আগে গৌতম দেবের করা ভবিষ্যদ্বাণী ঘুরেফিরে আসছে বঙ্গ রাজনীতির মযদানে। তিনি বলেছিলেন, ' মমতা এত মিথ্যে বলছেন! উনি সরকার চালাতে পারবেন না। দল ধ্বংস হবে। আজ অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে সেই কথা! একযুগ আগে বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা গৌতম দেবের মন্তব্য ছিল, ' মুখ্যমন্ত্রী একজন প্যাথলজিক্যাল লায়ার। এত মিথ্যে কথা বললে সরকার ও দল চালানো সম্ভব নয়। দল ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রায় ১২ বছর আগে তকালীন সিপিএম নেতা গৌতম দেবের করা এই মন্তব্যই বৃহস্পতিবার মধ্যরাতের পর নতুন করে ফিরে এল রাজনৈতিক চর্চায়। নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল ' অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস'-এর নাম এবং দীর্ঘদিনের নির্বাচনী প্রতীক ' উপর জোড়াফুল' আপাতত ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। আর তারপরেই সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে গৌতমের সেই পুরনো বক্তব্য। ২০১৪ সালের ২৯ এপ্রিল কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করে তাঁকে ' প্যাথলজিক্যাল লায়ার' বলেছিলেন গৌতম দেব। একইসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ ছিল, মমতার ডিএনএ-তে সমস্যা রয়েছে। সেই সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের সম্পত্তি এবং তাঁর আঁকা ছবি বিক্রি নিয়েও একাধিক প্রশ্ন তুলেছিলেন এই প্রাক্তন সিপিএম নেতা। গৌতম দেবের সেই মন্তব্যকে সরাসরি ' ভবিষ্যদ্বানী'বলা হয়নি সেই সময়। রাজনৈতিক বক্তব্য হিসাবেই তা করা হয়েছিল। কিন্তু ১২ বছর পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ বিভাজন, দলের নাম ও প্রতীক নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপের প্রেক্ষাপটে পুরনো বক্তব্যটিকেই নতুন অর্থে দেখছেন অনেকে।

বর্ধমান জেলার একাধিক দুর্গা পুজোতে দেবী দুর্গার সঙ্গে চার সন্তান নয়, আছে দুই প্রিয় সখী জয়া আর বিজয়া

বর্ধমান,১৯সেপ্টেম্বরঃ সামনেই দুর্গাপুজো। কত বৈচিত্রে ভরা আমাদের এই দুর্গাপুজো। এমন কি মূর্তি স্থাপনেও আছে নানা বৈচিত্র। এমনই এক বৈচিত্রের খোঁজ করবো আমরা। প্রাচীনকালে সচ্ছল গেরস্তের কন্যাদের বিবাহের পর শ্বশুরবাড়িতে একা পাঠানো হত না। সঙ্গে যেতেন দাসী ও বিশ্বস্ত প্রাণের সখীরা। গিরিরাজ হিমালয.এবং মেনকার কন্যা দেবী পার্বতী যখন শিবের উদ্দেশ্যে কৈলাসে যাত্রা করেন, শাস্ত্রানুসারে তাঁর সঙ্গেও গিয়েছিলেন অষ্টসখী। এই আটজনের মধ্যে উমার সবচেয়ে প্রিয় এবং আত্মীযতুল্য ছিলেন জয়া ও বিজয়া। ফলে মর্ত্যে বাপের বাড়িতে উমার আগমনেও এই দুই সখীর সহাবস্থান নিতান্তই স্বাভাবিক। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, মৃলধারার বারোয়ারিতে কেন ঠাঁই পান না এই দুই প্রিয় সঙ্গিনী? তবে চেনা ব্যাকড্রপ পার করে বাঙালির পুজো-ইতিহাসের ধূলিমলিন গণ্ডিতে চোখ রাখলে থমকে যেতে হয় বইকি! কোথাও নেই অসুর, নেই চার সন্তান! দশভুজা উমার ডান আর বাম পাশে সগৌরবে দাঁড়িয়ে তাঁর প্রিয় দুই সখী। জয়া ও বিজয়া। বর্ধমানের ধেনয়া গ্রামের গৌরী কেদারনাথ ধামের কালীকৃষ্ণ মন্দিরের কথাই ধরা যাক। সেখানে দেবীর চেনা রণরঙ্গিণী বা ক্রোধাশ্রিত মূর্তি নেই। নেই পদতলে মহিষাসুরও! বরং শ্বেতসিংহের পিঠে আসীন একচালা মণ্ডপে দশভুজার দুই হাতে ধরা দুই সখী জযা ও বিজয়ার হাত। দেবীর চোখে-মুখে এক উফুল্ল, আহ্লাদী বাসল্য।একইভাবে পশ্চিম বর্ধমানের মলানদিঘি গ্রামের প্রাচীন ভট্টাচার্য বাড়িতে দুর্গার চার সন্তান পুরোপুরি অনুপস্থিত। সেখানে উমার সার্বক্ষণিক সঙ্গী শুধুই জয়া ও বিজয়া। সেই সঙ্গে হিমালয়ের জঙ্গলে দেখা মেলা দুর্লভ শ্বেতসিংহের আদলে গড়া হয়েছে দেবী বাহন।

বাগেশ্বর বাবা কিভাবে বাগেশ্বর বাবা হয়ে উঠলেন?

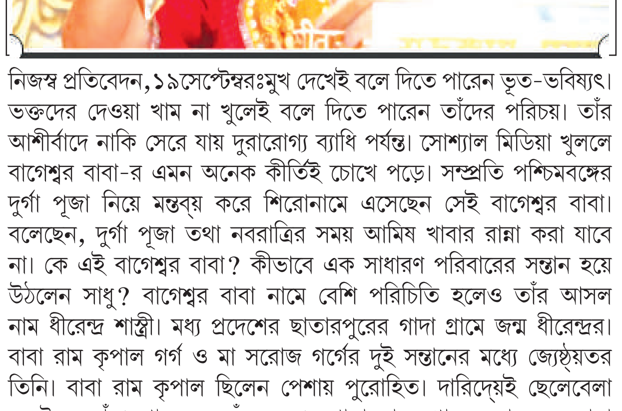

নিজস্ব প্রতিবেদন,১৯সেপ্টেম্বরঃমুখ দেখেই বলে দিতে পারেন ভূত-ভবিষ্যৎ। ভক্তদের দেওয়া খাম না খুলেই বলে দিতে পারেন তাঁদের পরিচয়। তাঁর আশীর্বাদে নাকি সেরে যায় দুরারোগ্য ব্যাধি পর্যন্ত। সোশ্যাল মিডিয়া খুললে বাগেশ্বর বাবা-র এমন অনেক কীর্তিই চোখে পড়ে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুর্গা পূজা নিয়ে মন্তব্য় করে শিরোনামে এসেছেন সেই বাগেশ্বর বাবা। বলেছেন, দুর্গা পূজা তথা নবরাত্রির সময় আমিষ খাবার রান্না করা যাবে না। কে এই বাগেশ্বর বাবা? কীভাবে এক সাধারণ পরিবারের সন্তান হয়ে উঠলেন সাধু? বাগেশ্বর বাবা নামে বেশি পরিচিতি হলেও তাঁর আসল নাম ধীরেন্দ্র শাস্ত্রী। মধ্য প্রদেশের ছাতারপুরের গাদা গ্রামে জন্ম ধীরেন্দ্রর। বাবা রাম কৃপাল গর্গ ও মা সরোজ গর্গের দুই সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ্যতর তিনি। বাবা রাম কৃপাল ছিলেন পেশায় পুরোহিত। দারিদ্র্যেই ছেলেবেলা কেটেছে তাঁর। থাকতেন কুঁড়েঘরে। শোনা যায়, গ্রামের মানুষকে নানা কাহিনী শোনানোর অভ্যাস তাঁর ছিল ছোটবেলা থেকেই। ছাতারপুরের একটি গ্রামের স্কুলে পড়াশোনা করেছেন তিনি। বাগেশ্বর ধামের ওয়েবসাইটে লেখা আছে একটি কাহিনী। ধীরেন্দ্র তখন কিশোর। এক রাতে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল। কোনও রকমে বাড়ির খাটের নিচে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁরা এতটাই দরিদ্র ছিলেন যে, বাড়ির বাইরে গিয়ে খাবার আনার উপাযও ছিল না। প্রবল বৃষ্টিতে সেদিন ঘরে খাওযার মতোও কিছুই ছিল না। খিদের জ্বালায় তাঁরা কাঁদতে থাকেন। এতে রীতিমতো আবেগপ্রবণ হযে.পড়েন ধীরে ন্দ্র। পরের দিন তিনি তাঁর দাদুর কাছে ছুটে যান। তাঁর দাদু বাগেশ্বর ধাম মঃিদরে থাকতেন। ধীরেন্দ্র প্রশ্ন করেন, এত অলৌকিক ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কেন তাঁদের পরিবারের পরিস্থিতি বদলে দিতে পারছেন না তাঁর দাদু? কেন দিতে পারছেন না বিপুল টাকার সন্ধান! এরপর দাদুর কথা মতো স্নান করে গিয়ে পুজোয় বসেন তিনি। তখনই নাকি বালাজির সঙ্গে তাঁর যোগ তৈরি হয়। সেই থেকেই নাকি আধ্যাত্মিক পথে চলা শুরু করেন বাগেশ্বর।

মমতার শাসনে শ্বাস নিতে হাঁসফাঁস করতেন পশ্চিমবঙ্গবাসীগিরিরাজ সিং

পাটনা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। শনিবার বিহারের পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মানুষ এখন স্বস্তিতে শ্বাস নিচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে তাঁরা শ্বাস নিতে হাঁসফাঁস করতেন-শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ছিল। পরিবেশ ছিল অপরাধে পরিপূর্ণ। মানুষ আতঙ্কিত ও ভয়ে ছিলেন। এখন শুভেঃদু অধিকারী একটি উন্মুক্ত 'রাম-রাজ্য' তৈরি করেছেন যেখানে মানুষ স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারে।লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে কটাক্ষ করে গিরিরাজ সিং বলেন, আপনারা কি কখনও রাহুল গান্ধীকে কোনও ইতিবাচক কথা বলতে দেখেছেন? তার মানসিকতাই কলুষিত তাকে যা শেখানো হয, তিনি কেবল তাই পড়েন-আজকের বৈজ্ঞানিক বিশ্বের একটি রোবটের মতো, যাকে কেবল প্রোগ্রাম করে দেওয়া. কথাগুলোই সে বলে। তিনি একটি রোবটের মতো আচরণ করেন-কেবল তার প্রোগ্রামিংয়ের সীমার মধ্যেই দেখেন এবং কথা বলেন। তিনি এটা বুঝতে ব্যর্থ হন যে তার নিজের দলই কয়েক ডজন বার বিভক্ত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে অসাধারণ উপহার দিলেন আলিয়া ভাট ও রণবীর কাপুর

নয়াদিল্লি,১৯সেপ্টেম্বরঃসকলেই চান নতুন কিছু করতে। আর তা যদি হয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন তাহলে তো আর কথাই নেই। ১৭ সেপ্টেম্বর গেলো নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন। দেশ ও বিদেশ থেকে এসেছে বহু উপহার। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য উপহার হলো আলিয়া ও রণবীরের উপহার।মোদীর জন্মদিনে তাঁরা সমাজের জন্য দারুণ এক কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মুম্বইয়ের ২০টি স্কুলকে একেবারে নতুন করে সাজিয়ে তোলার দাযিত্ব নিয়েছেন তাঁরা। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ছিল প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন। এই বিশেষ দিনটি উদযাপনের জন্য রণবীর এবং আলিয়া একদম আলাদা একটা রাস্তা বেছে নিয়েছেন। সোশাল (Social) মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (ক্স)-এ একটি পোস্ট করে আলিয়া নিজেই এই সুখবরটি সবাইকে জানিয়েছেন। তিনি লেখেন, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা! আপনার সুস্বাস্থ্য এবং সুন্দর এক বছরের কামনা করি। এর সঙ্গেই আলিয়া জানান যে, ' সেবা সংকল্প অভিযান'-এর ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা এই কাজ করতে চলেছেন। সমাজের জন্য কিছু করার তাগিদেই এই উদ্যোগ। শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য মুম্বই পুরসভার (BMC) পরামর্শ মেনে ২০টি স্কুলকে একেবারে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলা হবে। উদ্দেশ্য হল একটাই, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যেন আরও উন্নত এবং সুন্দর পরিবেশে পড়াশোনা করার সুযোগ পায়। কোনও সন্দেহ নেই, তারকা জুটির এই উদ্যোগ অনেকের মন জয.করে নিয়েছে। মোদীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে বলিউডের অন্য তারকারাও পিছিয়ে ছিলেন না। সোশাল মিডিয়ায়. শুভেচ্ছার বন্যা বয়ে গিয়েছে। শাহরুখ খান (Shah Rukh Khan) তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। আপনি সুস্থ থাকুন এবং এভাবেই গোটা দেশকে অনুপ্রাণিত করতে থাকুন। সলমন খানও (Salman Khan) প্রধানমন্ত্রীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি মিষ্টি পোস্ট করেছেন।

রাশিফল

মেষঃআজকের দিনটি আপনার জন্য রোমাঞ্চকর ও উদ্যমে পরিপূর্ণ হবে। আপনি নিজের মধ্যে থাকা শক্তিঃ অনুভব করবেন এবং উৎসাহের সঙ্গে জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন। সংসারে শান্তি হতে পারে

বৃষঃ মানসিক শান্তির জন্য নিজেকে কিছু দান এবং দাতব্য কাজে নিয়োজিত করুন। ফাটকায় লাভ আনবে। মনে হচ্ছে সিনেমা-থিয়েটারে সন্ধ্যাযাপন বা আপনার স্ত্রীর সাথে সান্ধ্যভোজ আপনাকে এক আয়েসী এবং চমকপ্রদ মেজাজে রাখবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।

মিথুনঃ আপনি সম্ভবত বিশাল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করবেন, সম্ভবত কোনও বেসরকারি উদ্যোগ থেকে। আজকের দিনটি কোষাধ্যক্ষ, মহাজন ও খুচরো ব্যবসায়ীদের জন্য খুবই লাভজনক হবে। সাফল্য।

কর্কটঃআজকে আপনি কিসে স্বস্তি পান, তা খুঁজে বার করতে চাইবেন এবং সেভাবেই দিন কাটাতে সময় যাবে। সম্ভবত আপনি আপনার নিকট বন্ধুদের সঙ্গে দিনের বেশির ভাগ সময.কাটাবেন। শুভদিন হবে

সিংহ ঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে

তুলাঃএক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। তাদের কাছে অর্থ ফেরত দিযে. আপনি আর্থিকভাবে আটকে যেতে পারেন। আপনাকে ঋণ নেওয়া এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায.রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে। সংসারে শান্তি হবে।

কুম্ভঃ আজ আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি দিন হবে। আপনার সামাজিক জীবনে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে, যা আপনাকে আনন্দ ও সন্তুষ্টি দেবে। আপনি বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করবেন, যা আপনার আবেগগত ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে।

মীনঃকোন বন্ধু বা পরিচিতের স্বার্থপর ব্যবহার আপনার মানসিক শান্তিকে বিঘ্নিত করবে। আজ আপনার সমস্যা হল আপনার টাকা ঝুলে থাকবে- আপনি সম্ভবত বেশি খরচ করবেন অথবা মানিব্যাগ অন্য স্থানে রখবেন- অসতর্কতার কারণে কিছু লোকসান নিশ্চিত হবে। সংসারে শান্তি হতে পারে। শুভদিন

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে ফের বদলাবে আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও ঘর্মাক্ত গরম থেকে মিলবে স্বস্তি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে আগামী ৪-৫ দিন বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং নদীয়া এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাকি জেলাগুলিতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে আগামী দু'দিন হালকা থেকে মাঝারি, কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টি হতে পারে। বিশেষ করে, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এই সমস্ত জেলাগুলিতে বৃষ্টির তীব্রতা বেশি থাকবে। বৃহস্পতিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.২ ডিগ্রি বেশি। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৭ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৭ শতাংশ শতকরা এবং ৫২ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫০মনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১০টা ৪০ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৩০মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৫মিনিটে হতে পারে।

১৮ বছর পূর্ণের আগেই নাবালিকাকে বিয়ে, গর্ভবতী হওয়ার অভিযোগ !

দুরন্তবার্তা, প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পূর্বস্থলী ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই এক নাবালিকা কিশোরীকে বিয়ে এবং পরবর্তীতে তাকে গর্ভবতী করার অভিযোগে তার স্বামীকে গ্রেফতার করল মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের নাম শুভ ওরফে সুব্রত দাস। তিনি মন্তেশ্বর থানার কুসুমগ্রাম এলাকার বাসিন্দা।পুলিশ ও স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি ওই নাবালিকা গর্ভবতী অবস্থায় বাবার বাড়ি থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে কালনা হাসপাতালে যান। সেখানে নথিপত্র ও পরিচয়পত্র যাচাই করার সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা জানতে পারেন, ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই ওই কিশোরীর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। পাশাপাশি বর্তমানে সে গর্ভবতী বলেও জানা যায়। বিষয়টি জানার পর হাসপাতালের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য আধিকারিককে অবহিত করা হয়। এরপর ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখে স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আধিকারিক মন্তেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ পাওয়ার পর তদন্তে নামে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। তদন্তের ভিত্তিতে নাবালিকার স্বামী শুভ ওরফে সুব্রত দাসকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের বিরুদ্ধে পকসো আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে। পরে তাকে কালনা মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিন দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, নাবালিকার বিয়ের ঘটনায় কোনও ঘটক বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন কিনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। নাবালিকা বিয়ে রুখতে প্রশাসন ও পুলিশের পক্ষ থেকে নিয়মিত সচেতনতা প্রচার চালানো হলেও ফের এমন অভিযোগ সামনে আসায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, সচেতনতার বার্তা দেওয়া সত্ত্বেও কেন এখনও নাবালিকা বিয়ের মতো ঘটনা ঘটছে? ঘটনাকে কেন্দ্র করে মন্তেশ্বরের কুসুমগ্রাম এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও শুরু হয়েছে নানা আলোচনা।

সিপিএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুরের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, সোনারপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ঃ সোনারপুর থানার কোদালিয়ায় সিপিএমের পার্টি অফিসে ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সিপিএমের অভিযোগ, একদল বিজেপি কর্মী বাইকে করে এসে তাঁদের পার্টি অফিসে হামলা চালিয়ে চেয়ার, টেবিল-সহ একাধিক আসবাবপত্র ভাঙচুর করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির একটি পোস্টার কেউ বা কারা ছিঁড়ে দেয়। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথমে এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। অভিযোগ, বিষয়টি নিয়ে বিজেপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন এবং সিপিএম নেতৃত্বের বচসা শুরু হয়। পরে পরিস্থিতি সাময়িক ভাবে শান্ত হলেও কিছুক্ষণ পর ফের কয়েকজন বিজেপি নেতা কর্মী এলাকায় ফিরে আসেন বলে অভিযোগ। সিপিএমের দাবি, এরপরই তাঁদের দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে ভাঙচুর চালানো হয়। পার্টি অফিসের চেয়ার, টেবিল-সহ বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে অভিযোগ বামেদের। ঘটনায় এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনারপুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি ঘটনার বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে। সিপিএমের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। যদিও গোটা ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও কোনও নির্দিষ্ট দায় স্বীকার করা হয়নি।

নন্দীগ্রাম-রেজিনগর নিয়ে মুখ খুললেন শান্তনু

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ রোজগার মেলায় হাওড়ায় এসে শনিবার একাধিক রাজনৈতিক ইস্যুতে মুখ খুললেন শান্তনু ঠাকুর। নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানের গ্রেফতারি প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, কারও বিরুদ্ধে মামলা ও জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা থাকলে আইন মেনেই পুলিশ পদক্ষেপ করতে পারে। পুলিশের দাবি, ২০০৭ সালের মামলায় মিলনের বিরুদ্ধে চারটি জামিন-অযোগ্য পরোয়ানা ছিল। রেজিনগর উপনির্বাচন প্রসঙ্গে তৃণমূলকে নিশানা করে আগামী দিনে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে মন্তব্য করেন শান্তনু ঠাকুর। এদিনই মমতা শিবিরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন বলে খ বর।অন্যদিকে, মতুয়া সম্প্রদায়কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি নিয়ে তাঁর দাবি, বিভিন্ন স্তরে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

স্বামীর অসমাপ্ত প্রতিমায় প্রাণ, শিল্প বাঁচানোর লড়াই বেবির

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ পুজোর দিন যত এগিয়ে আসছে, ঝাড়গ্রাম শহরের নতুনডিহির শিল্পালয়ে ততই বাড়ছে ব্যস্ততা। সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক দুর্গাপ্রতিমা। কোনওটির মাটির কাজ প্রায় শেষ, কোনওটিতে চলছে চক্ষুদান। শিল্পালয়ের এই কর্মব্যস্ততার মধ্যেই যেন ছড়িয়ে রয়েছে এক শিল্পীর স্মৃতি। মৃৎশিল্পী শিবশঙ্কর সিংহ। যে প্রতিমাগুলির অনেকগুলির কাজ তাঁর হাতে শুরু হয়েছিল, এ বার সেগুলিই পূর্ণতা পাচ্ছে তাঁর স্ত্রী বেবি সিংহ মাইতির হাতে। গত ২৫ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন প্রায় ৬৫ বছরের শিবশঙ্কর। চার দশকেরও বেশি সময় ধরে প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। পরিবারে প্রতিমা তৈরির কোনও বংশপরম্পরা ছিল না। রাজপুত ক্ষত্রিয় পরিবারের সন্তান শিবশঙ্কর নিজের আগ্রহেই প্রায় ৪৫ বছর আগে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করেন। দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও নিজস্ব দক্ষতায় ধীরে ধীরে ঝাড়গ্রামের পরিচিত মৃৎশিল্পী হয়ে উঠেছিলেন তিনি। প্রতি বছর দুর্গাপুজোর অনেক আগে থেকেই প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু করতেন শিবশঙ্কর। এ বারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। মৃত্যুর আগে একাধিক দুর্গাপ্রতিমার খড়ের কাঠামো তৈরি করে রেখেছিলেন তিনি। কিন্তু মাটির কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। স্বামীর মৃত্যুর পরে সেই অসমাপ্ত কাজের সামনে দাঁড়িয়ে বেবি ঠিক করেন, কাজ থামিয়ে রাখবেন না। স্বামীর হাতের শুরু করা প্রতিমাগুলিই শেষ করবেন তিনি। ঝাড়গ্রাম শহরের একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিক্ষা কর্মীর চাকরি করেন বেবি। সেই চাকরি সামলে এখন নিয়ম করে সময় দিচ্ছেন শিল্পালয়ে। স্বামীর তৈরি করে যাওয়া খড়ের কাঠামোয় মাটি চাপাচ্ছেন, গড়ছেন প্রতিমার অবয়ব। এত দিন শিবশঙ্করের হাতেই যে চক্ষুদানের কাজ দেখেছেন, এ বার সেই কাজও নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন তিনি। বেবির কথায়, তওঁর কাছে প্রতিমার চোখ আঁকা শিখেছিলাম। সাহস করে এ বার সেটাই করেছি। তবে ভারী কাজগুলো করতে গোপাল ভীষণ রকম সাহায্য করছে। গোপাল শীটও শিবশঙ্করেরই ছাত্র। টেঙ্গিয়া গ্রামের গোপাল দীর্ঘদিন তাঁর কাছে প্রতিমা তৈরির কাজ শিখেছেন। ফলে শিবশঙ্করের শেখানো পদ্ধতি ও শিল্পরীতিতেই এখন বেবির সঙ্গে অসমাপ্ত প্রতিমাগুলির কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তিনি। এক সময় নতুনডিহির এই শিল্পালয় থেকে বছরে ১০-১২টি দুর্গাপ্রতিমা তৈরি হত। দুর্গার পাশাপাশি বিশ্বকর্মা, কালী-সহ বিভিন্ন প্রতিমাও তৈরি করতেন শিবশঙ্কর। এ বার কাজের পরিমাণ কিছুটা কমেছে। তবু তৈরি হচ্ছে ছ'টি দুর্গাপ্রতিমা, ন'টি বিশ্বকর্মা এবং বেশ কয়েকটি কালী প্রতিমা। থাকছে কোজাগরী লদী ও জগদ্ধাত্রীও। প্রতিটি প্রতিমার বেদি বা কাঠামোর নীচে থাকবে শিল্পীর নাম;'শিবশঙ্কর সিংহ'। শুধু দুর্গাপ্রতিমাই নয়, এ বছর এই শিল্পালয়ের তৈরি বেশ কিছু গণেশ প্রতিমাও বিভিন্ন মণ্ডপে শোভা পেয়েছে। সেই প্রতিমাগুলিতেও ছিল শিবশঙ্করের নাম। ঝাড়গ্রাম শহরের মহিলা পরিচালিত একটি বহুতল আবাসনের তিলোত্তমা পুজোর সঙ্গে শিবশঙ্করের সম্পর্ক দীর্ঘ ২৩ বছরের। প্রতি বছর তাঁর কাছ থেকেই প্রতিমা নিয়েছে পুজো কমিটি। এ বার ২৪তম বর্ষের প্রতিমার খড়ের কাঠামোটিও নিজের হাতে তৈরি করে রেখে গিয়েছিলেন শিবশঙ্কর। সেই প্রতিমাই এ বার বেবি ও গোপালের হাতে পূর্ণতা পেতে চলেছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সোনালি মজুমদার বলেন, তআমরা শিবশঙ্করের অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্য বেবিকে উৎসাহ দিয়েছিলাম। শিবশঙ্করের সৃষ্টি বেবির মাধ্যমে এগিয়ে চলুক।দ ওই পুজো কমিটির সভানেত্রী দেবলীনা গাঙ্গুলী বলেন, তমানুষ শরীরে না থাকলেই কি একেবারে নেই? শিবশঙ্কর দাদা তো তাঁর স্ত্রীর পাশেই রয়েছেন। সেই কারণেই তো বেবি এত সুন্দর কাজগুলো সম্পন্ন করতে পারছেন।দ জামবনি ব্লকের নুনিয়া গ্রামের পুজো কমিটির কর্মকর্তা বিজনকুমার পাণিও এ বার শিবশঙ্করের তৈরি করে যাওয়া প্রতিমাই নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তিনি বলেন, তশিবশঙ্করবাবু প্রতিবছর আমাদের জন্য যে প্রতিমাটি রাখতেন, আমরা সেটিই নিতাম। এ বারও উনি গোড়াতেই আমাদের জন্য প্রতিমার খড়ের কাঠামো করে রেখেছিলেন। সেই প্রতিমা ওঁর স্ত্রী তৈরি করছেন। এই মনের জোরকে আমরা কুর্নিশ জানাচ্ছি। আমরা তাঁর পাশে আছি।দ শিল্পালয়ে শিবশঙ্করের সেই পরিচিত ব্যস্ত হাত আর নেই। নেই কাজের ফাঁকে তাঁর নির্দেশ দেওয়ার স্বরও। কিন্তু তাঁর তৈরি করে যাওয়া কাঠামোর গায়ে মাটি চাপাতে চাপাতে তাঁর শিল্পকেই এগিয়ে নিয়ে চলেছেন বেবি। অসমাপ্ত প্রতিমাগুলির শরীরে মাটির পরত পড়ছে, আর তার সঙ্গে যেন ফিরে আসছে চার দশকের শিল্পসাধনার স্মৃতি। বেবির কথায়, 'তাঁর সৃষ্টি তাঁরই থাকবে। যতক্ষণ শরীর দেবে, তিনি যে পথ দেখিয়ে গেছেন, সেই শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখাই আমার লক্ষ্য।'

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে দেবজ্ঞানে আজও প্রত্যহ পূজা করেন শ্যামসুন্দর সাঁতরা

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এক শ্যামা কে শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস-এর অটুট বন্ধনে আজ ও প্রত্যহ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে পূজা করে দিন এর কাজ শুরু করেন শ্যামসুন্দর সাঁতরা। ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাপ্তি হওয়ার পর এই রাজ্যে বিধান সভা (১৯৫২) নির্বাচনের ৭৪ টা বছর ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) ক্ষমতায় আসে নি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ৭৯ বছর পর এই প্রথম রাজ্যে বি জে পি সরকার গঠন করেছে। এই রাজ্যে বি জে পি কে ক্ষমতায় আনার পিছনে বর্ষীয়ান জনসংঘ ,আর এস এস, জনতা পার্টি (বি জে পি)-র নেতা-নেত্রী, কর্মী-সমর্থকদের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের আত্মত্যাগ,আত্মবলিদান ভোলার নয়। বিশেষ করে এই রাজ্যে বাম আমলে বি জে পি কর্মীদের উপর অত্যাচার,বি জে পি কর্মীদের দাঁতে দাঁত কামড়ে লড়াই - তৃণমূল কংগ্রেস আমলে বি জে পি কর্মীদের উপর অকথ্য নির্যাতন, হুমকি, অত্যাচার,ঘর ছাড়া করা,ঘর-বাড়ি ভাঙচুর করা, মেরে ফেলার ঘটনা বি জে পি-র রাজ্য নেতৃত্ব, কর্মী-সমর্থকেরা ভোলে নি। এবার তার ফল ও মিলেছে। এবার রাজ্যে নতুন সরকার। এই সরকার জনসংঘ -র প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর জীবন ও অবদান বিশেষ ভাবে তুলে ধরছে।রাজ্যে বি জে পি সরকার ক্ষমতায় আসার মাত্র সারে তিন মাসের মধ্যেই একগুচ্ছ নতুন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প চালু করেছে। সেই সাফল্য এবং দৃষ্টিভঙ্গিকেই তুলে ধরার পাশাপাশি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও অবদানকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হচ্ছে। গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতা বিধান তথা আমতা থানার কুশবেড়িয়া-তাজপুর সহ সন্নিহিত এলাকার জনগণের কাছে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় একটা আবেগের নাম। বি জে পি কর্মীদের দাঁতে দাঁত কামড়ে অত্যাচার সহ্য করার কথা ভোলে নি শ্যামসুন্দর সাঁতরা। ৭৯ বছর বয়সী শ্যামসুন্দর সাঁতরা আজ ও শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে শ্রদ্ধা - ভক্তি- বিশ্বাস এর অটুট বন্ধনে প্রত্যহ সকালে স্নান সেরে শ্বেত শুভ্র বস্ত্রে মালা, ফুল,ধূপ সহযোগে পূজা করে দিনের কাজ শুরু করেন। তাঁর মা বাবার ফটোর সঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ফটো পাশাপাশি রেখে পূজা করেন। গ্রামীণ হাওড়া জেলার কুশবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের পানশিলা গ্রামে ১৯৪৭ সালের ১০ ই এপ্রিল (২৭ চৈত্র ১৩৫৩) জন্মগ্রহণ করেন।বাবা কানাইলাল সাঁতরা,মাতা কমলাবালা দেবী। দ্রারিদ্রের সঙ্গে তিনি লড়াই করেছেন ছোটোবেলা থেকেই। প্রথমে তিনি পানশিলা শীতলচক বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তারপর বাইনান বামনদাস স্কুলে সপ্তম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। তারপর আর্থিক দ্রারিদ্রের কারণে পড়াশোনা বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। সেই সময় যোগাযোগ হয় কুশবেড়িয়া নিবাসী পল্লীপ্রাণ জনদরদী, সমাজসেবী আখ্যাত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর শিষ্য প্রসাদ চক্রবর্তীর কাছের সঙ্গী জনসংঘ - র কর্মী নন্দলাল বেরা - র সঙ্গে। তিনি তাঁকে প্রসাদ চক্রবর্তী প্রতিষ্ঠিত 'শ্যামাপ্রসাদ সাংস্কৃতিক শিক্ষণ শিবির', যা বর্তমানে কর্মসাধনার তীর্থভূমি সেবাব্রতী সংগঠন শ্যামাপ্রসাদ ইনস্টিটিউট অব কালচার (এস পি ক)-এ নিয়ে যান। প্রসাদ চক্রবর্তীর সঙ্গে শ্যামসুন্দর সাঁতরার পারিবারিক অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বর্ণনা করে তাঁর পড়ার অদম্য ইচ্ছার কথা জানালে, প্রসাদ চক্রবর্তী শ্যামসুন্দর কে শ্যামাপ্রসাদ সাংস্কৃতিক শিক্ষণ শিবিরে সম্পূর্ণ নিঃখরচায় থাকা সহ শিক্ষার জন্য সমস্ত খরচ শিক্ষণ শিবির বহন করবে বলে জানায়। এরপরই শ্যামসুন্দর সাঁতরা তাজপুর শ্যামাপ্রসাদ শিক্ষণ শিবিরে থেকেই অষ্টম শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত সোনামুই ফতেসিং নাহার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তাঁর থাকা ও তাঁর পড়াশোনার সমস্ত খরচই শিক্ষণ শিবির বহন করে। পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে পারিবারিক আর্থিক সংকট দূর করার জন্য কীর্ত্তন দলে যোগদান করেন। দলে যোগদান করার পর থেকে তিনি নিরামিষ আহার করতে থাকেন।আজ পর্যন্ত তিনি নিরামিষ আহার করছেন।তিনি হাওড়া জেলা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার গ্রাম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অত্যন্ত দক্ষতা ও সুনামের সঙ্গে কীর্ত্তন পরিবেশন করেছেন। তাজপুরের শিক্ষণ শিবিরে থাকাকালীন সময়ে শ্যামসুন্দর সাঁতরা প্রসাদ চক্রবর্তী ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গদের মাধ্যমে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর জীবনী, কর্মকাণ্ড,আত্মত্যাগ ও স্বদেশ প্রেম, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষার কথা জানতে পারেন।এর পরই তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর অনুরাগী হয়ে উঠেন। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কে তাঁর জীবনের পথপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করেন। পল্লীপ্রাণ জনদরদী প্রসাদ চক্রবর্তীর মাধ্যমে তিনি এলাকার সামাজিক কাজে, সমাজের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েন। প্রসাদ চক্রবর্তীর মাধ্যমে তিনি রাজনীতিতে আসেন। ১৯৭১ সালে ' জনসংঘ-র , ১৯৮০ সালে বি জে পি-র সদস্য হন। শ্যামসুন্দর সাঁতরার রাজনৈতিক দল বলতে প্রথম থেকেই তজনসংঘ তপরে বি জে পি-র আদর্শকে সম্বল করে দিন যাপন করছেন।বাম আমলে ও পানশিলা বি জে পি-র শক্ত ঘাঁটি ছিল। আজও তা অব্যাহত। শ্যামসুন্দর সাঁতরা বলেন, ভারতের রাজনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা ও সামাজিক ইতিহাসে এক উজ্জ্বল নক্ষত্রের নাম ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন একাধারে শিক্ষাবিদ, আইনজ্ঞ, দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক, দক্ষ সংগঠক এবং অবিস্মরণীয় দেশপ্রেমিক। দেশের ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার সংগ্রামে তাঁর অবদান ভারতীয় ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর জীবনাদর্শ আজ ও সমগ্র দেশবাসীকে দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগ ও কর্তব্যনিষ্ঠার অনুপ্রেরণা জোগায়। দেশের ঐক্য, অখন্ডতা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য তাঁর আত্মত্যাগ ভারতবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের আদর্শ, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ এবং দৃঢ়চেতা নেতৃত্ব আজ ও নতুন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি কেবল একজন রাজনীতিবিদ নন, বরং জাতীয় চেতনা ও আত্মমর্যাদার এক উজ্জ্বল প্রতীক। তাই যথার্থই বলা যায়, মানুষ মরে যায়, কিন্তু মহান আদর্শ কখনই মরে না। আমার মতো পশ্চিমবাংলার মানুষের কাছে তিনিই ভগবান। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় না থাকলে, পশ্চিমবাংলা হতো না। আমার কাছে তিনি আমার জন্মভিটার জনক। তাই প্রত্যহ সকালে স্নান সেরে শ্বেত শুভ্র বস্ত্রে আমার মা-বাবার প্রতিকৃতির পাশে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর প্রতিকৃতি রেখে মালা, ফুল, ধূপ সহযোগে এক ঘন্টা পূজা করে দিনের কাজ শুরু করি ত। তিনি এও বলেন, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বাংলাকে গড়ার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন, যা তিনি করে যেতে পারেন নি, যে স্বপ্ন তাঁর অপূর্ণ থেকে গেছে, বর্তমানে এ রাজ্যের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টি (বি জে পি) শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এর সেই স্বপ্নের পশ্চিমবাংলা গড়ে তুলবেই তুলবে বলে আমি দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

এলআইসি হাউসিং ফিনান্সের সিএসআর উদ্যোগে ২০ স্কুলে স্মার্ট ক্লাস, লাইব্রেরি ও ছাত্রী শৌচাগার

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে আধুনিক শিক্ষার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে উদ্যোগী হল এলআইসি হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড। সংস্থার কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের আওতায় ঝাড়গ্রাম জেলার মোট ২০টি বিদ্যালয়ে তৈরি করা হয়েছে বিভিন্ন শিক্ষামূলক পরিকাঠামো। তার মধ্যে বিনপুর ১ ও বিনপুর ২ ব্লকের আটটি বিদ্যালয়ের জন্য তৈরি পরিকাঠামো আনুষ্ঠানিক ভাবে হস্তান্তর করা হল শুক্রবার বাঁশপাহাড়ী কুলদাপ্রসাদ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এলআইসি হাউসিং ফিনান্সের সাথী প্রকল্পের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি নির্বাচিত বিদ্যালয়ে একটি করে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ তৈরি করা হয়েছে। সেখানে স্মার্ট প্যানেল বোর্ডের ব্যবস্থা রয়েছে। পাশাপাশি বই ও আলমারি-সহ একটি কম্পিউটারভিত্তিক গ্রন্থাগার এবং ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগারও তৈরি করে দেওয়া হয়েছে।

এর ফলে প্রত্যন্ত এলাকার স্কুলগুলিতে পড়ুয়াদের আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার সুযোগ বাড়বে বলে আয়োজকদের বক্তব্য। এ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলআইসি-র ওয়েস্টার্ন রিজিয়নের প্রধান তথা আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক সত্যেন্দ্র মোহন নাইথানি, বন্ধন-কোন্নগরের প্রধান কার্যনির্বাহী আধিকারিক সঞ্জীব কুমার দাস এবং ঝাড়গ্রামের জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) জগবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও সংশ্লিষ্ট আটটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, নোডাল শিক্ষক-সহ বিভিন্ন আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়গুলির প্রতিনিধিদের হাতে প্রকল্পের আওতায় তৈরি পরিকাঠামোর আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর করা হয়। বক্তারা গ্রামীণ বিদ্যালয়ে প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। তাঁদের বক্তব্যে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষের মাধ্যমে পাঠদানকে আরও আকর্ষণীয় ও আধুনিক করে তোলার পাশাপাশি ডিজিটাল শিক্ষার সঙ্গে পড়ুয়াদের পরিচিত করার বিষয়টি উঠে আসে। প্রাথমিক ভাবে ঝাড়গ্রাম জেলার ২০টি বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ তৈরিতে প্রায় ১২ থেকে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে। স্মার্ট শ্রেণিকক্ষের পাশাপাশি গ্রন্থাগার ও ছাত্রীদের শৌচাগার-সহ অন্যান্য পরিকাঠামো মিলিয়ে প্রকল্পটির মোট ব্যয় কয়েক কোটি টাকা বলে জানা গিয়েছে।

মাঠে বাজ পড়ে আহত ব্যক্তি, মৃত্যু ৩০-৩৫ ছাগলের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রামের দুধকুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাজ পড়ে আহত হলেন এক ব্যক্তি। ঘটনায় মাঠে চরতে থাকা প্রায় ৩০-৩৫টি ছাগলেরও মৃত্যু হয়েছে। জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর প্রায় ১টা নাগাদ দুধকুন্ডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি মাঠে আচমকা বাজ পড়ে। সেই সময় সেখানে থাকা ইন্দখাড়া গ্রামের বাসিন্দা শিশির মাহাতো, বাজের আঘাতে আহত হন। ঘটনাটি জানাজানি হতেই তাঁকে দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্যদিকে, ওই সময় কাছাকাছি মাঠে চরছিল প্রায় ৩০-৩৫টি ছাগল। বাজের আঘাতে ছাগলগুলির মৃত্যু হয় বলে জানা গিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে

বিশ্বকর্মা আরাধনায় খড়িকা স্কুলে মডেল মেকিং প্রতিযোগিতা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ স্থাপত্য ও কারিগরি বিদ্যার সৃষ্টিকর্তা দেবতা বিশ্বকর্মার আরাধনা তিথিকে সামনে রেখে 'মডেল মেকিং প্রতিযোগিতা'র আয়োজন করল খড়িকা বি এম এস সি হাইস্কুল। বিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার শিক্ষক অর্ণব কুমার দাশ এবং পঙ্কজ পাত্রের যৌথ উদ্যোগে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। পড়াশোনার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা, কারিগরি দক্ষতা এবং হাতে-কলমে কাজের প্রতি আগ্রহ বাড়াতেই এই উদ্যোগ বলে বিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে। বিশ্বকর্মা পুজোকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা উৎসাহের সঙ্গে অংশ নেয়। নিজেদের ভাবনা ও কল্পনাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরি করে তারা। মডেল তৈরির মাধ্যমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়কে সহজ ভাবে বোঝার পাশাপাশি পড়ুয়ারা নিজেদের সৃজনশীল চিন্তাভাবনাও তুলে ধরার সুযোগ পায়। প্রতিযোগিতাকে ঘিরে বিদ্যালয় চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। শুধু বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ না থেকে বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়কে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই এই ধরনের আয়োজন বলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানিয়েছেন। মডেল তৈরির সময় ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের মধ্যে আলোচনা, পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার চেষ্টাও দেখা যায়। ফলে প্রতিযোগিতাটি পড়ুয়াদের কাছে আনন্দের পাশাপাশি শেখারও একটি মাধ্যম হয়ে ওঠে। প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্বে ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক অনুপ কুমার জানা। ছাত্রছাত্রীদের তৈরি মডেলগুলি খুঁটিয়ে দেখেন তিনি। মডেল তৈরির ভাবনা, সৃজনশীলতা, উপস্থাপনা এবং কারিগরি দিক-সহ বিভিন্ন বিষয় বিচার করা হয়। প্রাক্তন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতি পড়ুয়াদের উৎসাহ আরও বাড়িয়ে দেয়। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক তথা সহকারী প্রধান শিক্ষক সুব্রত কুমার মাহাত এই উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাভাবনা গড়ে তুলতে বিদ্যালয়ে এই ধরনের কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্বকর্মা আরাধনার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মডেল মেকিংয়ের মতো আয়োজন পড়ুয়াদের কারিগরি বিষয়ে আগ্রহী করে তুলবে বলেও মনে করছে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্বকর্মা পুজোর আবহে বিদ্যালয়ে এমন একটি সৃজনশীল উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীদের অংশগ্রহণ এবং উৎসাহই ছিল এ দিনের আয়োজনের অন্যতম আকর্ষণ। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগে খুশি পড়ুয়ারাও।

অপরাধমূলক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে জয়নগরে গ্রেফতার এক

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ এলাকায় অপরাধ মূলক কার্যকলাপ বন্ধে তৎপর জয়নগর থানার পুলিশ। জয়নগর থানার আইসি অমিত হালদারের নির্দেশে থানার বিভিন্ন এলাকায় নিয়মিত অভিযান চালানো হচ্ছে। সেই অভিযানে শুক্রবার রাতে জয়নগর থানা এলাকা থেকে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকায় অপরাধ মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নজরদারি চলছিল। শুক্রবার রাতে নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে জয়নগর থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয়। ধৃতকে শনিবার বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। এলাকায় অপরাধ মূলক কার্যকলাপ রুখতে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পাহাড়ে নেটওয়ার্ক খুঁজে পড়াশোনা, এন ই ই টি-তে সফল ওড়িশার দুই বোন

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ওড়িশা, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ নেটওয়ার্কের জন্য নিয়মিত পাহাড়ে উঠতে হতো। সেই জায়গাতেই মোবাইল খুলে চলত অনলাইন ক্লাস ও পড়াশোনা। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য, পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাব আর কোচিংয়ের সুযোগ না থাকলেও স্বপ্ন থেকে সরে দাঁড়াননি ওড়িশার ময়ূরভঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত মহুলপঙ্খা গ্রামের দুই বোন যজ্ঞসেনী খাতুয়া ও দিব্যসেনী। কৃষক বাবা গৌরাঙ্গ খাতুয়া ও অঙ্গনওয়াড়ি সহায়িকা মা সুনীতার সংসারে দামি এন ই ই টি কোচিং নেওয়ার সুযোগ ছিল না। একটি মোবাইল, বই, অনলাইন শিক্ষার উপকরণ এবং আত্মপাঠকেই ভরসা করে প্রস্তুতি নেন দুই বোন। বড় বোন যজ্ঞসেনীর লড়াই ছিল দীর্ঘ। প্রথম দু'বার ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়েননি তিনি। তৃতীয় প্রচেষ্টায় এন ই ই টি ২০২৬-এ সাফল্য পান। অন্যদিকে, প্রথমবার পরীক্ষায় বসেই সফল হয়েছেন ছোট বোন দিব্যসেনী। দিদির অভিজ্ঞতাও তাঁর প্রস্তুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। একই লক্ষ্য, তবে সাফল্যের পথ আলাদা। কারও লেগেছে তিনটি প্রচেষ্টা, কেউ প্রথমবারেই পেয়েছেন সাফল্য। মহুলপঙ্খার দুই বোনের এই গল্প যেন মনে করিয়ে দেয়, সুযোগ সীমিত হতে পারে, কিন্তু স্বপ্ন ও অধ্যবসায়ের পথ থেমে থাকে না। যে পাহাড়ে একদিন মোবাইলের সিগন্যাল খুঁজতে উঠতেন তাঁরা, আজ সেই পাহাড়ই তাঁদের স্বপ্নপূরণের গল্পের সাক্ষী।

মায়াপুর ইসকনে মহাসমারোহে পালিত হল রাধা অষ্টমী মহোৎসব

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, মায়াপুর, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ শনিবার ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর সহ বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখা কেন্দ্রে শ্রীমতি রাধারাণীর শুভ আবির্ভাব তিথি মহোৎসব রাধাষ্টমী যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদা ও রীতিনীতি মেনে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে জাঁকজমক সহকারে পালন করা হয়। রসিক গৌরাঙ্গ দাস জনসংযোগ আধিকারিক ইসকন শ্রী মায়াপুর বলেন, শনিবার শ্রীমতি রাধারানীর আবির্ভাব মহোৎসব রাধা অষ্টমী পালন করা হচ্ছে। মন্দির প্রাঙ্গণ ফুল ও আলোক মালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে, জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে দেশ-বিদেশের বহু ভক্তই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করা হয়েছে। রাধা এবং কৃষ্ণ এক ও অভিন্ন, দুজনেই সমান, যেমন দুধ এবং তার ধবলত্ব, অগ্নি, এবং তার দাহিকা শক্তি, যেমন অভেদ করা যায় না তদ্ রূপ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা ,দুই তনুধারী। ভগবান যুগে যুগে ধরাধামে অবতীর্ণ হন লীলা বিলাসের জন্য। যেমন ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র লীলা সঙ্গিনী রূপে সীতা দেবীকে নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন । তদ রূপে, দ্বাপরে যুগে পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রী রাধারানী অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ত্রিতাপ দগ্ধ দুঃখ জ্বালায় জর্জরিত জীবের নিজ স্বরূপ ভ্রষ্ট জীব সমুহকে পরম অমৃতময় পথের সন্ধান দিতে ৫২৫৩ বছর আগে শ্রীমতি রাধারানী ভাদ্র মাসে শুক্লাষ্টমী তিথিতে সোমবার মধ্যাহ্নকালে রাভেল নামক গ্রামে বৃষ ভানু রাজার গৃহে কীর্তিদা দেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি রাধা রানীর ভালোবাসা তার প্রতি যে আকর্ষণ সেটি ছিল বিশুদ্ধ প্রেম। এই বিশুদ্ধ প্রেমের কণা মাত্র মানব কুল গ্রহণ করতে সক্ষম হলে ত্রিলোক ধন্য হবে। বর্তমান বিশ্ব সংকটে নরনারী যৌথ মিলিত শক্তিতে নবজাগরণ ঘটুক মানব সমাজে। রাধারানীরজীবন আদর্শ শিক্ষার প্রসার ঘটুক সমাজ জীবনে। একমাত্র মাতৃ শক্তি প্রকৃত উন্মেষ দিতে পারে আলোর সন্ধান। আজ শুভ রাধারানীর আবির্ভাব তিথিতে প্রার্থনা করি তিনি কৃপা পূর্বক জীবজগতের পরম কল্যাণ সাধন করুন।

হাওড়ার রোজগার মেলায় ১০০ জনের হাতে নিয়োগপত্র

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ ঃ ২০তম রোজগার মেলায় হাওড়ায় ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হলো। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর সরাসরি ২৫ জনের হাতে নিয়োগপত্র প্রদান করেন। বাকি প্রার্থীদের হাতে মঞ্চে উপস্থিত সম্মানীয় অতিথিরা নিয়োগপত্র তুলে দেন। শনিবার হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত এই রোজগার মেলায় মোট ছ'টি সরকারি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের তরফে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। বিভাগগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতা কাস্টমস, সেন্ট্রাল এক্সাইজ ও জিএসটি, প্রতিরক্ষা দফতর, ভারতীয় রেল, ভারতীয় ডাক বিভাগ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা। মূলত কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারের লক্ষ্যে শনিবার দেশজুড়ে আয়োজিত হয় ২০তম রোজগার মেলা। দেশের ৪৫টি স্থানে একযোগে আয়োজিত এই কর্মসূচিতে ৫১ হাজারেরও বেশি নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। ভিডিও কনফারেন্সে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নবনিযুক্তদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। হাওড়ায় অনুষ্ঠানটির আয়োজন হয় শরৎ সদনে। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। হাওড়ায় এদিন ১০০ জন চাকরিপ্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের মধ্যে ২৫ জনকে সরাসরি নিয়োগপত্র দেন শান্তনু ঠাকুর। কলকাতা কাস্টমস, সেন্ট্রাল এক্সাইজ ও জিএসটি, প্রতিরক্ষা দফতর, ভারতীয় রেল, ভারতীয় ডাক বিভাগ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা; এই ছ'টি বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানের তরফে নিয়োগ দেওয়া হয়। শান্তনু ঠাকুর বলেন, রোজগার মেলা যুবসমাজকে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি দেশসেবা ও দেশ গঠনে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। সততা, নাগরিকদের প্রতি সংবেদনশীলতা ও কাজে উৎকর্ষ বজায় রাখার জন্য নবনিযুক্তদের আহ্বান জানান তিনি। তাঁর দাবি, ২০তম রোজগার মেলা পর্যন্ত এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রায় ১২.৭৫ লক্ষ যুবক-যুবতী নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পোর্ট কাস্টমসের প্রিন্সিপাল কমিশনার নাসিম আরসি, কাস্টমস প্রিভেন্টিভের প্রিন্সিপাল কমিশনার বিনায়ক আজাদ, কাস্টমস এয়ারপোর্ট অ্যান্ড এয়ার কার্গো কমপ্লেক্সের কমিশনার আরতি সাক্সেনা, দেবজ্যোতি চক্রবর্তী-সহ অন্যান্য আধিকারিকরা।

কবি পাঁচুগোপাল হাজরার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ জীবনের একতারা প্রকাশ হলো শনিবার অশোকনগর বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্কুলের অনিল চন্দ্র ব্যানার্জী স্মৃতি প্রেক্ষাগৃহে। গ্রন্থটি উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট কবি শঙ্খ অধিকারী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কবি ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, সমাজকর্মী বাসুদেব চন্দ, প্রধান শিক্ষক স্বরুপরাজ রায়চৌধুরী, ডঃ মনোজ ঘোষ বইটির প্রকাশক প্রদীপ মণ্ডল প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক তাদের স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেন। ছবি - আশিস কুমার ঘোষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৯০ সংখ্যা, রবিবার , ২ আশ্বিন, ১৪৩৩

স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল

১৯১০ সাল নাগাদ উড়িষ্যা থেকে কলকাতায় এসে বসতি করলেন দুই ভাই। মনগোবিন্দ পাণ্ডা ও প্রহ্লাদচন্দ্র পাণ্ডা। উদ্দেশ্য সামান্য অর্থে সাধারণ মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া। খুলে ফেললেন ভাতের হোটেল। এখনকার কলেজ স্কোয়ার চত্বরে। প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পেছন দিকে ভবানী দত্ত লেনে। এক মুসলিম পরিবার জমি দিলেন। ১৯১০সালেই ৮/২ ভবানী দত্ত লেনে যাত্রা শুরু করল মনগোবিন্দ পাণ্ডার 'হিন্দু হোটেল'। দুই ভাইয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম, সুস্বাদু খাদ্য আর কর্মীদের সহৃদয় ব্যবহারে অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল হিন্দু হোটেলের সুনাম। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভিড় জমাত নিয়মিত। তবে এদেরই মধ্যে একজন বিশেষ ভাবে নজর কেড়ে নিত। তখন ১৯১৩ সাল। ছেলেটি প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র তখন। মাঝে মাঝেই সহপাঠীদের নিয়ে হাজির হয়ে যায় হিন্দু হোটেলে আর এসেই হাঁক দেয় পুঁইশাকের চচ্চড়ির জন্য। তারপর শতরঞ্জি পেতে গোল হয়ে বসে চলে আড্ডা আর তারই মাঝে ছেলেটির জ্বালাময়ী ভাষণে অন্য সহপাঠীদের অন্তরে উদ্দীপ্ত হয় ব্রিটিশ বিরোধী আগুন। তবে পুঁইশাকের চচ্চড়ি কিন্তু চাইই। ছেলেটির নাম সুভাষচন্দ্র বসু। হ্যাঁ, বর্তমানের স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল তরুণ সুভাষের নেতাজী হয়ে ওঠার পথের এক অন্যতম সোপান। হোটেলটি নিছক ভাতের হোটেল হিসাবে শুরু হলেও কালে কালে এটি হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের গোপন আলোচনার আখড়া। মালিক মনগোবিন্দ পাণ্ডার দেশপ্রেমিক হৃদয়ের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় ছিল এর পশ্চাতে। অগ্নিযুগের অনেক বিপ্লবীই আড্ডা জমাতেন এই হোটেলে। খেতে খেতেই স্থির হয়ে যেত আগামী পরিকল্পনার সাতসতেরো। সুভাষ বসুও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ছাত্রাবস্থায় তো বটেই, পরবর্তীকালেও এসেছেন তিনি হিন্দু হোটেলে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন পুরোদস্তুর রাজনীতির সাথে যুক্ত, গুরু চিত্তরঞ্জন দাশকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন এই হোটেলে। এসেই একইরকম হাঁক দেওয়া আর তারপর কবজি ডুবিয়ে তৃপ্তি করে খেলেন দুজনে। আরও বছর কয়েক পর সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র, তখন ১৯৩০ সালে নীরেন্দ্র চন্দ্র রায়, অমূল্য চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যতীশ জোয়ারদার সহ একাধিক অনুগামীকে নিয়ে হাজির হলেন হিন্দু হোটেলে। খেতেই খেতেই উঠল স্লোগান 'বন্দেমাতরম্'। গলা মেলালেন মনগোবিন্দ ও প্রহ্লাদচন্দ্রও। মনগোবিন্দ পাণ্ডা নিজেও বারবার রক্ষা করেছেন এই তরুণ তুর্কীদের। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ধরতে হোটেলে পুলিশ হানা দিলে নিজে দরজায় রুখে দাঁড়িয়েছেন। মার খেয়েছেন তবু মুখ খোলেননি। ৪৩-এর মন্বন্তরের সময়ে দুই ভাই নিজেদের অর্থ ব্যয় করে প্রতিদিন হাজার হাজার অভুক্ত মানুষকে খিচুড়ি খাইয়েছেন। কোনদিন নিছক ব্যবসা করতেই চাননি। বরং নিঃস্বার্থ ভাবে ক্ষুধার্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার প্রশান্তিটুকু পেতে চেয়েছেন। নাম যদিও হিন্দু হোটেল কিন্তু এর মধ্যে ধর্মের গন্ধ নেই বিন্দুমাত্র। মুসলমানের দান করা জমিতে গড়ে ওঠা এই হোটেলের আদি কর্মচারীদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। তারাই প্রাণ দিয়ে আগলে রেখেছেন এই হোটেলকে। এমনকি দাঙ্গার সময়েও মুসলিম ভায়েরাই এই হোটেলের গায়ে, তার মানুষগুলোর গায়ে একটা আঁচড়ও লাগতে দেননি। ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭। ভারত স্বাধীন হল। হোটেলের সামনে পতাকা তুললেন দুই ভাই। শোভাযাত্রা শেষে আহার করতে আসা স্বেচ্ছাসেবকদের প্রস্তাব অনুযায়ী হিন্দু হোটেলের নাম বদলে হল 'স্বাধীন ভারত হিন্দু হোটেল'। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সাক্ষী শতবর্ষ প্রাচীন এই প্রতিষ্ঠান।

কবি দীনেশ দাস

কাস্তে কবি দীনেশ দাসের জন্মদিন ১৬ই সেপ্টেম্বর। বাংলা কবিতার দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাসে ত্রিশের দশক এক বিশেষ সন্ধিক্ষণ। রবীন্দ্র-বলয়ের রোম্যান্টিক আবহ ও আধ্যাত্মিক ভাবালুতা থেকে সরে এসে যখন একদল তরুণ কবি আধুনিক মনস্তত্ত্ব, হতাশা, নিঃসঙ্গতা ও অবক্ষয়কে কাব্যের বিষয় করে তুলছিলেন, ঠিক তখনই আরেক ধারা গড়ে উঠছিল খেটে খাওয়া মানুষের ঘাম, রক্ত, ক্ষুধা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে অবলম্বন করে। এই ধারার এক অবিসংবাদিত ও মৌলিক কণ্ঠস্বর ছিলেন কবি দিনেশ দাস (১৯১৩,১৯৮৫)। সুকান্ত ভট্টাচার্য বা সমর সেনের সমান্তরালে দিনেশ দাস বাংলা কবিতায় নিয়ে এসেছিলেন তীব্র সামাজিক অঙ্গীকার এবং মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষের বাস্তব সংগ্রাম। তাঁর বিখ্যাত 'কাস্তে' কবিতাটি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শুধু একটি বহুল উচ্চারিত কবিতাই নয়, বরং শোষিত মানুষের অস্ত্র ও নান্দনিকতার প্রতীকী মেলবন্ধন। কবির জন্মদিনে তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে গেলে কেবল একজন ছন্দকুশলী শিল্পীকে স্মরণ করাই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন পড়ে তাঁর সমগ্র কাব্যভাবনায় প্রোথিত গভীর সমাজচেতনা ও উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের নির্মোহ বিশ্লেষণ। দিনেশ দাসের কবি-জীবনের উন্মেষকালটি বিশ শতকের তিরিশ ও চল্লিশের দশকের মহাবিপর্যয়ের সাক্ষী। এই সময়কাল ছিল আন্তর্জাতিক ও জাতীয় ক্ষেত্রে চরম সংকটে আচ্ছন্ন। ইউরোপে ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের আগ্রাসন, স্পেনের গৃহযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো মেঘ। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির নগ্ন দমননীতি। ১৯৪৩-এর মন্বন্তর (পঞ্চাশের আকাল), কালোবাজারি, তেভাগা ও নানকার আন্দোলন এবং পরবর্তীকালে দাঙ্গা ও দেশভাগের ট্র্যাজেডি। দিনেশ দাস এই জ্বলন্ত বাস্তবতাকে এড়িয়ে আত্মকেন্দ্রিক নন্দনতত্ত্বে আশ্রয় নেননি। মার্কসবাদী দর্শন ও প্রগতি লেখক সংঘের চিন্তাধারায় প্রভাবিত হয়ে তিনি কলমকে রূপান্তর করেছিলেন প্রতিবাদের হাতিয়ারে। কবিতা ছিল শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিপথ।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। মা জগতকে ধারন করে থাকেন। মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটান। সত্যের প্রকাশ করতে হবে।

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব।

'হিন্দু ধর্ম' রক্ষায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ

রবীন্দ্রকুমার শীল

রক্ষণশীল রামকমল সেন গৌড়ীয় সমাজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। তিনি নিজেও বৈষ্ণব মতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর পিতাও বৈষ্ণব ধর্মকে সমর্থন করতেন। বলতে গেলে তাঁর পরিবারের প্রতিটি সদস্যই ছিলেন বৈষ্ণ ধর্মের প্রতি অনুরাগী। তখন কলকাতায় মিশনারী এসে উপস্থিত হয়েছে। তারা ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে হিন্দুদের খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করতে শুরু করেছিল। আবার বহু হিন্দু পরিবার পুরোহিত তন্ত্রের অত্যাচারে খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রহণ করতে থাকে। রামকমল সেনের চোখে এই সব ঘটনা বাদ পড়েনি। তিনি হিন্দু ধর্মের আচার নিষ্টাকে আরও উন্নত করতে এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার এবং পুরাণ এবং ধর্মীয় শাস্ত্রকে আধুনিক করণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠান করে ছিলেন তৎকালীন সমাজের প্রতিপত্তি ব্যক্তিদের সদস্য করে। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমাজপতিদের যদি জড়িত না করা যায় তাহল সমাজের মধ্যে যে ধর্মের নামে অত্যাচার এবং অনাচার চলছে তা রোধ করা সম্ভব হবে না। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে গেলে প্রয়োজন সামাজিক অনাচারকে বিদায় দিয়ে উদার সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য সমাজপতিদের সহযোগিতা অতি অবশ্যই প্রয়োজন। হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে সেই সময়ে রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী রামকমল সেন 'গৌড়ীয় সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮২৩ সালে (বঙ্গাব্দ ৬ ফাধন ১২২৯) কলকাতায় গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এটি হিন্দু কলেজের মধ্যে ছিল। তৎকালীন সমাজের ধনী এবং প্রভাবশালী ব্যক্তিরা এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ছিলেন। গৌড়ীয় সমাজের প্রথম সভায় ২২ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন -দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্ন কুমার ঠাকুর, তারা চাঁদ চক্রবর্তী, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রামজয় তর্কালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন সহ আরও অনেকে। প্রতিষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে একটি মুখপত্র প্রকাশ করা হয়েছিল। সেই সময়ের সংবাদপত্র 'সমাচার চন্দ্রিকা'তে সমাজের -প্রস্তাবনা এবং কর্মসূচি ছাপানো হয়েছিল।

প্রতিষ্ঠানের প্রথম দিনে প্রস্তাব পাঠ করেন রামকমল সেন এবং সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করেন উমানন্দন ঠাকুর। রামকমল সেনকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। রামকমল তাঁর প্রথম বক্তব্যে প্রকাশ পায় যে হিন্দু সমাজ ঐক্যের অভাব বোধ করছে এবং হিন্দুদের কোনও সামাজিক প্রতিষ্ঠান নেই। সামাজিক প্রতিষ্ঠান না থাকার ফলে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করা নিয়ে কোনও পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। রামকমল জানান যে সমাজের মুখবন্ধে সমাজের সুবিধা এবং অসুবিধার কথা লিখিত ভাবে নথিভুক্ত থাকুক। উপস্থিত সদস্যদের অনুমতি নিয়ে গৌর মোহন বিদ্যালঙ্কার সমাজের প্রস্তাবনা পাঠ করেন। সিদ্ধান্ত হল সমাজের কাজ হবে সমষ্টিগত। কোনও ব্যক্তিগত কাজে সমাজকে ব্যবহার করা চলবে না। সমাজের প্রস্তাবনায় ভারতের ঐতিহ্যের কথা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা থাকবে। বিশেষ করে শিক্ষা এবং সমাজ সেবার কথাও বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করা থাকবে। ভারতে বহু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কথা ব্যক্ত করে গিয়েছেন। ভাষার অভিধান, বৈদিক চর্চা, জ্যোতিষ বিজ্ঞান, নাটক, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ গ্রন্থ, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র, ৬৪ প্রকার শিল্পরীতি এবং আঠারোটি ভাষায় ভারত উন্নতি লাভ করেছে। হিন্দুস্তানের জনগণ শক্তিশালী, দরদী, উদারচেতা সম্পন্ন। বিভিন্ন কারণে জন্য হিন্দু সাম্রাজের পতন হয়েছিল। হিন্দুরা মূলত অবিবেচক, আত্ম অহংকারী, ক্রোধে অন্ধ, অহংকারী বংশবদ অধীনস্থ প্রভৃতি গুণ জন্য অসম্মা নিত হতে থাকে। অনৈক্য হচ্ছে হিন্দুদের মূল ট্রাজেডি। বাস্তব জীবন সম্পর্কে অজ্ঞতাই জীবনকে দুঃখময় করে তোলে। এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কোনও পথ তৈরি করতে অক্ষম হয়। হিন্দুদের অনৈক্য এবং অনিচ্ছার প্রকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়। অজ্ঞনতা, অলসতা এবং ধন সম্পদের প্রতি তীব্র আগ্রহ এবং নিম্নমানের বিনোদন হিন্দু ধর্মের মান ক্রমশ হীন হতে শুরু করেছে। কলকাতার সমাজ কোনও রকম স্বার্থ ছাড়া কোনও রকম বন্ধুত্বপূর্ণ এবং আন্তরিকতা প্রকাশ করে না। উনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার পরিবেশ এই রকমভাবে গড়ে উঠতে শুরু করে।

হিন্দু সমাজে সববাসকারীরা যে ভাবে জন্ম থেকে নিজেদের গড়ে তুলতে থাকে সেই পরিবেশের মধ্যেই আটকে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করে আমৃত্যু পর্যন্ত। জীবন ধারা পরিবর্তনকে সহজে গ্রহণ করে নিতে পারে না। সেই জন্য সমাজ একটি স্থানে স্থির হয়ে থাকে। তার কোনও উন্নতি সাধন হয় না। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষা এবং জ্ঞান বৃদ্ধি করার খুবই প্রয়োজন। ভারতীয় সমাজে এ ব্যাপারে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সম্পদই সমাজ সম্মানের মানদণ্ড। সম্পদ মানুষকে সমাজের সম্মান এনে দেয় কিন্তু শিক্ষা কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না। সেই কারণে সমাজে অবিবেচক মানুষ টাকা খরচের মধ্যে দিয়ে মানসিক শান্তি এবং সম্মান লাভ করার পথ খোঁজে। সমাজের প্রস্তাবনা জানান দেয় যে সঠিক জ্ঞানার্জনের পথ একেবারে নিহত। সম্পদ সংগ্রহের শিক্ষা প্রাধান্য লাভ করে এবং অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর আকার ধারন করে থাকে। শিক্ষিত ব্রাহ্মণরা চিরাচরিত পথ ধরে চলাফেরা করে এবং তারা বিদেশি শিক্ষা গ্রহণ করে মাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য। জ্ঞানার্জনের জন্য নয়। অবিবেচক মানুষেরা তাদের সন্তানদের প্রকৃত শিক্ষা অর্জনর কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করে না। যথেষ্ট পরিমানে সম্পদ থাকার ফলে শিক্ষা অবহেলার শিকার হয়। সমাজের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে অর্থ, ইচ্ছা এবং লক্ষ্য শিক্ষা অর্জনের সোপান। কিন্তু এই দেশে একজনর যথেষ্ট অর্থ থাকা সত্ত্বেও সে ভালো শিক্ষক এবং শিক্ষা লাভের উপযুক্ত বই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়। গরিবেরা শিক্ষা গ্রহণ করার দিকে আগ্রহ প্রকাশ করে না। মধ্যবিত্তরা শিক্ষা গ্রহণ করে শুধুমাত্র উপার্জনের জন্য। তারা সামান্য ভাষা শিক্ষা লাভ করে উপার্জন করার পথে পা বাড়ায়। উপার্জনর পথ খুলে গেলে আর শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। দেখা গিয়েছে যে ধনী এবং শিক্ষিত সম্প্রদায় মিলিত হয়ে শিক্ষা বিস্তারের দিকে মনোনিবেশ করলে তখন মানুষ সে ব্যাপারে আগ্রহ দেখায়।

সমাজের প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে বাংলা, পার্শি এবং আরবি ভাষায় বই থাকলেও সেগুলো পাঠ করার মতো লোকের অভাব। কাশীরাম দাস বাংলা বই রচনা করেছেন। সে ব্যাপারে বাংলার মানুষের কোনও আগ্রহ নেই। পার্শিয়ান বই রয়েছে। পার্শিয়ান বইগুলিতে ইতিহাস, যুদ্ধ, লোক কথা, গল্প রয়েছে। এই সব বিষয়ে পাঠ করা একজন কিশোরের পক্ষে অসম্ভব। ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করা সত্যিই মুশকিল। ব্যাকরণ ছাড়া এই ভাষা রপ্ত করা যায় না। ইংরেজি থেকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করাও সঠিক হয় না। ইংরেজি বাংলা অভিধান এবং ভালো ইংরেজি শিক্ষকদের অভাব রয়েছে। সাহেব অফিসে কাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো ইংরেজি ভাষা রপ্ত করে। প্রকৃত ইংরেজি শিক্ষিত লোকের অভাব। 'গৌড়ীয় সমাজ' ইংরেজি থেকে বাংলায় বই অনুবাদ এবং ইংরেজি বাংলা অভিধান বই প্রকাশ করে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের যে অভাব রয়েছে তা দূর করবে।

জীব জগতে একটি প্রচলিত আইন রয়েছে সেটা হচ্ছে জীবন রক্ষা। দেশবাসীকে রক্ষা করাটা মানুষের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। দেশে খ্রীষ্টানদের কার্যকলাপ নিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। হিন্দুদের আচার ব্যবহারে খ্রিষ্টানদের প্রচার বিঘ্নিত হচ্ছে। হিন্দু সমাজের নিম্ন শ্রেণিদের মধ্যে থেকে খ্রিষ্টান ধর্মে রূপান্তর করা হচ্ছে। ঐক্যবদ্ধভাবে এর প্রতিরোধ করাটা খুবই প্রয়োজন।

বহু আলোচনার মধ্যে দিয়ে 'গৌড়ীয় সমাজে'র সভা সেদিনকার মতো সমাপ্ত হয়। গৌড়ীয় দেশিয় ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন সময়ে সমাজ উন্নয়নের দিকগুলোর কথা ভাবে। গৌড়ীয় সমাজ নিম্নলিখিত দিকগুলো তুলে ধরে।

গৌড়ীয় দেশিয় ভদ্রলোকেরা বিভিন্ন সময়ে সমাজ উন্নয়নের দিকগুলোর কথা ভাবে। গৌড়ীয় সমাজ নিম্নলিখিত দিকগুলো তুলে ধরে। (১) শিক্ষিত এবং সম্মানীয় ব্যক্তিদের সমাবেত করার সময় দিনক্ষণ ঠিক করা। (২) গৌড়ীয় সমাজ ভালো এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করবে। (৩) গৌড়ীয় সমাজ প্রচলিত কুসংস্কারগুলোক চিহ্নিত করে তা দূর করার চেষ্টা করবে। তার জন্য বাংলা এবং ইংরেজিতে প্রচারপত্র প্রকাশ করা হবে। (৪) গৌড়ীয় সমাজ বই সংগ্রহ করে একটি সাধারণ গ্রন্থাগার নির্মাণ করবে। (৫) বিজ্ঞান যন্ত্রপাতি কিনে বিজ্ঞান গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি করবে। (৬) গৌড়ীয় সমাজ তার একটি নিজস্ব ভবন তৈরি করবে এবং একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সেখানে সর্ব শিক্ষা অভিযান চালু করবে।

কলকাতার প্রথম বারোয়ারি দুর্গা পুজো শুরু হয় ভবানীপুরে

শঙ্করলাল কর্মকার

কলকাতায় প্রথম বারোয়ারী পুজো। এর আগে দুটো পোস্টে দুর্গাপুজোর শুরু এবং বাংলায় প্রথম বারোয়ারী পুজোর কাহিনী শুনিয়েছি। আজ শোনাবো কলকাতার প্রথম বারোয়ারী পুজোর কাহিনী।

আপনারা জানেন কিনা জানি না, কলকাতায় প্রথম বারোয়ারী দুর্গা পুজো শুরু হয়েছিল ১৯১০ সালে। ভবানীপুরের আদি গঙ্গার তীরে বলরাম বসু ঘাটের কাছে। পুজোর উদ্যোক্তা ছিল সনাতন ধর্মোৎসাহিণী সভা। এর আগের পোস্টে গুপ্তিপাড়ায় বারোয়ারী পুজোর কাহিনী শুনিয়েছি। এরপর কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরে বারোয়ারী পুজো হয়েছিল, তবে তা সবই ছিল জগদ্ধাত্রী পুজো। দুর্গাপুজো নয়। তবে বারোয়ারী দুর্গাপুজো কিন্তু প্রথম গ্রামে গঞ্জেই শুরু হয়েছিল। সেটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল সেটা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। এবং তা হয়েছিল গ্রামে গঞ্জে যখন

ছোটো খাটো সামন্ত জমিদার শ্রেণী ধর্মাচরণ, পুজো পাঠ, যাগযজ্ঞের পাশাপাশি, এবং তার মধ্য দিয়ে তারা কারণ আপনারা জানেন যে, আগেকার দিনের গ্রামীণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিষ্কার ছবি ধরা আছে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। সেখানে বেশীরভাগ মানুষেরই আর্থিক দুর্দশার কথা ফুটে উঠেছে।

এ প্রসঙ্গে অমর কথা সাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালজয়ী ছোটো গল্প তালনবমীর কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গ্রামের এক অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে তালনবমী তিথিতে নেমতন্ন না পাওয়ায় একটি হত দরিদ্র পরিবারের এক বালকের দুঃখ, কষ্ট ও অভিমানের কথা কি নিদারুণ ভাবে ব্যক্ত করেছেন লেখক। এ থেকেই বোঝা যায় একটা সামান্য তালনবমী তিথি বা ব্রত পালন করার মতন আর্থিক অবস্থা গ্রামের দু একজনেরই ছিলো। তাদের বৈভব, ঐশ্বর্য আর প্রতিপত্তি দেখানোর সুযোগ পেতো। এইসব পুজো পার্বনকেই মূলত তারা বেছে নিয়েছিল তাদের আর্থিক অবস্থাকে তুলে ধরে সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে সমীহ ও সম্ভ্রম আদায় করার প্ল্যাটফর্ম হিসেবে।

পরবর্তীকালে কিছু জমিদারের আর্থিক অবস্থার নানা কারণে অবণতি হওয়ায়, এবং দুর্গাপুজো করতে না পারায়, কারণ দুর্গাপুজো করাটা ছিলো ব্যয়সাপেক্ষ। প্রচুর খরচের ব্যাপার। গ্রামের কিছু উৎসাহী ও অল্প স্বল্প বিত্তশালী মানুষ কখনো নিজেদের পয়সায়, কখনো বা গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহ করে পুজো বা বারোয়ারী পুজো বা সর্বজনীন পুজো শুরু করে দিয়েছিলো।

গ্রামে গঞ্জে এই ধরণের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। আমার একটা ছোটো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারি, দক্ষিণ দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরের কাছে মনোহালী জমিদার বাড়ী দেখতে গিয়ে, পুরনো, জীর্ণ, মলিন অথচ সুন্দর পঙ্খের কাজকরা পাঁচ খিলানযুক্ত পরিত্যক্ত দুর্গাদালান নিয়ে পরিবারের এক সদস্যের সাথে কথা বলতে গিয়ে জানতে পারি, একটা সময়ে তাদের জাঁকজমক সহকারে হওয়া পুজো বেশ কয়েক বছর আগেই বন্ধ হয়ে গেছে অর্থনৈতিক কারণে। তখন গ্রামের মানুষেরা সবাই মিলে সেই পুজো বন্ধ হতে না দিয়ে সেই ঐতিহ্যকে অব্যাহত রেখেছেন। তাদের জমিদার বাড়ীর কাছেই রয়েছে বারোয়ারী দুর্গা দালান। তাদের বাড়ীতে ঢোকার আগেই পাকা ও মাঝারি আকারের দুর্গাদালান দেখেই আমার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। কারণ এই বারোয়ারী দুর্গাদালান থেকে আড়াইশো কি তিনশো মিটার দূরেই রয়েছে, জমিদারদের অতীতের জৌলুস মাখা দুর্গাদালান। সন্দেহ ঘুচলো তখন, যখন জমিদার পরিবারের এক সদস্যের কাছ থেকে পুরো বিষয়টা জানতে পারলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি, বারোয়ারী আর সর্বজনীন পুজোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে।।

রামলীলা রচনা করে বেনারস রক্ষায় তুলসী দাস

অভিজিৎ ব্যানার্জি

বেনারসের ঘাট। বেনারস যে কয়টি বৈশিষ্ট্যের জন্য বিখ্যাত, তার মধ্যে অন্যতম হল, বেনারসের বিভিন্ন ঘাট। আজ থেকে কত হাজার বছর আগে গঙ্গার তীরে গঙ্গার পলিমাটি

পড়ে পড়ে এই শহরটা তৈরী হয়েছে, তা বিশেষজ্ঞরাই শুধু বলতে পারবেন।

আমার কণিকামাত্র বিদ্যেতে জেনেছি যে, গঙ্গার তীর বরাবর এই শহরটা প্রায় তিন হাজার বছরের পুরনো। শুধু বেনারস কেন, আপনারা জ্ঞানী মানুষ, আপনারা তো জানেনই যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নদী বা সাগরতীরে।

এই তিন হাজার বছর ধরে গঙ্গা দিয়ে বয়ে গেছে অনেক জল। বেনারসও তিল তিল করে বেড়ে উঠে আজকের জায়গায় এসে পৌঁছেছে। গঙ্গার তীরে এই শহর। তাই এখানকার মানুষজনেরা তাদের নানা প্রয়োজনে গঙ্গাকে ব্যবহার করেছে, গঙ্গার জলকে ব্যবহার করেছে। তাই গঙ্গার জল ব্যবহার করতে হলে গঙ্গার কাছ অব্দি তো যেতে হবে। একটা সময়ে গঙ্গার কিনারা বা ঘাট ছিল কর্দমাক্ত, বিপদসংকুল, যা মানুষকে নানা সমস্যায় ফেলতো। সেই সমস্ত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করেই মানুষ গঙ্গাকে ব্যবহার করতো, গঙ্গা থেকে জল সংগ্রহ করতো। কিন্তু যতদিন গেছে মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, এই কর্দমাক্ত, পঙ্কিল কিনারার পরিবর্তে যদি শক্তপোক্ত, কঠিন কিনারা বা ঘাট থাকতো তাহলে কতই না সুবিধে হতো।

কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে তো আর সে সামর্থ্য ছিল না, যে পাকা ঘাট তৈরী করবে। আর পাকা ঘাটের ধারণাও কিন্তু বেশী দিনের পুরনো নয়। আর এই গঙ্গার জল তো শুধুমাত্র সাধারণ মানুষ ব্যবহার করতো, তাতো নয়, রাজা, মহারাজা, ধনী ব্যক্তিরাও ব্যবহার করতো। ক্রমশ তারা, নিজেদের এবং সাধারণ মানুষ বা প্রজাদের কথা ভেবে, তাদের সুবিধার জন্য পাকা ঘাট নির্মাণ করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাই বেনারসের অর্ধচন্দ্রাকৃতি গঙ্গার ধার বরাবর তৈরি হয়েছে অসংখ্য ঘাট।

রাস্তা থেকে ধাপে ধাপে সিঁড়িগুলো গা ডুবিয়ে দিয়েছে গঙ্গার পবিত্র জলে। এখন কত সহজেই না আমরা গঙ্গায় নামতে পারি, গঙ্গা থেকে ওপরে উঠে আসতে পারি। তারজন্য কোনো কষ্ট হয়না। শরীরের ভারসাম্য হারাবার ভয় থাকে না। পায়ে, পোশাকে কাদা বা ময়লা লাগার ভয় থাকে না। বেনারসে গঙ্গার ধার বরাবর যে কত ঘাট আছে তা বোধহয় গুনে শেষ করা যাবে না!

খিদিরপুরের ভূকৈলাশের রাজা জয় নারায়ণ ঘোষাল, যিনি তার জীবনের শেষ কয়েকটা বছর কাশী বা বেনারসেই কাটিয়েছিলেন। তিনি অবসর সময়ে কাশী পরিক্রমা নামে একটি বই লিখেছিলেন, ১৯০৭ সালে। তাঁর লেখা বইতে তিনি প্রায় পঞ্চান্নটি ঘাটের সন্ধান দিয়েছেন।

পরবর্তী কালে ঘাটের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে ৮৫ তে পৌঁছায়। তারও পরে সংখ্যাটা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯৪ তে। এর মধ্যে সবার বয়স যে এক নয়, তা নিশ্চয়ই আপনারা বুঝে ফেলেছেন। বিশেষজ্ঞদের মত অনুযায়ী প্রায় পনেরোটি ঘাটের বয়স সাড়ে তিনশো বছরেরও বেশী। তবে তা কোন কোন ঘাট, তার তালিকা আমি পাইনি। এরপর আছে ২৫০, ২০০, ১৫০ এইরকম।

তৈরী হওয়া ঘাটগুলি গঙ্গার জোয়ার-ভাঁটা, জলস্ফীতি, গঙ্গার ভাঙ্গনের ফলে অনেক ঘাটই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা অংশবিশেষ গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে গেছে। পরবর্তী কালে আবার রাজা, মহারাজা, ধনী ব্যক্তিরা এবং বেনারসের প্রশাসন ঘাটগুলোর সংস্কার করেন। বেশীরভাগ ঘাটই তৈরী হয়েছে বেলে পাথর দিয়ে। তবে ইঁট দিয়েও তৈরী হয়েছে কয়েকটি ঘাট।

ঘাটের সিঁড়িগুলো বেশ চওড়া। ধাপে ধাপে নেমে গেছে জলের তলায়। তবে ওপর থেকে এক টানা নয়। মাঝে বিরতিও আছে। সেখানকার ধাপের পরিবর্তে চাতাল বেশ চওড়া। সেখানে ছোট ছোট চৌকি আছে। আর তার সাথে বাঁধা আছে, সরু অথচ মজবুত বাঁশের হাতলের ওপর ভর করার তালপাতার বড় বড় গোল গোল ছাতা। সেই ছাতার তলায়, চৌকির ওপর বসে থাকে, পণ্ডিত, পুজারী বা ঘাটিয়ারা থাকে।

গঙ্গায় ডুব দিয়ে পুন্যার্থী ভক্তদের দল, সমস্ত পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত করে এদের কাছে আসেন। এদের সাথে থাকা পাত্রে, ফুল, বেলপাতা ছাড়াও, ছোট কালো পাথরের শিবলিঙ্গ, নারায়ন শিলা, কপালে তিলক কাটার জন্য বিভিন্ন রঙের ঘন লেই আর গঙ্গাজল তো থাকেই। এইসব ঘাটিয়ারা আবার কারো বাঁধাধরা। এদের বয়সও নানারকম। আমি আর আমার সহধর্মিণী সন্ধ্যারতির শেষে এক বালক ঘাটিয়ারার দেখা পেলাম। উজ্জ্বল ফর্সা গায়ের রঙ। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পরনে হালকা হলুদ রঙে ছোপানো ধুতি ও পাঞ্জাবী। কাঁধের দুদিকে ফেলা সরু পাড়ের মানানসই উত্তরীয়। চোখে মুখে বালখিল্যতা বা নাবালকত্বের লেশ মাত্র নেই। চোখ দুটো নির্লিপ্ত, নির্বিকার। চোখের সামনে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনায় তার মুখে ছায়া ফেলতে পারছে না। মুখের অভিব্যক্তিরও কোনো পরিবর্তন নেই। সমস্ত মুখমণ্ডলে একটা স্বর্গীয়, অপার্থিব ছাপ। দেখলেই কেমন যেন ভক্তিভাব চলে আসে। ওর বয়সটা কোনো ম্যাটার করে না। আর পাঁচটা বালকের থেকে ও সম্পূর্ণ আলাদা। শান্ত, ধীর স্থির।

সহধর্মিণীর অনুরোধে ওর কাছেই গঙ্গাপুজোটা সেরে নিলাম। হাতে ফুল, বেলপাতা ধরিয়ে দিয়ে, অত ভীড়, গুঞ্জন যা চিৎকারের সামিল, একটু আগেই সন্ধ্যারতি শেষ হয়েছে, স্পিকারগুলো বন্ধ, কিন্তু ঘাটে উপস্থিত, হাজারের ওপর সন্ধ্যারতি দর্শনার্থীদের স্পিকার চালু হয়ে গেছে। তারই মধ্যে পরিষ্কার সংস্কৃত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে ও ওর কাজ সারলো। আমাদেরও সারতে সাহায্য করলো। শিবের মাথায় জল ঢালা, নারায়ন শিলায় পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করা, গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো করা, সবই গঙ্গা থেকে কয়েকটা ধাপ ওপরে, সিঁড়ির চওড়া ধাপের ওপর বসেই সব কাজ সারলাম। শেষে পাত্রের ছোট্ট বাটি থেকে রং নিয়ে তিলক এঁকে দিল।

শিক্ষা ব্যবস্থায় 'ন্যাশনাল অ্যাওয়ারনেশ' যুক্ত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থাকে উন্নতি করতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা ভাবছেন বলে জানা

গিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বহু বাংলা মাধ্যম স্কুল উঠে যাওয়ার পথে। বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে জোর দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করেছে শিক্ষা দফতর। প্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা, ইংরেজি এবং হিন্দি ভাষা শিক্ষা প্রচলন করার ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছে শিক্ষা দফতর। শিক্ষা প্রাঙ্গনে কোনও দলীয় রাজনীতি করা চলবে না এই রকম একটি মনোভাব গ্রহণ করার পথ ধরে এগিয়ে চলার কথা ভাবতে শুরু করেছে বর্তমান বিজেপি সরকার। দেশ গঠন, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন, দেশের মনীষীদের অবদানের কথা স্কুল পাঠ্য বইতে নিয়ে আসার কথা ভাবছে শিক্ষা দফতর। স্কুল স্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীতের সঙ্গে শরীর চর্চার প্রধান অঙ্গ হবে। শরীর চর্চা করে শারীরিক এবং মানসিক শক্তি বৃদ্ধি না করতে পারলে দেশকে আগামি দিনে রক্ষা করাটা অসম্ভব হয়ে পড়বে। সেই কারণে 'ন্যাশনাল অ্যাওয়ারনেশ' প্রোগ্রাম গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রতি মাসে একবার কিংবা দুইবার করে 'ন্যাশনাল অ্যাওয়ার নেশ' ক্লাস করা হবে। সেখানে সকল ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিত থাকতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাস গ্রহণ করা আগে তিনি সারা ভারত পদব্রজে ভ্রমণ করেছিলেন। দেশকে নিজের চোখে দেখেছেন। দেশের কোথায় দুঃখ এবং কষ্ট রয়েছে তাকে তিনি অনুভভ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ পাড়ায় পাড়ায় কুস্তির আখড়া তৈরি করতে উৎসাহ দেন। শরীর চর্চার করার ব্যায়ামাগার স্থাপিত করার উৎসাহ দিয়েছেন। শরীর চর্চা এবং শিক্ষা বাংলার ছাত্রদের গ্রহণ করতে হবে। তবেই বিদেশি শত্রুর সঙ্গে লড়াই করা সম্ভব বলে মনে করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মেদিনীপুরের সন্তান। তিনি শিক্ষা বিষয়টা ভালো করে বোঝেন। কীভাবে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করা যায় তা নিয়ে তিনি বিশদে ভাবতে শুরু করেছেন। **ছবি ঃ বুদ্ধদেব মিশ্র।**

মালদায় তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ তিন শতাধিক কর্মীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মালদা জেলায় রাজনৈতিক দলত্যাগের প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। চঞ্চল-১ ব্লকের খারবা এলাকায় আয়োজিত একটি রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তিন শতাধিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী দলে যোগ দিয়েছেন বলে দাবি করেছে কংগ্রেস। আশাপুরে আয়োজিত অনুষ্ঠানে দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ তথা মালদা জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ইশা খান চৌধুরীর উপস্থিতিতে এই কর্মীরা আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চঞ্চলের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আসিফ মেহবুব, মালতিপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আলবেরুনি জুলকারনাইন, প্রবীণ নেতা স্বপন রায় চৌধুরী এবং হিরণময় পান্ডে সহ দলের বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতৃত্ব। ইশা খান চৌধুরী বলেন, জেলার বিভিন্ন ব্লকে ধারাবাহিকভাবে সদস্যপদ অভিযান চালানো হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। তাঁর মতে, যোগদানকারীদের মধ্যে অনেকেই আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি আরও জানান, মালদা একসময় কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি ছিল এবং দলটি পুনরায় তার সাংগঠনিক শক্তি জোরদার করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে। উল্লেখ্য, খারবা গ্রাম পঞ্চায়েত সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের হাত থেকে হাতছাড়া হয়ে কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই পঞ্চায়েতে নতুন প্রধান হয়েছেন পারবিনা খাতুন এবং উপ-প্রধান হয়েছেন হুসনারা খাতুন। চঞ্চলের প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক আসিফ মেহবুব জানান, খারবার মতো গুরুত্বপূর্ণ গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ এলাকার সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করেছে। খারবার এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর মালদার গ্রামীণ রাজনীতিতে নতুন সমীকরণের চর্চা তীব্র হয়েছে।

প্রেমঘটিত কারণ নাকি খুন? ছাত্রীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য পুরুলিয়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভোরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আর ফেরেনি। কিছুক্ষণ পরই বাড়ির পিছনের একটি ঘর থেকে মিলল নিথর দেহ। গলায় ওড়নার ফাঁস লাগানো অবস্থায় পুরুলিয়া- ১ ব্লকের বেলকুড়ি গ্রামের দশম শ্রেণির এক ছাত্রীর উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবারের দাবি, ওই কিশোরীকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৃতা স্থানীয় বেলকুড়ি হাইস্কুলের ছাত্রী ছিল। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকালে তার প্রাইভেট টিউশনে যাওয়ার কথা ছিল। ভোররাতে শৌচকর্মের জন্য বাড়ি থেকে বেরোলেও পর তার আর কোনো খোঁজ মেলেনি। পরবর্তীতে বাড়ির ঠিক পিছনে একটি ঘর থেকে গলায় ফাঁস দেওয়া অবস্থায় ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান পরিজনরা। স্বজনদের অভিযোগ, সম্প্রতি গ্রামেরই এক যুবকের সঙ্গে ওই ছাত্রীর প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। সম্পর্কের সেই টানাপোড়েন থেকেই এই ঘটনা কি না, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। পরিবারের স্পষ্ট দাবি, কিশোরীকে খুন করে আত্মহত্যার রূপ দিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। খবর পেয়েই পুরুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য দেহটি পাঠানো হয়েছে পুরুলিয়া দেবেন মাহাতো সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে আপাতত একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে। প্রাথমিক তদন্তে খুনের অভিযোগ সহ সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল রহস্য উন্মোচিত হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

বাগিচা শ্রমিকদের মানউন্নয়নে কেন্দ্রের ৩১২ কোটির অনুমোদন

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাগিচা শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে কেন্দ্র সরকার রাজ্যকে ৩১২ কোটি টাকার অনুমোদন দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চা শ্রমিক প্রোতসাহন যোজনা প্রকল্পে রাজ্যের চা বাগান এলাকায় শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিসেবা এবং বিশ্রাম কেন্দ্র তৈরির জন্য এই অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে বলে শ্রমদপ্তর সূত্রে জানা গেছে। এর মধ্যে ১৭৭ কোটি টাকা শিক্ষাক্ষেত্রে, স্বাস্থ্য পরিসেবায় ৭২ কোটি, এবং বসার ব্যবস্থা স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার পানীয় জল সৌর বিদ্যুৎ এর ব্যবস্থা সহ ৩২১টি বিশ্রাম কেন্দ্র তৈরির জন্য ৬৩ কোটি টাকা খরচ হবে বলে জানা গেছে।

ভাগ্নের সঙ্গে ঘর ছাড়লেন মামী, থানায় মিসিং ডায়েরি স্বামীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নন্দকুমার, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরে ঘর ছাড়া এক মহিলা। নিজের ভাগ্নের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক জড়িয়ে পড়েন তিনি। তারপরই ভাগ্নে হাত ধরে স্বামীর সংসার ছেড়ে পালিয়ে যান। বর্তমানে ওই মহিলার স্বামী থানায় দ্বারস্থ হয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে নন্দকুমার থানা এলাকায়। নন্দকুমার থানার পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মহিলা বা তাঁর সঙ্গী দু'জনেই সাবালক। মহিলার স্বামী মিসিং ডাইরি করেছেন। নন্দকুমারের ওই গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, প্রায় ৬ বছর আগে নূর মহাম্মদ (নাম পরিবর্তিত) সঙ্গে ওই মহিলার বিয়ে হয়। পরবর্তীতে একটি ছেলে জন্ম নেয়। কিন্তু ইদানিং ওই বাড়িতে ভাগ্নের যাতায়াত বেড়েছিল। দু'জনের মধ্যে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক তৈরি হয়। এমনকী দুজনের মধ্যে শারীরিক সম্পর্কও তৈরি হয়। তাই নিয়ে আগেই সালিশি সভা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক নষ্ট হয়নি। এবার নিজের ভাগ্নের হাত ধরে ওই মহিলা স্বামীর ঘর ত্যাগ করেছেন। সঙ্গে করে নিজের বাচ্চাকেও নিয়ে গেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মামী-ভাগ্নে দুজনেই সাবালক। ওই মহিলার স্বামী জানিয়েছেন, তাঁদের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে। তাঁর স্ত্রী সেই সন্তানকে নিয়েই ভাগ্নের হাত ধরে ঘর ছেড়েছেন। তিনি আরও দাবি করেন, তাঁর স্ত্রী প্রথম থেকে এরকম ছিল না। তার ভাগ্নেই উল্টোপাল্টা বুঝিয়ে মামীকে নিয়ে পালিয়েছে। স্ত্রী ওর সঙ্গে ঘর করতে চাইলে ঘর করুক। পুত্র সন্তান ফেরত চান নূর মহাম্মদ। পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনায় একটি মিসিং ডাইরি করা হয়েছে। মহিলার স্বামী তাঁর ছেলেকে ফেরত পেতে চান বলে জানিয়েছেন। বর্তমানে নন্দকুমার থানার পুলিশ ভাগ্নের বাবা মাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অন্যদিকে নন্দকুমার থানার পুলিশ মামী ও ভাগ্নেকে খুঁজে পেতে তল্লাশি শুরু করেছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে নন্দকুমার জুড়ে।

বন্ধ স্পিনিং মিলের জমিতে নতুন টেক্সটাইল পার্ক চালু, নতুন কর্মসংস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ একসময় কারখানার সাইরেনের শব্দেই শুরু হতো অশোকনগরের সকাল। হাজার হাজার শ্রমিকের কর্মব্যস্ততায় মুখর থাকত স্পিনিং মিল চত্বর। সময়ের সঙ্গে সেই কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে কার্যত পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল এই বিস্তীর্ণ শিল্পভূমি। এবার সেই জমিতেই ফের শোনা গেল যন্ত্রের শব্দ। অশোকনগর ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্কে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে চালু হল নতুন ইউনিট। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেলে গড়ে ওঠা এই ইউনিটে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের টেকনিক্যাল ফেব্রিক তৈরি করা হবে। হাতে চালানো তাঁতের পরিবর্তে ব্যবহার করা হচ্ছে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক বুনন মেশিন। সংস্থার দাবি, জার্মান প্রযুক্তির মেশিন ব্যবহার করে আন্তর্জাতিক মানের স্পোর্টসওয়্যার, কিডসওয়্যার, অটোমোটিভ টেক্সটাইল এবং সিঙ্গল ও ডাবল জার্সির মতো ফেব্রিক তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। স্বাধীনতার পর সরকারি উদ্যোগে কল্যাণী স্পিনিং মিলের দ্বিতীয় ইউনিট হিসেবে অশোকনগরের এই কারখানার যাত্রা শুরু হয়েছিল। একটা সময় এই কারখানাকে ঘিরে এলাকার অর্থনীতি ও জনজীবন আবর্তিত হত। পরবর্তীতে মিল বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর সেখানে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বদলি করা হয়। পরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে ওই জমিতে অশোকনগর ইন্টিগ্রেটেড টেক্সটাইল পার্ক বা হাব তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়। জমি ও প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র সংক্রান্ত প্রক্রিয়াও এগিয়েছিল বলে জানা যায়।

নিমতিতা রাজবাড়ি , যেখানে আজও জলসাঘরের সানাইয়ে জেগে আছেন দেবীদূর্গা

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিমতিতা রাজবাড়ি শুধু একটা রাজবাড়ি নয়, এ এক ইতিহাসের দলিল। মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের নিমতিতা রাজবাড়ির

ইঁট, কাঠ, ধুলোয় আজও লেগে আছে সত্যজিত রায়ের স্মৃতি । ইতিহাসের পাতা ঘাঁটলে জানা যায়, ১৮৫৫ সাল নাগাদ গৌরসুন্দর চৌধুরী ও দ্বারকানাথ চৌধুরীর উদ্যোগে শুরু হয় নিমতিতা জমিদার বাড়ির নির্মাণ কাজ। ইতালিয়ান স্থাপত্য অনুসারে প্রায় ১০ বিঘা জমির উপর নির্মিত এই জমিদারবাড়িতে ছিল পাঁচটি উঠোন এবং ১৫০ টি ঘর। জমিদারবাড়ির বিশাল আকার -আয়তনের জন্য স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে তা 'রাজবাড়ি' হিসেবেই পরিচিতি লাভ করে। এক সময় মুর্শিদাবাদ জেলার সব থেকে বড় জাঁকজমক পূর্ণ দুর্গাপুজো এই রাজবাড়িতেই অনুষ্ঠিত হতো বলে জানা যায়। এর পাশাপাশি চৌধুরী পরিবারের সুখ্যাতি গোটা দেশ জুড়ে ছিল হিন্দুস্তানি সংগীতের প্রতি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য। ঐতিহাসিকেরা বলেন, এই জমিদার বাড়িতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 'হিন্দু থিয়েটার রঙ্গমঞ্চের'। রাজবাড়ির নাট্য মঞ্চে অভিনয় করে গেছেন শিশিরকুমার ভাদুড়ির মত নাট্যকার। গৌরসুন্দর চৌধুরী এবং দ্বারকানাথ চৌধুরীর হাতে তৈরি এই রাজবাড়ী আজও বাঙালির কাছে এক আবেগের নাম। কারণ এই বাড়িই হল সত্যজিত রায়ের 'জলসাঘর', 'দেবী' এবং 'সমাপ্তি'-র মতো কালজয়ী ছবির পটভূমি। যে ঝাড়লণ্ঠনের নিচে ছবি বিশ্বাস জলসা বসিয়েছিলেন, যে উঠোনে অপর্ণা সেন 'সমাপ্তি'র শেষ দৃশ্যে ছুটে গিয়েছিলেন, সেই উঠোন, সেই থাম আজও দাঁড়িয়ে আছে কালের সাক্ষী হয়ে। এখানকার দুর্গাপুজো একসময় তার রাজকীয় জাঁকজমকের জন্য বিখ্যাত ছিল। লোকমুখে শোনা যায়, পুজোর সময় ১০১ জন ঢাকি একসঙ্গে ঢাক বাজাতেন। পাঁচ দিন ধরে গ্রামের হাজার হাজার মানুষের জন্য চলত পাত পেড়ে খাওয়ানো। সে এক দেখার মতো ব্যাপার ছিল। কালের নিয়মে আজ সেই রাজবাড়ী ভগ্নপ্রায়। ইঁট, চুন খসে পড়েছে, দরজা-জানালায় ধরেছে ঘুণ। কিন্তু যা আজও অটুট আছে, তা হল এখানকার দুর্গাপুজো। প্রায় ৩৫০ বছরের পুরনো এই পুজো আজও বন্ধ হয়নি। কলকাতা থেকে প্রতি বছর ছুটে আসেন রায়বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নাতি-নাতনিরা অর্থাৎ এই বংশের চতুর্থ প্রজন্ম। তাঁরাই আজও সমস্ত নিয়ম- নীতি মেনে এই পুজো চালিয়ে যাচ্ছেন। এই পুজোর সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব হল এর একচালার প্রতিমা। আজও বংশপরম্পরায় সেই একই কুমোর পরিবার এসে প্রতিমা গড়েন। শুধু প্রতিমাই নয়, যে পুরোহিত পরিবার প্রথম এই পুজো শুরু করেছিলেন, আজও তাঁরই উত্তরসূরিরা এই পুজো করে আসছেন। এ এক আশ্চর্য ধারাবাহিকতা। আরও একটি অদ্ভুত প্রথা আজও মেনে চলা হয়। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, প্রথম থেকেই এই রাজবাড়ীর পুজোর সমস্ত আয়োজন করতেন নাপিতরা। সেই প্রথা মেনে আজও পুজোর সমস্ত জোগাড় নাপিতদের মাধ্যমেই করা হয়। চৌধুরী পরিবারের কোনও সদস্য সরাসরি পুজোর আয়োজনে হাত দেন না। এই পরিবারের চতুর্থ প্রজন্মের সদস্যা মধুছন্দা চৌধুরী বলেন, আমাদের পুজো বৈষ্ণব মতে হয়, তাই এখানে কোনও বলি প্রথা নেই। এমনকি মাকে অন্নভোগও দেওয়া হয় না। মায়ের ভোগে থাকে লুচি, নানা ধরনের ভাজা, মিষ্টি। আর সবটাই হয় নুন ছাড়া। এটাই আমাদের নিয়ম। তিনি আরও জানান, পঞ্চমীর দিন দেবীকে 'থানে' তোলা হয়। তারপর ষষ্ঠীতে বোধন, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীতে নিয়ম মেনে পুজো, আরতি হয়। দশমীর দিনেই প্রতিমার বিসর্জন হয়। বর্তমানে পরিবারের সকলেই কলকাতায় থাকলেও পুজোর ওই ক'টা দিন তাঁরা নিমতিতাতেই থাকার চেষ্টা করেন। মধুছন্দা দেবী বলেন, শারীরিক অসুস্থতার জন্য যদি কখনও পুজোতে যেতে না পারি, তাহলে 'ভিডিও কলে' মায়ের সামনে অঞ্জলি দিই। কারণ নিমতিতা রাজবাড়ীর দুর্গা প্রতিমা শুধু আমাদের কাছে নয়, গোটা এলাকাবাসীর কাছে আজও জাগ্রত। পুজোর ক'টা দিন হাজার হাজার মানুষ ভিড় জমান এই রাজবাড়ীতে। শুধু পাত পেড়ে খাওয়া বা রাজবাড়ী দেখার টানে নয়, একটা আবেগের টানে। সত্যজিত রায়ের স্মৃতি আর ৩৫০ বছরের ঐতিহ্যকে একবার ছুঁয়ে দেখার টানে। ২০২২ সালে এই রাজবাড়ীকে 'হেরিটেজ সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করা হলেও, সরকারি সংরক্ষণের কাজ আজও নিয়মের বেড়াজালে আটকে রয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, অবিলম্বে এই ঐতিহাসিক বাড়িটিকে সংরক্ষণ করা হোক, না হলে ইতিহাসের এক অমূল্য দলিল হারিয়ে যাবে।

ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে উন্নত (পিঅ'এইছ) আউটটার্ন ও সুরক্ষা পদক্ষেপের মাধ্যমে রক্ষণাবেক্ষণ মজবুতকরণ

মালিগাঁও, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তিনসুকিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে কোচ ও ওয়াগনের পেরিওডক্যাল ওভারহলিং (পিঅ'এইছ) - এর ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনায় গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। রক্ষণাবেক্ষণ সক্ষমতা, কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা এবং স্থিতিশীল রেলওয়ে কাম-কাজ মজবুত করার লক্ষ্যেও ওয়ার্কশপটি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এই ওয়ার্কশপটি এলএইচবি (লিঙ্কে হফম্যান বুশ) কোচগুলোর সংস্কার এবং পিঅ'এইছ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজ হাতে নিয়েছে। এর রক্ষণাবেক্ষণ কাম-কাজরে মধ্যে কোচ বডির বিভিন্ন অংশ, আন্ডারগিয়ার এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অংশের বিস্তারিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা রয়েছে, যাতে এগুলোর পরিকাঠামোগত ইন্টিগ্রিটি, সুরক্ষা ও পরিচালনগত উপযোগিতা নিশ্চিত করা যায়। এই ওয়ার্কশপটি যাত্রীবাহী কোচ ও মালবাহী ওয়াগনের জন্য ইন্টারমিডিয়েট ওভারহলিং (আই অ'এইছ) -এর কাজও সম্পাদন করছে। কর্মক্ষেত্রে সুরক্ষা নিশ্চিত করার পদক্ষেপের অংশ হিসেবে, ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপে দীর্ঘ সময় ধরে হট-ওয়ার্ক কাজে নিয়োজিত কর্মীদের পাওয়ার্ড এয়ার-পিউরিফাইং রেসপিরেটর (পিএপিআর) সিস্টেম সহ দুটি প্রো এয়ার ওয়েল্ডিং হেলমেট প্রদান করা হয়েছে। এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত সুরক্ষা বৃদ্ধি করা এবং এই ধরনের কাজে নিয়োজিত কর্মীদের আরাম ও কাজের পরিবেশের উন্নতি সাধন করা। নতুন ক্যান্টিন ভবনের ছাদে একটি অ-ব্যবহারযোগ্য ক্যাম্প কোচ থেকে সংগ্রহ করা সোলার মডিউল স্থাপনের মাধ্যমে ওয়ার্কশপটি পরিবেশবান্ধব গ্রিন এনার্জি-র একটি পদক্ষেপও গ্রহণ করেছে। উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ ব্যাটারি-চালিত প্ল্যাটফর্ম ট্রাকগুলিকে চার্জ করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি ওয়ার্কশপের কার্বন নিঃসরণ হ্রাসেও অবদান রাখছে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার চেতন কুমার শ্রীবাস্তব সম্প্রতি ডিব্রুগড় ওয়ার্কশপ পরিদর্শন করেন এবং এর বিভিন্ন সেকশনও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করেন। উক্ত পরিদর্শনকালে তিনি চলমান কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করেন এবং কোচ ও মালবাহী ওয়াগনের পিঅ'এইছ ও আইঅ'এইছ সহ রক্ষণাবেক্ষণ কাম-কাজের মূল্যায়ন করেন। তিনি কর্মকর্তা ও কর্মীদের সাথে মতবিনিময় করেন এবং

সময়মতো রক্ষণাবেক্ষণ ও উপযুক্ত রোলিং স্টকের উপলব্ধতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সুরক্ষা, গুণমান ও দক্ষতার উচ্চমান বজায় রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ, তিনসুকিয়া ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার এবং অন্যান্য বিভাগীয় কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শনকালে জেনারেল ম্যানেজার ওয়ার্কশপে পরিকাঠামো সম্প্রসারণ ও চলমান কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং সুরক্ষা ও গুণমানের ওপর যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পরবর্তীকালে তিনি তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনস্থ বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশন পরিদর্শন করেন এবং যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা, স্টেশনের পরিকাঠামো ও পরিচ্ছন্নতা পর্যালোচনা করেন পাশাপাশি তিনি যাত্রী-সুবিধার ধারাবাহিক উন্নয়ন এবং রেলওয়ের সম্পদ দক্ষ রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

চিঠিতে খুনের হুমকি দিয়ে ৬ লক্ষ টাকা দাবি! গ্রেপ্তার প্রৌঢ়

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ পোস্ট অফিসের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ৬ লক্ষ টাকার তোলাবাজি মামলার প্রধান অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল জয়পুর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম সুভাষ মাহাতো (৫২)। তিনি জয়পুর থানার শ্রীরামপুর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ১৫ সেপ্টেম্বর জয়পুরের এক বাসিন্দা লিখিত অভিযোগ জানান যে, স্পিড পোস্টের মাধ্যমে লাল কালিতে লেখা একটি বেনামী হুমকি চিঠি পেয়েছেন তিনি। চিঠিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অযোধ্যা পাহাড়ের একটি জায়গায় ৬ লক্ষ টাকা না দিলে তাঁকে খুনের হুমকি দেওয়া হয়। তদন্তে নেমে চিঠির খাম পরীক্ষা করে পুলিশ জানতে পারে, পোস্টটি ১ সেপ্টেম্বর পুরুলিয়া হেড পোস্ট অফিস থেকে করা হয়েছিল। সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করেন অভিযোগকারী। পরিজন বা পরিচিত হওয়ার সুযোগ নিয়েই ওই ব্যক্তি টাকা হাতানোর এই ছক কষেছিলেন বলে পুলিশের অনুমান। শুক্রবার (১৮ সেপ্টেম্বর) অভিযুক্ত সুভাষ মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত ও বাকি প্রমাণ উদ্ধারের স্বার্থে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হয়।

২০তম রোজগার মেলায় নবনিযুক্ত যুবকদের হাতে ৫১,০০০ /- এরও বেশি নিয়োগপত্র তুলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এদিন (১৯.০৯.২০২৬) ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে আয়োজিত ২০তম রোজগার মেলায় বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে নবনিযুক্ত যুবকদের হাতে ৫১,০০০ /-এরও বেশি নিয়োগপত্র প্রদান করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আজ দেশের ৪৫ টি স্থানে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ২০তম রোজগার মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নবনিযুক্ত এই প্রার্থীরা ভারত সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগে যোগ দেবেন, যার মধ্যে রয়েছে রাজস্ব বিভাগ, রেল মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, আর্থিক পরিষেবা বিভাগ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় প্রভৃতি। বিভিন্ন রোজগার মেলার অনুষ্ঠানস্থলে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে প্রধানমন্ত্রী ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে নবনিযুক্তদের কাছে নিয়োগপত্র হস্তান্তর করেন। এই উপলক্ষ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নতুন নিয়োগপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানান এবং উল্লেখ করেন যে, এই যুবকেরা এমন এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে সরকারি সেবায় যুক্ত হলেন যখন ভারত সরকার 'বিকশিত ভারত'-এর সংকল্প নিয়ে বিশ্বের দরবারে একটি শীর্ষস্থানীয় উন্নত জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়। কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারের (ন্যাশনাল লাইব্রেরি) ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ভাষা ভবনে রোজগার মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে

ভারত সরকারের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার উপস্থিত থেকে বিভিন্ন সরকারি পদে নবনিযুক্ত প্রার্থীদের হাতে সশরীরে নিয়োগপত্র তুলে দেন। একইভাবে হাওড়ার শরৎ সদনে আয়োজিত রোজগার মেলায় ভারত সরকারের বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর নবনিযুক্তদের হাতে সশরীরে নিয়োগপত্র তুলে দেন। পূর্ব রেলের ১০ জন নবনিযুক্ত কর্মী জাতীয় গ্রন্থাগারের অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের হাত থেকে সরাসরি নিয়োগপত্র গ্রহণ করেন এবং ২০ জন কর্মী হাওড়ার শরৎ সদনে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের হাত থেকে নিয়োগপত্র পান। এছাড়া পূর্ব রেলের অন্যান্য ১১৯ জনেরও বেশি নবনিযুক্ত কর্মীর কাছে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে নিযোগেপত্র পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। ২০তম রোজগার মেলায় পূর্ব রেলের নবনিযুক্ত কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন সিগন্যাল ও টেলিকম বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট, ক্যারেজ অ্যান্ড ওয়াগন বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট, ট্র্যাক মেইনটেইনার, ইলেকট্রিক্যাল বিভাগের অ্যাসিস্ট্যান্ট, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ক্যাডারের কর্মীরা। এই নতুন কর্মীবাহিনী বিদ্যমান ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে কাজ করবে এবং রেল পরিচালন ব্যবস্থায় কার্যকর অবদান রাখবে। রোজগার মেলা তরুণ প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রায় তাদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের ধারাবাহিক অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করে। এই ২০তম রোজগার মেলার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও সংস্থায় সর্বমোট প্রায় ১২.৭৫ লক্ষ যুবক নিয়োগপত্র লাভ করলেন।

Office of the Pradhan
INDPUR GRAM PANCHAYAT
Indpur, Bankura
Notice Inviting Tender
NIT02/15 th FC/26-27, Memo 498/IND/IGP/2026 Date: 17.09.2026
Executive Assistant, Indpur GP, Indpur invites Tender of different schemes which are available in Notice board. Last date of dropping 30.09.2026 (3 pm)
Sd/
Executive Assistant,
Indpur Gram Panchayat

রাজস্থানে বৃষ্টি সতর্কতা জারি

জয়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজস্থানে বর্ষাকাল কমার কোনও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। জয়পুরের আবহাওয়া কেন্দ্র শনিবার ২২টি জেলার জন্য হলুদ বৃষ্টি সতর্কতা জারি করেছে। পূর্ব রাজস্থানের ভরতপুর, জয়পুর, কোটা এবং উদয়পুর বিভাগের বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম রাজস্থানের কিছু এলাকায় প্রবল বাতাসের সাথে বৃষ্টিও হতে পারে।

নতুন ইআই ভবন পর্যন্ত সিএলএস প্যানেলের স্থানান্তরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. টিএসকে/ইলেক্ট/২৫৭ তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. এলভি-টি-১৪-টিএসকে-৯২৬-আর১। কাজের নামঃ** ৭ টি স্টেশনে সিএলএস প্যানেলের নতুন ইআই ভবন পর্যন্ত স্থানান্তরণ। (শ্রীপুরীয়াগাওঁ, শিমলুগুড়ি জংশন, আমগুড়ি, নকচারি, তিতাবর, নিউ তিনসুকিয়া, তিনসুকিয়া)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৫৬,৮৬,০১০.১০/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১,১৩,৭০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১০-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.০০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **০৭-১০-২০২৬** তারিখের **১৩.০০** ঘন্টায় **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআৰএম (ইলেক্ট), তিনসুকিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

জল যোগান পরিশোধন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি/০৩ অফ ২০২৬ (সার্ভিস) তারিখঃ ১৫-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **টেণ্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/ কিশনগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধিনে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে নিজবাড়ি, চট্টেরহাট, দুমদাঙ্গি, থায়াট হামিরা, মাগুরজান, গুঞ্জারিয়া, গাইসাল, পাঞ্জিপারা, কিশনগঞ্জ এবং আলুয়াবাড়ি রোডে জলযোগান পরিশোধন প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালন। **টেণ্ডার রাশিঃ** ৭৪,৮৮,৫৭৭.১৮/- টাকা। **ডাক সুরক্ষা জমাঃ** ১,৪৯,৮০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৩-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৩-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ **KIR-N-2026-K-29, তারিখঃ 16-09-2026।** নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **কাজের নামঃ** কাটিহার ডিভিশনের আলুয়াবাড়ী রোড থেকে সুরজা কমল-এর মধ্যে অটো-সেকশনের জন্য সিগমা (অল্টপ্রো)-এ মাল্টি-সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টারের ব্যাপক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি । **টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৯৫,৩৮,৫৭২/- টাকা, **বায়নার ধনঃ** ৫,৯০,৮০০/- টাকা। **ই-টেন্ডার** ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং **খুলবে** ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১০-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ই-নিলাম

"আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনে রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ" সংক্রান্ত ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হয়েছে। **নিলাম ক্যাটালগ নং: সিএপিএনএফআরআরআরওএমএমএপিডিজে। নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখ **১২:০০ টায়; রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন :** ৩৬৫৩।

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	পিএনইউ - এপিডিজে - এপিডিজে - ডব্লিউআরএল-৫৯-২৬-১ (পে অ্যান্ড ইউস - লাউঞ্জ/ওয়েটিং/ রিটায়ারিং/ক্লোক রুম)	আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনের নিকটবর্তী উপযুক্ত স্থানে নির্ধারিত জায়গায় হালকা জলখাবার বা ক্যাফেটেরিয়ার ব্যবস্থা সহ স্কেচ প্ল্যানে প্রদর্শিত অনুযায়ী "উন্নয়ন/নবায়ন, পরিচালনা ও হস্তান্তর' ভিত্তিতে আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশনে পুরানো ভবনে এবং জানাহার (নতুন ভবন) -এর ওপরের একটি কক্ষে থাকার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে এসি ও নন-এসি ডরমিটরি এবং রিটায়ারিং রুমের উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং জানাহারের উপরের ঘরটি কনফারেন্স রুম, মিটিং হল কিংবা থাকার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। আলিপুরদুয়ার জংশন রেলওয়ে স্টেশন পিএফ-০১-এ উন্নয়ন, পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে পুরোনো স্টেশন বিল্ডিংয়ের ০২ টি নন এসি ও ০১ টি এসি রিটায়ারিং রুমের সাথে ০১ টি ০৭ শয্যা বিশিষ্ট ডরমিটরি এবং নতুন বিল্ডিংয়ের জনাহারের ওপরের একটি রুম প্রদান করা হবে।

নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ৩০-০৯-২০২৬ তারিখে **১২:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলি বন্ধ হওয়ার ব্যবধান ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর্স ই-প্রকিওরমেন্ট

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **১। ই-টেন্ডার নং.ঃ** NB265166A, তারিখঃ 15-09-2026। **আইটেমের বিবরণঃ** কোচে ভিনাইল ফিল্ম লেটারিং-এর যোগান এবং প্রয়োগ। ড্রয়িং নং. আরডিএসও/সিজি/ডিআরজি/২৪০২৪, ইএক্সটি সিজিসি-১৭২৮ অল্ট-৫ অনুসারে । এমডিটিএছ ১৫৬ আরইভি ৬ সংশোধন এমডি৩৫১৩১ তারিখ ১৮-১০-২০২১ সহ এই অনুযায়ী এবং আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/২০১০/সিজি-০৮ অথবা সর্বশেষ, সাথে প্রি-স্পেসার টেপ, মেকঃ ৩ এম লুমিনাস ফিল্ম ৬৯০০ অথবা এভারি ডেনিসনস এভারি এসএফ- ১০০-১২০-এস বেস ফিল্ম। কালার শেড বেং পের্টান অব স্টীকার যোগানের পূর্বে কনসাইনির অনুমোদন থাকতে হবে। কাজের পরিধির বিস্তারিত সংলগ্ন। **পিএল নং.** ৫৬১৬২০২৯৪২১১। **প্রেরক-** এসইই/ সিপিএস/ডিবিডব্লিউএস, এনএফআর (আসাম), **পরিমাণঃ** ২৭৫.০০ সেট। এসএসই/ সিপিএস/এনবিকিউ, এনএফআর (আসাম)। **পরিমাণঃ** ২৭৫.০০ সেট। **বায়নার ধনঃ** ৫৫,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার **বন্ধ** হবেঃ ১৪-১০-২০২৬ তারিখের ১৪.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **https://ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই. সিএমএম /নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড
CIN: L51909WB1994PLC061514
রেজি. অফিসঃ ৩২, কে.এল. সায়গল সরণি ৭৪০এ, ব্লক-পি, নিউ আলিপুর, কলকাতা-৭০০০৫৩
ইমেইলঃ cs@auroimpex.com, ওয়েবসাইটঃ www.auroimpex.com
ফোন নম্বর ০৩৩-২৪০০ ৬৩০০

ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিতব্য অসাধারণ সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য

এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, 'অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড'-এর একটি বিশেষ সাধারণ সভা (EGM) আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৬, বৃহস্পতিবার দুপুর ১২.০০টায় ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমের সাহায্যে অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে বিজ্ঞাপিত বিধিমালা, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর পাশাপাশি মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স ও সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনাবলী মেনে এই সভায় EGM-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়াবলি নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এমসিএ -এর বিজ্ঞপ্তি এবং তালিকাভুক্তি সংক্রান্ত প্রবিধান মেনে, শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের ই-মেইলের মাধ্যমে ইজিএম -এর নোটিশ পাঠানো হবে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি অথবা রেজিস্ট্রার অ্যান্ড ট্রান্সফার এজেন্ট / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট -এর কাছে নিবন্ধিত রয়েছে।

ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন/ হালনাগাদঃ
যেসব সদস্য তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে এখনও ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেননি, তাঁদের অনুরোধ করা হচ্ছে যেন তাঁরা সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি পার্টিসিপ্যান্টের কাছে তাঁদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধন বা হালনাগাদ করেন। এর মাধ্যমে তাঁরা ই-মেইলের মাধ্যমে যাবতীয় যোগাযোগ, নোটিশ ও নথিপত্র গ্রহণ করতে পারবেন এবং বিভিন্ন প্রস্তাবের বিষয়ে অংশগ্রহণ ও ভোট প্রদান করতে পারবেন।

ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাখ্যামূলক বিবৃতিটি কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.auroimpex.com), এনএসই ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (www.nseindia.com) এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড -এর ওয়েবসাইট (www.evoting.nsdl.com)-এ পাওয়া যাবে। সদস্যরা শুধুমাত্র ভিসি / ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমেই ইজিএম-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ইজিএম-এ যোগদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পদ্ধতি ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।

কাট-অফ তারিখ
তদনুসারে, বিশেষ সাধারণ সভায় ভোট প্রদানের যোগ্য সদস্যগণকে নির্ধারণের জন্য নির্ধারিত তারিখটি হলো বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর, ২০২৬।

ই-ভোটিং সংক্রান্ত তথ্যঃ
কোম্পানি তার শেয়ারহোল্ডারদের ইলেকট্রনিক ভোটিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দূরবর্তী স্থান থেকে ই-ভোটিং-এর সুবিধা প্রদান করবে। এছাড়া, যেসকল শেয়ারহোল্ডার ইজিএম -এ অংশগ্রহণ করবেন এবং যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট প্রদান করেননি, তাদের জন্যও ইলেকট্রনিক ভোটিং-এর ব্যবস্থা থাকবে। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তিতে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.auroimpex.com-এ পাওয়া যাবে।

অরো ইম্পেক্স অ্যান্ড কেমিক্যালস লিমিটেড-এর পক্ষে ও হয়ে
স্বাক্ষর-
মধু গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
সদস্যপদ নং- এ৭৯৬২০

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২০।৯।২০২৬

ছোলার ডালের পুরভরা স্টাফড আলুর দম

লুচির সঙ্গে আলুর দম তো অনেক খেয়েছেন! একবার বানান ছোলার ডালের পুরভরা এই নিরামিষ পদ

লুচির সঙ্গে আলুর দম তো অনেক খেয়েছেন! একবার বানান ছোলার ডালের পুরভরা এই নিরামিষ পদ-

বাঙালির ছুটির দিনের খাবারের তালিকায় লুচি আর আলুর দমের জুটি যেন চিরকালীন। ঝাল-ঝাল, মশলাদার আলুর দমের সঙ্গে গরম লুচি থাকলে জমে যায় সকাল কিংবা দুপুরের খাওয়াদাওয়া। তবে একই ধরনের আলুর দম বারবার খেতে খেতে যদি একটু অন্যরকম কিছু করার ইচ্ছে হয়, তা হলে বানিয়ে ফেলতে পারেন ছোলার ডালের পুরভরা স্টাফড আলুর দম। আলুর ভিতর থেকে কিছুটা অংশ বের করে তার মধ্যে তৈরি করতে হবে সুস্বাদু ছোলার ডালের পুর। নারকেল, কাজুবাদাম, কিশমিশ ও মশলার মিশেলে তৈরি এই পুর আলুর স্বাদকে আরও সমৃদ্ধ করবে। একটু সময় ও পরিশ্রম লাগলেও ছুটির দিনে অতিথি আপ্যায়ন কিংবা পরিবারের জন্য এই পদ হতে পারে একেবারে অন্যরকম চমক। আলুর খোল তৈরি করবেন যেভাবে

প্রথমে ৫টি মাঝারি আকারের আলু ভালো করে ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে নিন। প্রতিটি আলু অর্ধেক করে অল্প সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন, আলু যেন বেশি নরম হয়ে না যায়। তা হলে পরে ভিতরের অংশ বের করার সময় আলু ভেঙে যেতে পারে। এবার একটি চামচ বা ছোট স্কুপের সাহায্যে আলুর মাঝখানের কিছুটা অংশ সাবধানে বের করে নিন। চারপাশে পর্যাপ্ত পুরু অংশ রেখে দেবেন, যাতে আলুর খোলটি মজবুত থাকে। বের করে রাখা আলুর অংশ ফেলে দেবেন না। সেটিই পরে ছোলার ডালের পুরে ব্যবহার হবে। কড়াইয়ে তেল গরম করে আলুর খোলগুলি দিয়ে হালকা সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন। খুব বেশি কড়া করে ভাজার প্রয়োজন নেই। ভাজা হয়ে গেলে তুলে আলাদা করে রাখুন। তৈরি করুন ছোলার ডালের পুর- ছোলার ডাল অন্তত ৫-৬ ঘণ্টা জলে ভিজিয়ে রাখুন। এরপর জল ঝরিয়ে ডালের সঙ্গে সামান্য আদা, কাঁচালঙ্কা ও প্রয়োজনমতো জল দিয়ে মিহি করে বেটে নিন। এবার

কড়াইয়ে সামান্য তেল গরম করে এই ডালের মিশ্রণটি দিন। এর সঙ্গে আগে বের করে রাখা আলুর ভেতরের অংশ, সামান্য হিং, নারকেল কোরা, হলুদ ও জিরে গুঁড়ো দিয়ে ভালোভাবে নাড়তে থাকুন। এরপর কুচোনো কাজুবাদাম, কিশমিশ, স্বাদমতো নুন এবং অল্প চিনি দিয়ে মিশিয়ে নিন। আঁচ মাঝারি রেখে রান্না করতে থাকুন। পুরটি যেন একেবারে শুকনো এবং মাখা-মাখা হয়, সেদিকে খেয়াল রাখুন। রান্না হয়ে গেলে আঁচ বন্ধ করে পুর ঠান্ডা হতে দিন। পুর ঠান্ডা হলে ভাজা আলুর খোলের ভিতরে চামচের সাহায্যে ভালো করে ভরে দিন। খুব বেশি চাপ দিয়ে পুর ভরবেন না, তা হলে আলুর খোল ফেটে যেতে পারে। এবার তৈরি হবে মশলাদার ঝোল- কড়াইয়ে সর্ষের তেল গরম করে তাতে জিরে, তেজপাতা এবং শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিন। গন্ধ বেরোতে শুরু করলে টমেটো বাটা ও কুচোনো আদা দিয়ে ভালোভাবে কষতে থাকুন। এবার হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, সামান্য চিনি এবং নুন দিয়ে মশলা কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছাড়তে শুরু করলে আঁচ কিছুটা কমিয়ে ফেটানো দই দিয়ে দ্রুত নাড়তে থাকুন, যাতে দই কেটে না যায়। এরপর কাজুবাদাম, পোস্ত এবং চারমগজের মিহি পেস্ট দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিন। প্রয়োজনমতো জল দিয়ে ঝোল তৈরি করুন। ঝোল ফুটে উঠলে সাবধানে পুরভরা আলুগুলি কড়াইয়ে বসিয়ে দিন। ঢেকে মাঝারি আঁচে কয়েক মিনিট রান্না করুন। এতে ঝোলের মশলা আলুর খোলের ভিতরেও কিছুটা ঢুকে যাবে এবং পুরের সঙ্গে মিশে তৈরি হবে দারুণ স্বাদ। সবশেষে সামান্য গরম মশলা এবং এক চামচ ঘি ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে দিন। কয়েক মিনিট ঢেকে রাখার পর গরম গরম পরিবেশন করুন। গরম লুচি, পরোটা কিংবা রুটির সঙ্গে পরিবেশন করলে ছোলার ডালের এই স্টাফড আলুর দম হয়ে উঠবে ছুটির দিনের জমজমাট নিরামিষ পদ। সাধারণ আলুর দমের তুলনায় একটু বেশি সময় লাগলেও এর পুরের স্বাদ ও মশলার গন্ধ খাবার টেবিলে আলাদা আকর্ষণ তৈরি করবে।

মুম্বইয়ের আইটিআই-তে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যু, চ্যাটজিবি ব্যবহারের অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ক্যাম্পাসে

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ মুম্বইয়ের আইটিআই -তে দ্বিতীয় বর্ষের এক পড়ুয়ার মৃত্যুকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। প্রতিষ্ঠানের ' সায়েন্স

অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং' বিভাগের ছাত্র সাহিল ওয়াকোড়ের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে সন্দেহ করছে। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে তদন্ত চলছে। ঘটনার সূত্রপাত একটি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে। প্রতিষ্ঠানের তরফে জানানো হয়েছে, পরীক্ষা চলাকালীন সাহিলের কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেন পরীক্ষক। অভিযোগ, উত্তর খুঁজতে তিনি প্রশ্নপত্রের ছবি তুলে চ্যাটজিবি-তে আপলোড করেছিলেন। বিষয়টি নজরে আসার পর পরীক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রধান তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। মুম্বইয়ের আইটিআহ-এর বক্তব্য অনুযায়ী, এই ঘটনায় ওই পড়ুয়ার বিরুদ্ধে কোনও তাৎক্ষণিক শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাঁকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে, পরীক্ষার এই ঘটনা তাঁর ভবিষ্যৎ কেরিয়ারে প্রভাব ফেলবে না। কথাবার্তার পর তিনি নিজের হস্টেলে ফিরে যান। পরে সন্ধ্যার দিকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করে। পড়ুয়ার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরেই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ শুরু করেন একাংশের ছাত্রছাত্রী। তাঁদের অভিযোগ, ঘটনার সম্পূর্ণ তথ্য সামনে আনা হচ্ছে না এবং প্রতিষ্ঠানের তরফে যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা অসম্পূর্ণ। বিক্ষোভকারীদের একাংশের দাবি, সাহিলকে পরীক্ষার ঘটনায় এক বছরের জন্য সাসপেন্ড করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। যদিও এই দাবির স্বাধীনভাবে নিশ্চিত হওয়া যায়নি এবং প্রতিষ্ঠানের প্রকাশ্য বক্তব্যে এমন কোনও শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। পড়ুয়াদের আরও দাবি, গত এক বছরে ক্যাম্পাসে একাধিক আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ঘটনার পর ক্যাম্পাসে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিক দত্তাত্রেয় নালাওয়াড়ে জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পড়ুয়ার মৃত্যুর পর কয়েকজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং সমস্যার সমাধানে পৌঁছতে কর্তৃপক্ষ তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করছে। সাহিলের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ এখনও তদন্তসাপেক্ষ। পরীক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাবিধি এবং ছাত্রছাত্রীদের মানসিক চাপ-এই তিনটি বিষয়ই এখন ঘটনার পরবর্তী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

মৃত যুবরাজের ফোন থেকেই আসছিল মেসেজ! দিল্লির ঘটনায় চাঞ্চল্য

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিখোঁজ হওয়ার পরও পরিবারের সদস্যদের ফোনে নিয়মিত মেসেজ আসছিল তাঁর মোবাইল থেকে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের সন্দেহ হয়নি। কিন্তু তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, সেই সময়ের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল ৩১ বছরের যুবরাজ সিং মনচন্দের। পরিবারের নজর এড়িয়ে দেহ সরিয়ে ফেলার জন্যই অভিযুক্তরা তাঁর ফোন ব্যবহার করে মেসেজ পাঠাচ্ছিল বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। দিল্লির এই হত্যাকাণ্ড ঘিরে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৬ সেপ্টেম্বর বোনের সঙ্গে কেনাকাটা করতে বেরিয়েছিলেন যুবরাজ। পরে তিনি তাঁর এক প্রাক্তন সহকর্মীর সঙ্গে দেখা করতে যান। এরপর আর বাড়ি ফেরেননি। রাত পেরিয়ে গেলেও যুবরাজের কোনও খোঁজ না পাওয়ায় পরদিন থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করে পরিবার। এর মধ্যেই ঘটে যায় আরও অস্বাভাবিক ঘটনা। যুবরাজের মোবাইল ফোন থেকেই পরিবারের সদস্যদের কাছে মেসেজ আসতে শুরু করে। ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সেই মেসেজ এসেছে বলে জানা গিয়েছে। এরপর হঠাৎ মেসেজ আসা বন্ধ হয়ে যায়।

তদন্তকারীদের অনুমান, ওই সময় যুবরাজের দেহ একটি গাড়ির ভিতরে রাখা হয়েছিল। পরিবার যাতে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি নিয়ে অতিরিক্ত সন্দেহ না করে, সেজন্যই অভিযুক্তরা তাঁর ফোন থেকে মেসেজ পাঠাচ্ছিল বলে পুলিশের ধারণা। পরে সুযোগ বুঝে দেহটি একটি নর্দমায় ফেলে দেওয়া হয়। ১০ সেপ্টেম্বর সেখান থেকেই যুবরাজের দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ যুবরাজের সঙ্গে শেষবার কারা যোগাযোগ করেছিলেন, সেই তথ্য খতিয়ে দেখতে শুরু করে। তাঁর সঙ্গে শেষ ফোনালাপ হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে অভিযুক্তদের নাম উঠে আসে। এরপর মোবাইল ফোনের তথ্য, সিসিটিভি ফুটেজ-সহ একাধিক সূত্র পরীক্ষা করে তদন্তকারীরা দুই সন্দেহভাজনের কাছে পৌঁছন। পুলিশের দাবি, তদন্তের পর দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদের উত্তরাখণ্ডের একটি গেস্ট হাউস থেকে আটক করা হয়। খুনের নেপথ্যে কী কারণ ছিল, তা এখনও পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, রয়াল এস্টেটের কর্মী যুবরাজের সঙ্গে তাঁর পুরনো কর্মস্থলের এক ব্যক্তি বসের কোনও আর্থিক বা লেনদেন-সংক্রান্ত বিরোধ তৈরি হয়েছিল। সেই বিরোধ থেকেই খুনের পরিকল্পনা করা হয়ে থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ। পুলিশের আরও দাবি, এই পরিকল্পনায় বসের সঙ্গিনীও জড়িত থাকতে পারেন। তবে হত্যার সঠিক উদ্দেশ্য এবং ঘটনার পুরো ক্রম এখনও তদন্তাধীন। যুবরাজের ময়নাত

স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানের অধীনে পূর্ব রেল নির্দিষ্ট ইউনিট এবং গুরুত্বপূর্ণ আবর্জনার স্তূপগুলির রূপান্তরকে ত্বরান্বিত করছে

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ 'স্বচ্ছতা হি সেবা ২০২৬' অভিযানের অংশ হিসাবে, পূর্ব রেল আজ হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল এবং মালদা- এই চারটি বিভাগ এবং কাঁচরাপাড়া, লিলুয়া ও জামালপুরে অবস্থিত তিনটি প্রধান কারখানার নির্দিষ্ট ইউনিট এবং গুরুত্বপূর্ণ আবর্জনার স্তূপগুলিকে পরিষ্কার করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট ও সময়বদ্ধ পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু করেছে।পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতি গীতিকা পান্ডের নেতৃত্বে, এই অভিযানটি সেইসব এলাকার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে যেখানে টেকসই স্যানিটেশন ব্যবস্থা প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে স্টেশন সংলগ্ন রাস্তা, রেল ইয়ার্ড, রেল কলোনির সীমানা, ট্র্যাকের পাশের এলাকা এবং অন্যান্য রেল চত্বর। জমে থাকা বর্জ্য অপসারণ করা হয়েছে, ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো পরিষ্কার ও উন্নত করা হয়েছে এবং বর্জ্যের পুনঃবর্জন রোধ করে পরিচ্ছন্নতা অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।' অংশগ্রহণ করুন পরিচ্ছন্ন ভারত, উন্নত ভারত'-এই মূলভাবের অধীনে আযয়োজিত এই প্রচারাভিযানটি নিবিড় পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমের পাশাপাশি গণ অংশগ্রহণ এবং আচরণগত পরিবর্তনের ওপর জোর দেয়।শিয়ালদহ বিভাগে, রেলসীমার মধ্যে চিহ্নিত পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ইউনিট এবং ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনা জমার স্থানগুলোতে, যেমন-স্টেশনের প্রবেশপথ, রেল ইয়ার্ড, রেল কলোনির সীমানা এবং ট্র্যাকের পাশের এলাকাগুলোতে নিবিড় পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়েছে। স্থানীয় সম্প্রদায় এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোও এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিষ্কার রাখার ক্ষেত্রে যৌথ দায়িত্বের গুরুত্ব তুলে ধরে। হাওড়া বিভাগে, রেল চত্বরের মধ্যে চিহ্নিত পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য ইউনিট এবং ঝুঁকিপূর্ণ আবর্জনা জমার স্থানগুলোকে পরিষ্কার ও রূপান্তরিত করার জন্য একটি বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়েছে। স্টেশনের প্রবেশপথ, রেল ইয়ার্ড, কলোনির সীমানা এবং ট্র্যাকের পাশের এলাকাগুলো পদ্ধতিগতভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে। জমে থাকা বর্জ্য অপসারণ এবং পার্শ্ববর্তী পরিবেশের উন্নতির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

অখিলেশের 'চার আনা' মন্তব্যই ঘুরিয়ে দেবে উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন! কোন পথে জাঠ মন?

১৮ সেপ্টেম্বর ঃ অখিলেশের 'চার আনা' মন্তব্যে কি বদলাবে জাঠ সমীকরণ? ভোটের আগে 'নতুন হিসাব, উত্তরপ্রদেশের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাঠ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এবার আলোচনার কেঃেদ্র সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবের একটি মন্তব্য। রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি) নেতা জয়ন্ত চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর ' আনা' মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, এই মন্তব্য কি জাঠ ভোটের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে? নাকি নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক প্রচার শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে প্রচারের ময়দানেই?বিতর্কের সূত্রপাত প্রায় দে। মাস আগে। উত্তরপ্রদেশের আগামী নির্বাচনে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অখিলেশ যাদব জয়ন্ত চৌধুরীর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করেন। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ন্তের দল আরএলডি সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করে ভোটে ল।ছিল। সেই জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাঠ অধ্যুষিত অঞ্চল।এরপর রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে জয়ন্ত চৌধুরীর আরএলডি এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলায়। কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রিত্বও পান জয়ন্ত। একই সময়ে তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম চৌধুরী চরণ সিংকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়। জাঠ কৃষক রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে চৌধুরী চরণ সিংয়ের দীর্ঘদিনের প্রভাব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এখনও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।এই রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষিতেই জয়ন্তকে আক্রমণ করে অখিলেশ বলেন, আমরা চার আনা থেকে ওদের টাকা বানিয়েছি। তাও আমাদের ছে।অখিলেশের ' আনা' মন্তব্যে কি বদলাবে জাঠ সমীকরণ? ভোটের আগে ' নতুন হিসাবউত্তরপ্রদেশের পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই সামনে আসছে নতুন নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাঠ অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে এবার আলোচনার কেঃেদ্র সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদবের একটি মন্তব্য। রাষ্ট্রীয় লোকদল (আরএলডি) নেতা জয়ন্ত চৌধুরীকে নিয়ে তাঁর ' আনা' মন্তব্যকে ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। প্রশ্ন উঠছে, এই মন্তব্য কি জাঠ ভোটের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারে? নাকি নির্বাচনের আগে বিষয়টি নিয়ে তৈরি হওয়া রাজনৈতিক প্রচার শেষ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে প্রচারের ময়দানেই?বিতর্কের সূত্রপাত প্রায় দে। মাস আগে। উত্তরপ্রদেশের আগামী নির্বাচনে জোটের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অখিলেশ যাদব জয়ন্ত চৌধুরীর রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করেন। ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জয়ন্তের দল আরএলডি সমাজবাদী পার্টির সঙ্গে জোট করে ভোটে ল।ছিল। সেই জোটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছিল পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের জাঠ অধ্যুষিত অঞ্চল।এরপর রাজনৈতিক সমীকরণ বদলায়। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে জয়ন্ত চৌধুরীর আরএলডি এনডিএ-র সঙ্গে হাত মেলায়। কেঃেদ্রীয় সরকারে মন্ত্রিত্বও পান জয়ন্ত। একই সময়ে তাঁর পরিবারের রাজনৈতিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাম চৌধুরী চরণ সিংকে ভারতরত্ন দেওয়া হয়। জাঠ কৃষক রাজনীতির অন্যতম প্রধান মুখ হিসেবে চৌধুরী চরণ সিংয়ের দীর্ঘদিনের প্রভাব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে এখনও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়।এই রাজনৈতিক পালাবদলের প্রেক্ষিতেই জয়ন্তকে আক্রমণ করে অখিলেশ বলেন, আমরা চার আনা থেকে ওদের টাকা বানিয়েছি। তাও আমাদের ছে।ে চলে গেল। এই মন্তব্যকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক।সমাজবাদী পার্টির বক্তব্য, মন্তব্যটি মূলত জয়ন্ত চৌধুরীর রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনকে কেঃ দ্র করে করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীদের প্রচারে সেটিকে জাঠ সমাজ এবং চৌধুরী চরণ সিংয়ের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রতি অসম্মান হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। ফলে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বিষয়টি কতটা রাজনৈতিক প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে।২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের বেশ কিছু আসনে জাঠ ও মুসলিম ভোটের সমীকরণ বিজেপির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে আরএলডি এনডিএ-র সঙ্গে থাকলেও স্থানীয় প্রার্থী, আঞ্চলিক সমীকরণ এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটের ভিত্তিতে সমাজবাদী পার্টিও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে বেশ কিছু জায়গায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ধরে রাখতে পেরেছিল।এই পরিস্থিতিতে ' আনা' মন্তব্যকে কেঃন্দ্র করে নতুন করে জাঠ ভোটের সমীকরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, যদি এই মন্তব্য জাঠ সমাজের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, তাহলে তার প্রভাব পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের একাধিক আসনে প।তে পারে। বিশেষ করে মুজফফরনগর, বাঘপত, শামলি, মীরাট, মথুরা, আগ্রা, আলিগ। এবং বুলঃদশহরের মতো জেলাগুলিতে জাঠ ভোটের অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' পালন

নিজস্বংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর ২০২৬ পর্যন্ত 'স্বচ্ছতা হি সেবা-২০২৬' কর্মসূচি পালন করছে। এই কর্মসূচিতে সম্মিলিত অংশগ্রহণ, পরিচ্ছন্নতা, পরিবেশগত স্থায়িত্ব এবং যৌথ দায়িত্বের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। 'স্বচ্ছতা মেঁ সহভাগ স্বচ্ছ ভারত, বিকশিত ভারত' (পরিচ্ছন্নতায় অংশগ্রহণ স্বচ্ছ ভারত, উন্নত ভারত) প্রতিপাদ্য নিয়ে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে রেলকর্মী, যাত্রী, সাফাই মিত্র, শিক্ষার্থী, যুবসমাজ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষকে দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে জু।ে পরিচ্ছন্নতা উদ্যোগে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য উসাহিত করা হচ্ছে। 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখে চক্রধরপুর ডিভিশনের ঝারসুগুডার বিএনআর রেলওয়ে স্কুলের শিক্ষার্থীদের সাথে 'স্বচ্ছতা সে সংবাদ' (স্বচ্ছতা বিষয়ক আলোচনা) উদ্যোগের আওতায় মতবিনিময় করেন। আলোচনায় বর্জ্য পৃথকীকরণ, পরিবেশ সুরক্ষা এবং বৃক্ষরোপণের ওপর আলোকপাত করা হয়। এছাড়া, 'স্বচ্ছতা পাক্ষিক'-এর উদ্বোধনী দিনে আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের হাতে তিনি সনদপত্র তুলে দেন। গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরেও নানাবিধ কার্যক্রমের আয়োজন করা হচ্ছে।

বকখালি বিচে 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর' কর্মসূচি

নামখানা,১৯ সেপ্টেম্বর ঃ প্রত্যন্ত সুন্দরবনের নামখানা ব্লকের বকখালি বিচে পালিত হল 'স্বচ্ছ সাগর, সুরক্ষিত সাগর' কর্মসূচি। সমুদ্রসৈকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং পরিবেশ সুরক্ষার বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতেই এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বন পরিষেবার নোডাল অফিসার প্রহ্লাদ কুমার। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সুব্রত মল্লিক, যুগ্ম বিডিও মিতালী স্যান্ডেল, ব্লকের নোডাল অফিসার মলয় দাস, ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েতের প্রধান কাশিনাথ জানা এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী জয়দেব ঘোড়ই-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। কর্মসূচির মাধ্যমে বকখালি সমুদ্রসৈকত ও সংলগ্ন এলাকার পরিবেশ পরিষ্কার রাখার পাশাপাশি পর্যটক ও স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার বার্তা দেওয়া হয়। এদিন কোস্টগারের পক্ষ থেকেও বকখালি সমুদ্র বিচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

দিল্লির নেতাদের প্রচারে আনছে কংগ্রেস! স্ট্র্যাটেজি তৈরি মমতা

১- পাতার পর- দরকার পড়লে দিল্লি থেকে অভিষেক মনু সিংভির মতো নামী আইনজীবী পাঠানো হবে। যদিও শুভঙ্কর জানিয়েছেন, এখনই তার দরকার নেই। তমলুক আদালতে মিলন জামিন না পেলে হাই কোর্টে আবেদন করা হবে। তখন দিল্লির আইনজীবীদের দরকার পড়তে পারে। এআইসিসি প্রদেশ কংগ্রেসকে জানিয়েছে, প্রার্থী জেলে থাকলেও প্রচারে যেন খামতি না থাকে। দরকারে দিল্লি থেকে কোনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বা জাতীয় রাজনীতিতে পরিচিত কোনও মুখকে প্রচারে পাঠানো হবে। উদ্দেশ্য একটাই, যতটা সম্ভব ভোট বাড়িয়ে নেওয়া। এসবের মধ্যে আরও একটা প্রশ্ন প্রদেশ কংগ্রেসের সামনে রয়েছে। সেটা হল কালীঘাট তৃণমূল অর্থা মমতা তৃণমূল নিয়ে দলের অবস্থান কী? সূত্র বলছে, তৃণমূল প্রতীক ফেরানোর লড়াইয়ে কংগ্রেস সবরকমভাবে পাশে রয়েছে। অভিষেক মনু সিংভির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ভালো। তিনি তৃণমূলকে এ বিষয়ে আইনি সহায়তা দিতে পারেন। আবার দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখার কাজটিও তিনি করতে পারেন। তবে নির্বাচনী জোটের ক্ষেত্রে কংগ্রেস সাবধানী। দলের তরফে ঠিক করা হয়েছে, কংগ্রেসের তরফে কালীঘাটকে জোটের প্রস্তাব দেওয়া হবে না। কারণ নিচুতলার কর্মীরা এখনও তৃণমূলের 'কথা ভোলেননি। তবে তৃণমূল যদি আগ বাড়িতে জোট প্রস্তাব দেয়, সেটা ভেবে দেখা হবে।

কলকাতাকে ৪টি র‍্যাপিড রেল করিডরের প্রস্তাব

১- পাতার পর- পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর ও আসানসোলের যোগাযোগ আরও উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রস্তাবে এই অঞ্চলের মেট্রো যোগাযোগের সঙ্গেও RRTS ব্যবস্থার সংযোগের কথা রয়েছে।তৃতীয় করিডরটি হবে কলকাতা-ফলতা-ডায়মন্ড হারবার-হলদিয়া-নন্দীগ্রাম রুটে। প্রায় ১০২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই করিডরের মাধ্যমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকে কলকাতার সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ময়দান থেকে বজবজ পর্যন্ত প্রস্তাবিত মেট্রো সংযোগকেও এই পরিবহণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করার ভাবনা রয়েছে। চতুর্থ করিডরটি হবে কলকাতা-সাঁতরাগাছি-কোলাঘাট-খড়গপুর-মেদিনীপুর রুটে। প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এই পথে হাওড়া ও পশ্চিম মেদিনীপুরের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলির সঙ্গে কলকাতার দ্রুত যোগাযোগ গড়ে তোলার প্রস্তাব রয়েছে।শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, কলকাতার বাইরে দুর্গাপুর, আসানসোল, খড়গপুর, হলদিয়া, কৃষ্ণনগরের মতো শহরগুলি শিল্প, শিক্ষা, পর্যটন ও বাণিজ্যের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠলেও তাদের সঙ্গে কলকাতার দ্রুত আঞ্চলিক যোগাযোগ এখনও মূলত প্রচলিত রেল ও সড়ক ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। যানজট এবং যাত্রীচাপের কারণে এই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও দ্রুত ও দক্ষ করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে তাঁর দাবি।প্রস্তাবিত করিডরগুলির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জাতীয় সড়ক ও রেলপথের পাশ দিয়ে পরিকাঠামো তৈরির সম্ভাবনার কথাও বলা হয়েছে। এর ফলে নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন তুলনামূলকভাবে কম হতে পারে বলে প্রস্তাবের সঙ্গে যুক্তদের দাবি।এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য NCRTC-র আদলে কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষ সংস্থা তৈরির প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত সংস্থার নাম হতে পারে 'দ্য বেঙ্গল র‍্যাপিড ট্রানজিট কর্পোরেশন'। শমীকের আবেদন, কেন্দ্রীয় আবাসন ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রক প্রাথমিক রিপোর্টটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় সমীক্ষা ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নিক।তবে এই মুহূর্তে চারটি করিডরই প্রস্তাবের পর্যায়ে রয়েছে। কেঃেদ্রর তরফে প্রকল্প অনুমোদন বা নির্মাণের নির্দিষ্ট সময়সীমা ঘোষণা হয়নি। এখন দেখার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রক প্রস্তাবটি খতিয়ে দেখে বিস্তারিত সমীক্ষার অনুমতি দেয় কি না এবং শেষ পর্যন্ত বাংলায় 'নমো ভারত'-এর ধাঁচে RRTS নেটওয়ার্ক তৈরির পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হয়।

সুচিকিৎসা মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা

দুরন্ত বার্তা

নাম পরিবর্তন

আমি Maijul Mandal, S/O Nejamuddin Mondal, গ্রাম পোঃ কাঁটাগড়িয়া, থানাঃ নলহাটি, জেলাঃ বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Maijul Mandal. কিন্তু আমার মেয়ে Karesma Khatun এর স্কুল শংসাপত্রে আমার নাম Moijul Mondal লেখা রয়েছে। ২৭.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৪৪৪৯ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Maijul Mandal and Moijul Mondal এক ও অভিন্ন হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হলাম।

NAME CHANGE

I, BEBI DAS (old name) D/o-Rajesh Das residing at 247H/16, Maniktala Road, W.B, do hereby declare that I have changed my name from BEBI DAS to KIRON DAS(New Name) and henceforth I shall be known as KIRON DAS(New Name) vide an affidavit no. 19670 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 18/09/2026. BEBI DAS and KIRON DAS is same and one identical person.

AFFIDAVIT

I, Amjad Hosen , S/O. Nabaruddin Miya, Residing at Vill & P.O. Hoglabari, P.S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736165 .That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 1996 0871164, Wherein my and my father's name has been recorded as Amjad Miah , S/O. Nabaruddin Miah. That Said Amjad Hosen and Amjad Miah, is one and same identical person. That Said Nabaruddin Miya and Nabaruddin Miah , is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 28AC 683451, Date. 10/08/26. Before The Notary Public, Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, Prabin Kumar Paul (old name) S/o- Prangopal Pal residing at Indranagar, Dafahat, Suti, Dist- Murshidabad, Pin-742224 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from PRABIN KUMAR PAUL to PRABIN KUMAR PAL and henceforth I shall be known as PRABIN KUMAR PAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Berhampore, Murshidabad dated 19/09/2026. PRABIN KUMAR PAUL (old name) and PRABIN KUMAR PAL (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, GUDIA RANI RAY (old name) W/o-Jitendra Ray residing at 247/1/A, Acharya Jagadish Chandra Bose Road, Alipore, Kolkata-700027 W.B, do hereby declare that I have changed my name from GUDIA RANI RAY to RANI RAY(New Name) and henceforth I shall be known as RANI RAY(New Name) vide an affidavit no. 1179 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Calcutta dated 15/09/2026. GUDIA RANI RAY and RANI RAY is same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি আঁচল সাউ (পুরানো নাম) পিতা দেবানন্দ সাউ, স্বামী মহঃ ওয়ারিশ আলী, ঠিকানা- নর্থ গোয়াল পাড়া অ্যাঙ্গাস, চাঁপদানি (M), পোঃ- অ্যাঙ্গাস, থানা- ভদ্রেশ্বর, জেলা- হুগলী। ১৭.০৯.২০২৬ নোটারি পাবলিক চন্দননগর কোর্টে এফিডেভিট বলে হিন্দুধর্ম হইতে সানা আমন (নতুন নাম) নামে মুসলিম ধর্মে পরিচিত হইলাম। এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

NAME CHANGE

I, NAJIMA KHAN (old name), aged about 35 years, wife of Choton Bose, Presently residing at 12A/H/8/3, Kalitala Bose Lane, Beliaghata, Kolkata-700010, W.B have change my name and my religion from Muslim to Hindu and shall henceforth be known as SAMPA BOSE (new name) for all future purposes, as declared before the First Class Judicial Magistrate, at Sealdah Court, vide affidavit no. 19774, dated 19/09/2026, NAJIMA KHAN and SAMPA BOSE, both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, GULSHAN ALAM, son of Late Saikas Alam, by Nationality Indian, by faith Islam, residing at 37/5, Dr. Suresh Sarkar Road, P.O. + P.S. Entally, Kolkata-700014, W.B., have change my deceased father's name from Myfooz Alam, to Saikas Alam as declared before the 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, affidavit no. 82846, dated 18/09/2026, Saikas Alam and Myfooz Alam, both are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Kakali Bibi (old name) W/o- Matibur Rahaman Sekh residing at Vill-Ramna Natunpara, P.O. - S. Dharampur, P.S.-Hariharpara, Dist.-Murshidabad, Pin-742166 W.B, do hereby declare that I have changed my name from Kakali Bibi to Sahanaj Sultana(New Name) and henceforth I shall be known as Sahanaj Sultana(New Name) vide an affidavit no. 19433 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Sealdah dated 15/09/2026. Kakali Bibi and Sahanaj Sultana is same and one identical person.

NAME CHANGE

I, ALIREJA MULLICK alias ALI RAJAK MALLICK(Old Name) S/o Aynal Haque Mallick resident of Unsani Dakshin Para, P.O. Unsani, Dist.-Howrah, Pin-711302 WB, do hereby declare that I have changed my name from ALIREJA MULLICK alias ALI RAJAK MALLICK(Old Name) to ALIREJA MALLICK(New Name) and henceforth I shall be known as ALIREJA MALLICK(New Name) in all purpose, vide affidavit No 27697/26 sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st class at Howrah on 03.09.2026. ALI RAJAK MALLICK, ALIREJA MULLICK and ALIREJA MALLICK both are same and one identical persons.

কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন, প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করছেন মমতা তৃণমূলের রেজিনগরের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ 'দলের কর্মীদের স্বার্থ' এবং 'প্রশাসনিক চাপের' কাছে মাথা নত করে অবশেষে আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচন থেকে নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিলেন মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রেজিনগরের প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী। শনিবার সকালে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রেজিনগরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা এবছরের নির্বাচনে ওই কেন্দ্রের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী বলেন, মূলত কর্মীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করেই আমি প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আজ রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। বিকেল তিনটের মধ্যেই প্রশাসনিক ভবনে গিয়ে আমি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করে নেব। প্রসঙ্গত, গতকাল পর্যন্ত রবিউল আলম চৌধুরী সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছিলেন রেজিনগর উপনির্বাচনে লড়াই করার জন্য মানসিকভাবে তিনি প্রস্তুত, তবে দল এই বিষয়ে চূড়ান্ত কিছু সিদ্ধান্ত নেয়নি। তবে নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা তৃণমূলের প্রার্থী সঞ্চিতা দে প্রধান নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের পর থেকেই জোর জল্পনা ছিল রবিউল আলম চৌধুরীও উপনির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াবেন। শনিবার সকালে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রবিউল আলম চৌধুরী জানান, গতকাল রাতেও দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আমার এই বিষয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছে। দল আমার সঙ্গে রয়েছে। দিদি বলেছেন যেটা ভালো হয় সেটাই করার জন্য। রেজিনগর উপনির্বাচনের জন্য বামেদের শিবির থেকে সিপিআইএম, আরএসপি ছাড়াও তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা শিবির এবং ঋতব্রত শিবির থেকেও প্রার্থী দেওয়া হয়েছিল। ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী, মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ সফিউজ্জামান শেখ, অন্যদিকে মমতা শিবিরের প্রার্থী ছিলেন রবিউল আলম চৌধুরী। সংবাদ মাধ্যমকে নিজের প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে রবিউল আলম চৌধুরী বলেন, দলের প্রতীক নির্বাচন কমিশন 'ফ্রিজ' করে দিয়েছে। অন্যদিকে কর্মীদেরকেও পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে ক্রমাগত হয়রানি করা হচ্ছে। দলের কর্মীদেরকেই যদি উপনির্বাচনে আমার পাশে না পাই তাহলে কাদেরকে নিয়ে আমি ভোট করব? রবিউল আলম চৌধুরীর অভিযোগ করেন, প্রশাসনের তরফ থেকে কর্মীদেরকে যথেচ্ছভাবে 'অত্যাচার' এবং 'হেনস্থা' করা হচ্ছে। যদিও তিনি স্বীকার করে নেন প্রশাসনের তরফ থেকে প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করার জন্য তার ওপর কোনও চাপ দেওয়া হয়নি। রবিউল আলম চৌধুরী জানান, নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণার পর আমি একাধিকবার দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। কিন্তু আমার দলের প্রতীক 'ফ্রিজ' হয়ে যাওয়ার পর কর্মীদের বক্তব্য দলের প্রতীক না থাকার কারণে তাঁরা এলাকায় প্রচার করতে সমস্যায় পড়ছেন। দলের নতুন নাম এবং নতুন প্রতীক অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত লোককে চেনানো খুব কঠিন। এর পাশাপাশি কর্মীদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে প্রচন্ড চাপ দেওয়া হচ্ছে। কার হয়ে, কোথায় ভোট করতে হবে তাও কর্মীদেরকে প্রশাসনের তরফ থেকে বলে দেওয়া হচ্ছে বলে রবিউল আলম চৌধুরী দাবি করেন। তিনি বলেন, প্রশাসনের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কর্মীদের মনোবল একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। প্রশাসনের চাপ উপেক্ষা করে প্রচার করতে গেলে দলীয় কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া হচ্ছে, গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। এই সময় যদি কর্মীদের পাশে থাকতে না পারি তাহলে কাদের নিয়ে আমি দল করব? তিনি আরও বলেন, আমার দলের কর্মীরা সব এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। তার ফলে বুথে বসার এজেন্ট পর্যন্ত আমি পাব না। সেই কারণে আমি আসন্ন উপনির্বাচন থেকে নাম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

বর্ধমানের চিকিৎসকের 'এমডি' যোগ্যতা ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ে প্রশ্ন, তদন্তের দাবি

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রাজ্যে ভুয়ো চিকিৎসক নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই বর্ধমানের এক চিকিৎসকের 'এমডি' যোগ্যতা এবং চিকিসক হিসেবে ব্যবহৃত দু'টি রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিয়ে প্রশ্ন তুলে তদন্ত ও আইনানুগ ব্যবস্থার দাবি উঠল। বর্ধমান শহরের বাসিন্দা শিবপ্রসাদ দে অভিযোগ করেছেন, ডা. অনল দেব বসু দীর্ঘদিন ধরে নামের সঙ্গে 'এমডি' ব্যবহার করে চিকিৎসা করছেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, 'এমডি' ব্যবহারের বৈধতা এবং তার নামে থাকা দু'টি রেজিস্ট্রেশন নম্বর খতিয়ে দেখার দাবি জানিয়েছেন তিনি। শনিবার সাংবাদিক বৈঠকে শিবপ্রসাদ জানান, ডা. বসুর ক্ষেত্রে ২২৯০২-এমসিআই এবং ৭৭২৬৪-ডব্লিউবিএমসি-এই দু'টি রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উল্লেখ রয়েছে। ওই নম্বরগুলির বৈধতা ও বর্তমান অবস্থাও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যাচাই করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। শিবপ্রসাদের অভিযোগ, ২০১৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর বাবা বর্ধমানের খোসবাগানের ডিপ্লোম্যাট নার্সিংহোমে ডা. বসুর অধীনে ভর্তি হন। ২০১৬ সালের ৮ জানুয়ারি চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর দাবি, পরবর্তী সময়ে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে ২০১৭ সালের ১২ জুন তৎকালীন সিএমওএইচ চিকিৎসক ও নার্সিংহোমের বিরুদ্ধে একটি রিপোর্ট দিয়েছিলেন। শিবপ্রসাদের আরও দাবি, ২০২৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কাউন্সিল ডা. বসুকে ছ'মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিল। বর্তমানে তিনি ফের চিকিৎসা করছেন বলেও অভিযোগ করেছেন তিনি। গত ৬ অগস্ট মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী, জেলাশাসক এবং সিএমওএইচকে ই-মেল করে অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি শিবপ্রসাদের। তাঁর আবেদন, ডা. বসুর 'এমডি' যোগ্যতা, উল্লিখিত দু'টি রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং হৃদ্রোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে তার পরিচয়ের বৈধতা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দিয়ে যাচাই করা হোক। অভিযোগের ভিত্তিতে সরকারি বা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা নিয়ন্ত্রক সংস্থার পক্ষ থেকে কোনও তদন্ত বা সিদ্ধান্ত হয়েছে কি না, তা যদিও এখনো স্পষ্ট নয়।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্যামলী মালাকার, স্বামী- সুবোধ মালাকার, ২০১৬ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২৫৪২নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ২৭৪/২০১৪ এবং ৫২০/২০১৪নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (পঙ্কজ কুমার দাশ) দলিল দ্বারা মৌজা- জ্যোৎগিরি (৪৫), হাল-৮২০, ৮২১, ৮২৩নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ১৮১নং দাগে মোট ১.৬৫ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী, অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সুমন পরামানিক, পিতা- অসিত পরামানিক, ২০২৫ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ১৩৯০নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ০২০৩/২৪নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (রাজু ঘোষ) দলিল দ্বারা মৌজা- জ্যোৎগিরি (৪৫), হাল-৪৮০নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ৪১৪নং দাগে ৪.১২ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী
অ্যাডভোকেট

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল রাজু ঘোষ, পিতা- শঙ্কর ঘোষ, ২০২৪ সালে A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ২১৯৭নং দলিল দ্বারা চেনমারফৎ ৩৭০৯/২৩নং (A.D.S.R. ডোমজুড় হাওড়া) আমমোক্তার (কার্ত্তিক পরামানিক) দলিল দ্বারা মৌজা- জ্যোৎগিরি (৪৫), হাল-৪৮০নং, খতিয়ানে, সাবেক ও হাল- ৪১৪নং দাগে ৪.৬৬ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিয়া নাম পরিবর্তনের আবেদন করেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে ডোমজুড় B.L.&L.R.O., অফিসে যোগাযোগ করুন।

সুমিত কুমার চক্রবর্ত্তী
অ্যাডভোকেট

প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ জলপাইগুড়ি জেলায় এদিন অনুষ্ঠিত হল Rural Development Outcome Review Meeting। মন্ত্রী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং কৃষি বিপণন বিভাগ, দিলীপ ঘোষ -এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে জেলার গ্রামীণ উন্নয়নমূলক বিভিন্ন প্রকল্প, পরিষেবা

প্রদান এবং ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ , শান্তনু প্রামাণিক, সচিব, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ,ড. পি. উলগানাথন, আই এ এস, কমিশনার, কে. রাধিকা আইযার, আই এ এস, সিনিয়র স্পেশাল সেক্রেটারি, প্রসেনজিত হাঁস, আই এ এস, কমিশনার, Viksit Bharat G RAM G, সিয়াদ এন., আই এ এস -সহ বিভাগের অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক, জলপাইগুড়ি, অদিতি চৌধুরী, আই এ এস, অতিরিক্ত জেলাশাসক (ভূমি ও ভূমি সংস্কার), জলপাইগুড়ি, ড. হরিশ রশীদ, আই এ এস, অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারন), সোনম ডোমা ভুটিয়া, ডব্লু.বি.সি.এস (এক্সি), অতিরিক্ত জেলাশাসক (জেলা পরিষদ), সুষময় বিশ্বাস, ডব্লু.বি.সি.এস (এক্সি), অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন), হিমাদ্রি সরকার, ডব্লু.বি.সি.এস (এক্সি), মহকুমাশাসক, জলপাইগুড়ি, সদর, জনাব মইন আহমেদ, আই এ এস, মহকুমা শাসক, মাল , উৎকর্ষ খান্ডেল, আই এ এস, মহকুমাশাসক, ধূপগুড়ি , শ্রদ্ধা সুব্বা, ডব্লু.বি.সি.এস (এক্সি) -সহ জেলার অন্যান্য পদস্থ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বৈঠকে স্বচ্ছ, জনমুখী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রামীণ উন্নয়নের লক্ষ্যে চলমান কর্মসূচির অগ্রগতি, বিভিন্ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং আগামী দিনের কর্মপন্থা নিয়ে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়।

টলারের ধাক্কায় গুঁড়িয়ে গেল তিন দোকান, যানজট

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভোররাতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে থাকা তিনটি দোকানে ধাক্কা মারল একটি টেলার। ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার আন্দুল রোডের মৌড়ীগ্রাম পাকুরতলা এলাকায়। দুর্ঘটনার জেরে তিনটি দোকানই ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে ঘটনাটি ভোররাতে ঘটায় সেই সময় দোকানগুলিতে কেউ না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। শনিবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এ দিন ভোরে আন্দুল রোড ধরে যাওয়ার সময় আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারায় টেলারটি। এরপর সেটি রাস্তার পাশে থাকা পরপর তিনটি দোকানে সজোরে ধাক্কা মারে। বিকট শব্দে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দুর্ঘটনার অভিঘাতে দোকানগুলির কাঠামো ও অন্যান্য সামগ্রীর যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গেছে। দুর্ঘটনার পর রাস্তার উপর টেলারটি আটকে থাকায় আন্দুল রোডে যান চলাচল ব্যাহত হয়। সকাল থেকেই ওই এলাকায় যানজটের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পরে সকাল ১০টা নাগাদ দুর্ঘটনাগ্রস্ত টেলারটিকে রাস্তা থেকে সরিয়ে উদ্ধার করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল। পুলিশ সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পর থেকেই টেলারের চালক পলাতক। তাঁর সন্ধানে তল্লাশি শুরু হয়েছে। কীভাবে টেলারটি নিয়ন্ত্রণ হারাল, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

রেল বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও-র পৌরোহিত্যে সমস্ত আঞ্চলিক রেলের নিরাপত্তা ও পরিকাঠামো বিষয়ক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভা

কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ রেল মন্ত্রকের অধীনস্থ রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) সতীশ কুমার ভারতীয় রেলের সামগ্রিক নিরাপত্তা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পরিচালন সংক্রান্ত বিষয় খতিয়ে দেখতে এদিন একটি উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা সভার পৌরোহিত্য করেন। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত এই বৈঠকে সমস্ত আঞ্চলিক রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার, প্রিন্সিপাল হেডস অফ ডিপার্টমেন্টস এবং ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজাররা অংশ নেন। রেলওয়ে বোর্ডের সদস্য ও বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে নতুন দিল্লির রেলওয়ে বোর্ড সদর দপ্তর থেকে বৈঠকে যোগ দেন চেয়ারম্যান ও সিইও। অন্যদিকে কলকাতার ফেয়ারলি প্লেসে অবস্থিত পূর্ব রেলের সদর দপ্তর থেকে এই বৈঠকে অংশ নেন পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পান্ডে, সঙ্গে ছিলেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার ও প্রিন্সিপাল হেডস অফ ডিপার্টমেন্টস। এছাড়া বিভিন্ন ডিভিশনের ডিআরএম এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন আধিকারিকরাও ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই পর্যালোচনায় যুক্ত হন। বৈঠকে শ্রীমতি গীতিকা পান্ডে পূর্ব রেলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সার্বিক পরিস্থিতি এবং নিরাপত্তা-সংক্রান্ত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজের অগ্রগতি তুলে ধরেন। তিনি নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার সুদৃঢ়করণ, সিসিটিভি নজরদারির বিস্তার, পর্যায়ক্রমে লেভেল ক্রসিং গেট বাতিল ও ইন্টারলকিং করা এবং মেকানিক্যাল লিভার ফ্রেম ও প্যানেল ইন্টারলকিং ব্যবস্থার আধুনিকায়ন বা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে সিগন্যালিং ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের মতো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করেন। পাশাপাশি ভারতীয় রেলের সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রযুক্তিতে তৈরি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন (এটিপি) সিস্টেম 'কবচ'-এর অগ্রগতির বিষয়টিও পর্যালোচনা করা হয়, বিশেষ করে উচ্চ ঘনত্বসম্পন্ন দিল্লি-হাওড়া রুটে এর বাস্তবায়নের উপর জোর দেওয়া হয়। বৈঠকে পূর্ব রেলওয়েতে চলমান গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং যাত্রী-স্বাচ্ছন্দ্যমূলক কাজেরও পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণ, রোড ওভার ব্রিজ ও রোড আন্ডার ব্রিজের অগ্রগতি, এবং চিহ্নিত সাবওয়ে ও লিমিটেড হাইট সাবওয়েগুলিতে জল জমা সমস্যা নিরসনে গৃহীত ইঞ্জিনিয়ারিং পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সতীশ কুমার বিভিন্ন নিরাপত্তা ও পরিকাঠামোমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করেন এবং এসব গুরুত্বপূর্ণ

কাজের নিয়মতান্ত্রিক রূপায়ণ ও ধারাবাহিক নজরদারির ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের উদ্যোগের প্রশংসা করেন। তিনি রেল পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে নিরাপত্তার ওপর নিরবচ্ছিন্ন গুরুত্ব প্রদান, প্রকল্পগুলির সময়মতো বাস্তবায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক (সিপিআরও) শ্রী শিবরাম মাঝি জানান, রেল পরিচালনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নিরাপত্তাই আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। আরও নিরাপদ, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করতে পূর্ব রেলওয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করে চলেছে, 'কবচ' ও আধুনিক সিগন্যালিংয়ের মতো প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তি ত্বরান্বিত করছে এবং পরিকাঠামো উন্নয়নে অবিচলভাবে কাজ করছে। রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সিইও-র এই পর্যালোচনা এবং দিকনির্দেশনা নিরাপদ রেল পরিষেবা, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং উন্নত যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে পূর্ব রেলের উদ্যোগকে আরও গতিশীল করবে। যাত্রীদের ক্রমবর্ধমান প্রত্যাশা পূরণের উদ্দেশ্যে পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের পাশাপাশি একটি নিরাপদ, দক্ষ, সময়নিষ্ঠ এবং যাত্রী-বান্ধব রেল পরিষেবা প্রদানে পূর্ব রেলওয়ে সর্বদা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

আগ্নেয়াস্ত্র -জাল নোট সহ মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার হুমায়ুনের দলের রাজ্য সম্পাদক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ আসন্ন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের আগে এবার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলেন হুমায়ুন কবীরের দল আম জনতা উন্নয়ন পার্টির রাজ্য সম্পাদক তথা ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনে বহরমপুর কেন্দ্রে হুমায়ুনের দলের প্রার্থী আশিক ইকবাল। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিহরপাড়া থানার পুলিশ ভাকুড়ি-আমতলা রাজ্য সড়কের ওপর নাকা তল্লাশি চালানোর সময় একটি স্করপিও গাড়ি আটক করে তল্লাশি চালানোর সময় একটি ব্যাগের মধ্যে দু'টি .৩০৩ বোরের পিস্তল, ৪ রাউন্ড গুলি, ৫০০ টাকার ১০৮ টি ভারতীয় জাল নোট উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ওই গাড়ির দুই আরোহী বাবলু শেখ এবং সুখবর মোল্লা ওরফে আশিক ইকবালকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে দাবি করা হয়েছে, ধৃতরা জানিয়েছে গাড়িতে তাদের সঙ্গে মাইনুল শেখ এবং হাবিবুর রহমান ওরফে বাচ্চু নাম আরও দুই ব্যক্তি ছিলেন। যদিও রাস্তায় পুলিশ গাড়ি দাঁড় করাতেই তারা এলাকা থেকে চম্পট দেন। ধৃতদের বিরুদ্ধে পুলিশ বিএনএস -এর ১৭৯১৮০ এবং ২৫(১)(এ), ২৯, ৩৫ অস্ত্র আইনের ধারায় মামলা রুজু করেছে। ধৃতদের ৭ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করে শনিবার তাদের বহরমপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, হরিহরপাড়া থানার অন্তর্গত রুকুনপুর অঞ্চলের কেবলরামপুর এলাকায় বাসিন্দা আশিক ইকবাল, হুমায়ুন কবীরের ঘনিষ্ঠ অনুগামী হিসেবে পরিচিত। রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে প্রচারের জন্য হুমায়ুন কবীরের দল তাঁকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিল। প্রসঙ্গত, বেলডাঙার থানার অন্তর্গত কাপাসডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের কাছ থেকে তোলাবাজি করার অভিযোগে গত রবিবার রাতে

গ্রেপ্তার হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীরের আম জনতা উন্নয়ন পার্টির বেলডাঙা-১ ব্লক সভাপতি মোনায়েম বিশ্বাস। দলের রাজ্য সম্পাদকের গ্রেপ্তারির খবর স্বীকার করে নিয়েছেন রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রার্থী তথা হুমায়ুন পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। তিনি বলেন, আমি শুনেছি গতকাল রাতে পুলিশ আমাদের দলের রাজ্য সম্পাদককে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কী কারনে এই গ্রেপ্তারি এখনও আমরা জানিনা। প্রসঙ্গত, রেজিনগর উপনির্বাচনের দামামা বাজতেই হুমায়ুন কবীর অভিযোগ করেছিলেন তাঁর দলের একাধিক কর্মীকে রেজিনগর, নওদা শক্তিপুর এবং হরিহরপাড়া থানার পুলিশ বিভিন্ন মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করছে। এর পাশাপাশি হুমায়ুনের অভিযোগ ছিল তাঁর দলের প্রচারে যাকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ভিডিও ফুটেজে তাঁদের শনাক্ত করে পুলিশ রাতের বেলায় তাঁর বাড়িতে চলে যাচ্ছে এবং ভয় দেখাচ্ছে। শনিবার প্রায় একই রকমের অভিযোগ করেছেন রেজিনগর উপনির্বাচনে মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। তিনি অভিযোগ করেছেন, প্রশাসনের চাপে কর্মীদের মনবল তলানিতে এসে ঠেকেছে। কর্মীদের সঙ্গে প্রশাসনের তরফ থেকে হয়রানি করা হচ্ছে। কর্মীদের বলে দেওয়া হচ্ছে কোন দলের হয়ে কাজ করতে হবে। প্রশাসনের হয়রানির ভয়ে কর্মীরা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছে। হুমায়ুন পুত্র আরও অভিযোগ করেছেন, পুলিশি সন্ত্রাসের প্রতিবাদের সম্প্রতি আমার বাবা শক্তিপুর থানার সামনে ধর্ণা অবস্থানে বসেছিলেন। সেই দিন রাত বারোটা নাগাদ আমার বাবাকে আকবর শেখ নামে প্রসাদপুরের এক বাসিন্দা চা খাইয়েছিলেন। এই 'অপরাধে' গতকাল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছিল। যদিও পরে ওই ব্যক্তি জামিন পেয়েছেন।' হুমায়ুন পুত্র অভিযোগ করেন, রেজিনগর বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় আমাদের দলের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের হয়রানি বিন্দুমাত্র বন্ধ হয়নি। সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমরা নির্বাচনের ময়দান ছেড়ে যাব না।

গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) রেলওয়ে স্টেশনে অনুপ্রবেশের সন্দেহে চারজনকে গ্রেফতার করেছে রেল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ধৃত চারজনই মায়ানমারের বাসিন্দা এবং দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাস করছিল। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর মেলে যে চারজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি সীমান্ত পেরিয়ে ট্রেনের মাধ্যমে পঞ্জাব যাওয়ার ছক কষছে। তথ্য পাওয়ার পরপরই রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) বিষয়টি রেল পুলিশকে অবহিত করে। এরপর রেল পুলিশ ও আরপিএফ যৌথভাবে শুক্রবার গভীর রাতে এনজেপি স্টেশনের ছয় নম্বর প্ল্যাটফর্মে ত্রিপুরা সুন্দরী এক্সপ্রেস এসে পৌঁছাতেই সাধারণ কামরায় তল্লাশি অভিযান শুরু করে। সেই সময়ই ওই চার সন্দেহভাজনকে আটক করা হয়। পরবর্তীতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাদের জিআরপির হাতে তুলে দেওয়া হয়। বর্তমানে জিআরপি পুরো ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে।

এসএণ্ডটি সরঞ্জাম ভবনের নির্মাণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ৫৭-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৬-২৭ তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) রঙ্গিয়া মণ্ডলে ১০০০০ থেকেও অধিক টিভিইউ সহিত ছটি এলসি গেটের ইন্টারলকিঙের সঙ্গে সম্পর্কিত এসএণ্ডটি সরঞ্জাম ভবনের নির্মাণ। (২) রঙ্গিয়া মণ্ডলের এনএন-১৪৭ এ ইএলবি সহিত এমএলবির প্রতিস্থাপনের সঙ্গে সম্পর্কিত এনএন-১৪৭ এ ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্টারলকড গেটের নির্মাণ। (ডাংটেল-নিউ বঙ্গাইগাঁও খণ্ড)। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৮৩,০১,৫৫৩.৪০/-টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৬৬,০০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২-১০-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০** ঘন্টায় ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

টোকাঃ টেণ্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেণ্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে পার্কিং ঠিকার জন্যে ই-নিলাম। **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। **ট্রিপস/দিনঃ** ১০৯৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পার্ক-৫৮

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-এপিডিজে-বিএক্সটি-এমএক্স-১৫-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড)	বামনহাট রেলওয়ে স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত অধিক বাহনের জন্য পার্কিং স্ট্যান্ডের পরিচালন।
এএ/২	পার্কিং-এপিডিজে-এমএলবিজেড-এমএক্স- ৩২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের মালবাজারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৩	পার্কিং-এপিডিজে-এনএমএক্স-এমএক্স-১৪-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন পরিসরের প্রবেশপথের ডানদিকে দুই-চাকা, তিন-চাকা এবং চার-চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৪	পার্কিং-এপিডিজে-কেএএমজি-এমএক্স-৩৯-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কামাখ্যাগুড়ি রেলওয়ে ষ্টেশনের দ্বিতীয় প্রবেশদ্বারে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত অধিক বাহনের জন্য মিক্সড পার্কিং ষ্ট্যাণ্ডের পরিচালন।
এএ/৫	পার্কিং-এপিডিজে-এনঅ'কিউ-এমএক্স-৭-২৬-১ (পার্কিং-মিক্সড)	নিউ আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের (ডিমার্কেশন) এলাকায় তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্য পার্কিং লট।
এএ/৬	পার্কিং-এপিডিজে-ডিবিবি-এমএক্স-২৩-২৫-৪ (পার্কিং-মিক্সড)	আলিপুরদুয়ার জংশন মণ্ডলের ধুবড়ি স্টেশনে মিক্সড পার্কিং।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-১০-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় **এবং বন্ধ হবেঃ** ১১.২০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার মণ্ডল
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনের অধীনে স্ট্যাটিক ক্যাটারিং ইউনিটের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** CATG-RNY-60, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট) ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের **১২.০০** ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখের **১৫.৪০** ঘণ্টা, **রেট ইউনিট ঃ** বার্ষিক লাইসেন্সিং মাসুল, **ট্রিপ/দিন ঃ** ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন -জিএমইউ-৫২৩-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনএমএম -জিএমইউ-৪৭৬-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর নিউ মিসামারী (এনএমএম) স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এমএনডিপি -জিএমইউ-৬০৭-২৬-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর মেন্দিপথার (এমএনডিপি) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ইউএলজি -জিএমইউ-৫৪২-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর উদালগুড়ি (ইউএলজি) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-তে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত জিএমইউর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচএমএল -জিএমইউ-২১৮-২২-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর হেলেম (এইচএমএল) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৬	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন -জিএমইউ-৫৩০-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৭	সিএটিজি-আরএনওয়াই-পিটিএলডি -জিএমইউ-৬১৫-২৬-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর পাতিলাদহ (পিটিএলডি) স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৮	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-জিএমইউ-৫৫৩-২৪-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর গোয়ালপাড়া টাউন (জিএলপিটি) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জিএমইউর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/৯	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৫-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/১০	সিএটিজি-আরএনওয়াই-টিআইএইচইউ-জিএমইউ-৪১৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর টিহু (টিআইএইচইউ) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এএ/১১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-জিএমইউ-৫২৪-২৩-১ (ক্যাটারিং-জেনারেল মাইনোর ইউনিট (জিএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে জেনারেল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/১	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-এসএমইউ-৫৩২-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৫-তে স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/২	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-এসএমইউ-৫২৮-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৩	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এসএমইউ-৪৮৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "বি" শ্রেণীর নিউ বঙাইগাঁও (এনবিকিউ) স্টেশনের পিএফ-১বি-তে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত স্পেশাল মাইনোর ইউনিটে এসটি (তফসিল উপজাতি) মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৪	সিএটিজি-আরএনওয়াই-আরপিএএন-এসএমইউ-৫২৯-২৩-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর রঙাপরা নর্থ (আরপিএএন) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৫	সিএটিজি-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এসএমইউ-৫৯৬-২৫-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ডি" শ্রেণীর গোয়ালপাড়া টাউন (জিএলপিটি) স্টেশনের পিএফ-২-তে অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) জন্য সংরক্ষিত স্পেশাল মাইনোর ইউনিটের ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৬	সিএটিজি-আরএনওয়াই-সিজিএস-এসএমইউ-১৪৮-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর চাংসারি (সিজিএস) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং.-১-তে এসএমইউ১-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৭	সিএটিজি-আরএনওয়াই-ডিডিএনআই-এসএমইউ-১৫৭-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর দুধনৈ (ডিডিএনআই) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ নং.-১-তে এসএমইউ-এর মাধ্যমে ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৮	সিএটিজি-আরএনওয়াই-এইচআরএসএন-এসএমইউ-৬১৪-২৬-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য "ই" শ্রেণীর হরিশিঙা (এইচআরএসএন) স্টেশনের চার্কুলেটিং এলাকায় স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (ওবিসি-দের জন্য সংরক্ষিত) ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।
এবি/৯	সিএটিজি-আরএনওয়াই-বিআইজেড-এসএমইউ-১২১-২২-১ (ক্যাটারিং-স্পেশাল মাইনোর ইউনিট (এসএমইউ))	"ই" শ্রেণীর বাইহাটা (বিআইজেড) রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-তে এসএমইউ১-এর মাধ্যমে ০৫ (পাঁচ) বছর সময়ের জন্য ক্যাটারিং পরিষেবার ব্যবস্থা।

এই প্রেস বিজ্ঞপ্তি ইতিমধ্যে ১৫-০৯-২০২৬ তারিখে ই-নিলাম পোর্টাল www.ireps.gov.in-এর মাধ্যমে আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের ই-নিলাম

রঙিয়া ডিভিশনে মাল্টি পারপাস স্টলের জন্য ই-নিলাম ক্যাটালগ। **নিলাম ক্যাটালগ নং: আরএনওয়াই-এমপিএস-১১। নিলাম শুরু (সমস্ত লট) ঃ** ৩০-০৯-২০২৬ তারিখ **১১:৩০** টায়; **রেট ইউনিট:** বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি; **দিন : ১৮২৬।**

ক্রম নং	লট নং/ক্যাটাগরি	বিবরণ
এএ/১	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন -এমপিএস-৩১-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'এ' ক্যাটাগরির বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/২	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি-এমপিএস-২৫-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'ডি' ক্যাটাগরির নলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ অনসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৩	এমপিএস-আরএনওয়াই-এসবিই -এমপিএস-২৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'ই' ক্যাটাগরির সরভোগ রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ অনসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৪	এমপিএস-আরএনওয়াই-ডিকেজিএন-এমপিএস-২২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'ই' ক্যাটাগরির ডেকারগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় ওবিসি -দের জন্য সংরক্ষিত মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৫	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনবিকিউ-এমপিএস-৭-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'বি' ক্যাটাগরির নিউ বঙাইগাঁও জং রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-৪ ও ৫-এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৬	এমপিএস-আরএনওয়াই-এনএলভি -এমপিএস-২৪-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'ডি' ক্যাটাগরির নলবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস)-এর ব্যবস্থা।
এএ/৭	এমপিএস-আরএনওয়াই-জিএলপিটি-এমপিএস-২৩-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'ডি' ক্যাটাগরির গোয়ালপাড়া টাউন রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ অনসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৮	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিএনজিএন -এমপিএস-৩২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'এ' ক্যাটাগরির বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-১-এ অনসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/৯	এমপিএস-আরএনওয়াই-বিপিআরডি-এমপিএস-২-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'এ' ক্যাটাগরির বরপেটা রোড রেলওয়ে স্টেশনের পিএফ-২-এ এসটি -দের জন্য সংরক্ষিত মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।
এএ/১০	এমপিএস-আরএনওয়াই-আরএনওয়াই-এমপিএস-১৮-২৩-১ (এমপিএস - মাল্টি পারপাস স্টল)	'এ' ক্যাটাগরির রঙিয়া জং রেলওয়ে স্টেশনের সার্কুলেটিং এলাকায় অনসংরক্ষিত ক্যাটাগরির মাল্টি পারপাস স্টল (এমপিএস) -এর ব্যবস্থা।

নিলাম বন্ধের তারিখ/সময়: ৩০-০৯-২০২৬ তারিখ **১৩:৩০** টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। পরবর্তী লটগুলির বন্ধের ব্যবধান ঃ ১০ মিনিট। সর্বোচ্চ অটো এক্সটেনশন ঃ ১০ বার। **দ্রষ্টব্য:** সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী/ বিডারদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিনিয়র ডিসিএম, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

দ্রাবিড়-শেহওয়াগ পুত্রের ব্যাটে অজি-বধ ভারতের জুনিয়রদের

রাজকোট, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বাপ কা বেটা, সিপাহি কা ঘোড়া, কুছ নহি তো থোড়া থোড়া। প্রবাদটির সঙ্গে কে না পরিচিত! শুক্রবার রাজকোটে যেন সেই প্রবাদকেই সত্যি করে দেখালেন দুই কিংবদন্তির পুত্র। অন্বয় দ্রাবিড় ও আর্যবীর শেহওয়াগ। বাবারা এক সময় দেশকে জিতিয়েছেন। এবার তাঁদের ছেলেদের পালা। বীরু-রাহুলের পুত্র দেশের জার্সি গায়ে মান রাখলেন। অস্ট্রেলিয়ার অনূর্ধ্ব-১৯ দলের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৭ রানে জয় পেল ভারত। বৃষ্টির কারণে ম্যাচটি হয় ২০ ওভারের। আর্যবীর বিশেষজ্ঞ ব্যাটার। অন্বয় উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। তাঁরা কেমন খেলেন, সেদিকে নজর ছিল। ছয় নম্বরে নেমে অন্বয় মাত্র ১৮ বলে করলেন ৩৮ রান। দু'টি চার এবং তিনটি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস। স্ট্রাইক রেট ২১১.১১। অন্যদিকে, বাবার মতোই ওপেন করতে নেমেছিলেন আর্যবীর। ২৬ বলে ২৮ রান করলেন। সঙ্গে পাঁচটি বাউন্ডারি। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে বুঝিয়ে দিলেন, শেহওয়াগ-রক্তের ঝাঁজ এখনও রয়েছে। তবে যশবর্ধন চৌহানের নামও বলতে হয়। ব্যাট হাতে ৩৪ বলে ৫৪ রান করার পাশাপাশি নিলেন দু-দু'টি উইকেট। পাঁচটি চার ও দু'টি ছক্কায় সাজানো তাঁর ইনিংস ভারতের রানকে লড়াইয়ের জায়গায় নিয়ে যায়। এক সময় ১২ ওভারে ৮৮৪ হয়ে গিয়েছিল ভারত। সেখান থেকে পঞ্চম উইকেটে অন্বয়কে সঙ্গে নিয়ে ৬৯ রানের জুটি গড়েন। সেই জুটির দৌলতেই ২০ ওভারে ১৮২৬-এ পৌঁছে যায় ভারত। রান তাড়া করতে নেমে অস্ট্রেলিয়াও কম যায়নি। তাদের তিন ব্যাটার ৪০ বা তার বেশি রান করেন। শেষ ১১ বলে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ছিল ২৪ রান। অধিনায়ক জ্যাক জোনেক পরপর তিনটি চার মেরে অজি দলকে জয়ের কাছাকাছি পৌঁছে দেন। ২৫ বলে পূর্ণ করেন হাফসেঞ্চুরিও। কিন্তু শেষ হাসি ভারতের। শেষ ওভারে অস্ট্রেলিয়ার দরকার ছিল ১১ রান। ডানহাতি পেসার মোহিত উলভা চাপের মুহূর্তে যে বোলিং করলেন, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। মাত্র ৩ রান দিয়ে ম্যাচ বার করে নেন। ১৭৫৭-এ থেমে যায় অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস। সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল ভারতের অনূর্ধ্ব-১৯ দল।

এশিয়াড বিতর্ক,যাতায়াতের সমস্যায় শুটাররা, সরব মনু ভাকেররা

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়ান গেমসের আয়োজন নিয়ে বিতর্ক বেড়েই চলেছে। একটুও কমছে না। সেই ক্ষোভ উগরে দিলেন ভারতের শুটিং দলের সিনিয়র কোচ। তিনি জানিয়েছেন, অব্যবস্থা প্রতিটি ছত্রে। বিশেষ করে শুটারদের প্রশিক্ষণের জন্য যে ব্যবস্থা করা হয়েছে, তা মেনে নেওয়া যাচ্ছে না। শুটারদের প্রশিক্ষণের জায়গা থেকে মূল শুটিং স্থলের দূরত্ব এতটাই বেশি যে যাতায়াতে সমস্যা হচ্ছে। ভারতের কোচ আরও জানিয়েছেন, তাঁরা একটা প্রত্যাশা নিয়ে জাপানে এসেছিলেন। কিন্তু তাঁদের ভাবনার সঙ্গে আয়োজনের কোনও মিল নেই। শুটিং রেঞ্জ থেকে ভারতীয় শুটারদের রাখা হয়েছে ৫০ কিমি দূরে অবস্থিত বিভিন্ন হোটেলে। এবারের এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাপানের আইচি-নাগোয়ায়। ভারতীয় শুটিং দল এবারের এশিয়াডে পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার। দলে মনু ভাকের, এষা সিং-সহ শীর্ষ শুটাররা অংশ নিচ্ছেন। কিন্তু প্রশিক্ষণের জন্য এতটাই সময় যাতায়াতে ব্যয় হচ্ছে যে, মেনে নেওয়া কঠিন। রাস্তাতেই বেশ খানিকটা সময় কেটে যাচ্ছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতীয় কোচ বলেছেন, এই যাতায়াতের সমস্যাটা সত্যিই বিরক্তিকর। ব. সমস্যা। কিন্তু আমাদের কিছু করার নেই। আমি শুটিং রেঞ্জের আশপাশে কোনও হোটেল দেখতে পাইনি। তিনি আরও বলেন, ঠিকমতো ব্যবস্থা থাকলে আমরা অনেক আগেই শুটিং রেঞ্জে পৌঁছে যেতে পারতাম। হোটেল না থাকায় আমাদের দূরে থাকার ব্যবস্থা করেছে। কিছু করার নেই। তিনি আরও জানিয়েছেন, পুরো বিষয়টি ন্যাশনাল রাইফেল আসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়াকে জানানো হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, আমার ধারণা এনআরএআই কর্তারা বিষয়টি আয়োজকদের জানিয়েছেন। আমি নিজে অবশ্য ফেডারেশনের সঙ্গে কথা বলিনি। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন, শুটিং রেঞ্জ থেকে হোটেলের দূরত্ব আগেও দেখেছেন। গত হাংঝৌ গেমসেও শুটিং রেঞ্জে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা লাগত। অবশ্য শুধু শুটিংই নয়, সমস্যার মুখে প।ছেন অন্য অ্যাথলিটরাও। যেমন ভারতের মহিলা কবাডি দল। বৃহস্পতিবার দুপুরের আগেই গেমস সেন্টারে পৌঁছান তাঁরা। কিন্তু তাঁদের জন্য ঘর বরাদ্দ করা হয় সন্ধ্যার দিকে।

এশিয়ান গেমসেও কি দেখা দিতে পারে মহসিন নকভিকে ঘিরে বিতর্ক?

১৯ সেপ্টেম্বর ঃ এশিয়া কাপের পর এবার এশিয়ান গেমসেও কি দেখা দিতে পারে মহসিন নকভিকে ঘিরে বিতর্ক? এশিয়া কাপে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান এবং এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভাপতি মহসিন নকভির হাত থেকে ট্রফি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। সেই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এশিয়ান গেমসে ভারতীয় পুরুষ বা মহিলা দল সোনা জিতলে নকভির হাত থেকে পদক গ্রহণ করবে কি না। এই মুহূর্তে অবশ্য বিষয়টি নিয়ে কোনও চূ।ন্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। বোর্ডের পক্ষ থেকে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, আপাতত যাবতীয় মনোযোগ ক্রিকেট এবং প্রতিযোগিতায় ভালো ফল করার দিকেই। পদকের মঞ্চে পৌঁছনোর পর পরিস্থিতি বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

ভারতীয় দলকে ঘিরে বিতর্ক

জুটছে না পোশাক, এশিয়াডে জার্সি ছাড়াই নামবেন শ্রেয়সরা?

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বরঃ চলতি এশিয়ান গেমস ঘিরে অব্যবস্থার অভিযোগ যেন ক্রমেই দীর্ঘ হচ্ছে।

একের পর এক সমস্যার মুখে পড়ছেন বিভিন্ন দেশের অ্যাথলিটরা। ভারতীয় অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি খুব একটা আলাদা নয়। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ভারতীয় ক্রিকেট দলের নাম। জানা গিয়েছে, এশিয়ান গেমসে নামার জন্য এখনও পর্যন্ত জার্সিই হাতে পাননি শ্রেয়স আইয়াররা। ফলে এশিয়াডে ভারতের প্রথম ম্যাচের আগে নির্ধারিত কিট ক্রিকেটারদের হাতে পৌঁছবে কি না, তা নিয়েই তৈরি হয়েছে প্রশ্ন।আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ক্ষেত্রে ভারতীয় দল মূলত বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিত্ব করে। তাই আইসিসি প্রতিযোগিতা কিংবা দ্বিপাক্ষিক সিরিজে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পোশাকে থাকে বিসিসিআই নির্ধারিত কিট। সেই জার্সিতে থাকে কিট প্রস্তুতকারক সংস্থার পরিচয় এবং বিভিন্ন বাণিজ্যিক স্পনসরের লোগোও।কিন্তু এশিয়ান গেমসের ক্ষেত্রে নিয়ম কিছুটা আলাদা। এখানে ক্রিকেটাররা শুধুমাত্র বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি নন, তাঁরা গোটা ভারতীয় কঃ টনজেঃটের অংশ। সেই কারণেই এশিয়াডে ভারতীয় ক্রিকেটারদের পোশাকও বিসিসিআইয়ের নিয়মিত জার্সির মতো নয়। ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন বা আইওএ-র অধীনে থাকা ' পরিচয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁদের জন্য আলাদা কিট তৈরি করা হয়।এই কিট তৈরির দায়িত্বে রয়েছে আইওএ-র কিট স্পনসর জেএসডব্লিউ। এশিয়াডে অংশ নেওয়া ভারতীয় ক্রীড়াবিদদের জন্য জার্সি তৈরির দায়িত্বও তাদেরই। কিন্তু সমস্যা তৈরি হয়েছে ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে। জানা গিয়েছে, এখনও অভিষেক শর্মা, তিলক বর্মাদের জন্য নির্ধারিত এশিয়াডের জার্সি তৈরি হয়ে তাঁদের হাতে পৌঁছয়নি।ভারতীয় ক্রিকেট দলের আন্তর্জাতিক সূচি অবশ্য অন্য পথে এগোচ্ছে। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর জাপানের বিরুদ্ধে বিসিসিআইয়ের নির্ধারিত জার্সি পরেই মাঠে নামার কথা তিলক বর্মাদের। তার পর ২৮ সেপ্টেম্বর এশিয়ান গেমসে অন্য জার্সিতে খেলতে নামবে ভারতীয় দল। অর্থাৎ দুই প্রতিযোগিতার জন্যই ক্রিকেটারদের পোশাক আলাদা।এশিয়াডের ম্যাচের আগে পরিস্থিতি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে কারণ রবিবার জাপানের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ভারতীয় দলের। কিন্তু তার মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগেও ক্রিকেটারদের হাতে এশিয়াডের জার্সি পৌঁছয়নি। ফলে সময়ের মধ্যে সেই জার্সি পৌঁছবে কি না, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তৈরি হয়েছে উদ্বেগ।যদিও আইওএ সূত্রে পরিস্থিতি নিয়ে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, ক্রিকেটারদের মাপ নিয়ে কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছিল। সেই কারণেই জার্সি তৈরিতে দেরি হয়েছে।

মুম্বই ছেড়ে কেকেআরে রোহিত! জল্পনার মুখে মুখ খুললেন 'হিটম্যান নিজেই'

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ হার্দিক পাণ্ডিয়ার সঙ্গে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সম্পর্ক কার্যত শেষ। তাঁর জায়গায় এবার কি মুম্বইয়ের অধিনায়ক হবেন

নাকি রোহিত শর্মা? এমন একটা জল্পনা কিন্তু রয়েছে। কিন্তু রোহিত কি দল ছাড়বেন! তিনি কি কেকেআর বা চেন্নাই সুপার কিংসে চলে যাবেন? এমনই জল্পনা উসকে দিলেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন ব্যাটিং কোচ তথা কেকেআরের হেড কোচ অভিষেক নায়ার। জবাবে মুখ খুললেন 'হিটম্যান' এই মুহূর্তের জন্ম হয়েছে রোহিতের রিয়ালিটি শোয়ের মঞ্চে। শনিবার থেকে শুরু হতে চলা সেই শোয়ের টিজারেই ধরা পড়ল রোহিত-অভিষেক কথোপকথনের ঝলক। সঞ্চালক রোহিতের পরনে ছিল হলুদ পোশাক। যা দেখে অভিষেক মজা করে বলেন, এই রং যেহেতু চেন্নাইয়ের, তাহলে কি ফ্র্যাঞ্চাইজি বদলাচ্ছেন রোহিত? জবাবে 'শর্মাজি কা বেটা' স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলেন, তোমার কি চোখে সমস্যা আছে নাকি? এটা সরষের মতো হলুদ। এরপর অভিষেক তুলে আনেন কেকেআর প্রসঙ্গ। বলেন, সোনালি ও হলুদ রঙের সঙ্গে যোগ রয়েছে কেকেআরের। তাহলে কি এবার কলকাতার ফ্র্যাঞ্চাইজিতেই যোগ দেবেন দেশের সর্বকালের অন্যতম সেরা সাদা বলের ক্রিকেটার? এর উত্তর রোহিত দেবেন কি, তার আগেই দর্শকরা চিৎকার করে স্লোগান দিতে শুরু করেন মুম্বইয়ের নামে। রোহিত এরপর মৃদু হেসে একমুহূর্তে জানিয়ে দেন, চিরকাল। অর্থাৎ মুম্বই ছেড়ে তিনি যে কোথাও যাওয়ার কথা ভাবতে পারেন না, সেটাই যেন মনে করিয়ে দিলেন। রোহিতের নেতৃত্বে ভারত টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছে। ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক হিসেবে পাঁচ-পাঁচবার আইপিএল জিতেছেন। এবার টিভি স্ক্রিনেও ক্যাপ্টেনের ভূমিকায়। আসন্ন শো-র প্রথম টিজারের ক্যাপশনে রোহিত লেখেন, 'স্টেজ তৈরি, ক্যামেরা তৈরি। আপনাদের সঙ্গে খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে।' আপাতত সেই শোয়ের অপেক্ষাতেই দর্শকরা। বাইশ গজের পাশাপাশি পর্দাতেও তিনি কেমন ছক্কা হাঁকান তা দেখতেই তৈরি সকলে।

মহামেডানের বিরুদ্ধে জয়, ৮ বছর পর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

মোহনবাগান- ৩ (সাহাল ২, সায়ন ১)
মহামেডান- ২ (লালরেমসাঙ্গা, মহিতোষ)

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ কলকাতা লিগে সাম্প্রতিক অতীতে এমন নাটক শেষ কবে হয়েছিল, তা খুব একটা মনে রাখতে পারছেন না কেউ। ট্রফি জয়ের সম্ভাবনা নিয়ে মাঠে নেমেছিল পাঁচ দল। তিন প্রধানের সঙ্গে যে দৌড়ে প্রবলভাবে ছিল ভবানীপুর এবং ইউনাইটেড স্পোর্টসও। তবে সকলের নজর ছিল বারাসত স্টেডিয়ামে মোহনবাগান-মহামেডান ম্যাচের দিকে। কারণ এই ম্যাচের উপর নির্ভর করছিল যাবতীয় হিসাব-নিকাশ। লাল কার্ড, পেনাল্টি, পালটা গোল - কী না ছিল এই ম্যাচে! তবে পিছিয়ে পড়ে শেষ হাসি হাসল ১০ জন হয়ে যাওয়া মোহনবাগান। মহামেডানকে ৩-২ গোলে হারিয়ে ৮ বছর পর কলকাতা লিগ চ্যাম্পিয়ন হল সবুজ-মেরুন।

শুরু থেকেই গোলের জন্য মরিয়া ছিলেন বাস্তব রায়ের ছেলেরা। একের পর এক আক্রমণ। সুযোগও এল বারবার। কিন্তু কিছুতেই যেন ধরা দিচ্ছিল না গোল। ৭ মিনিটেই গোলের সুযোগ এসেছিল সাহালের সামনে। তবে মহামেডানের গোলরক্ষক বিপদ সামলে দেন। দু'মিনিট পর ফের সুযোগ। কিয়ান নাসিরি বল নিয়ে আক্রমণাত্মক থার্ডে উঠে সুন্দর ক্রস বাড়ান। বল পেয়ে শট নেন সাহাল। কিন্তু তাতে জোর ছিল না। সুযোগ নষ্ট হয়। ১৬ মিনিটে আবারও সাহাল। বাঁ-দিক থেকে আসা ক্রসে শুধু পা ছোঁয়ালেই গোল হয়ে যেত। কিন্তু সেখানেও ব্যর্থতা! ১৯ মিনিটে প্রেসিং ফুটবল করে উপরে ওঠার চেষ্টা করে মহামেডান। ২৬ মিনিটে শেষ পর্যন্ত ডেডলক ভাঙে সবুজ-মেরুন। লালিয়ানজুয়ালা ছাংতের মাপা ক্রস। দুরন্ত হেডে গোল সাহালের। তবে প্রথমার্ধের শেষ দিকে ম্যাচের ছবি বদলে যায়। ৪২ মিনিটে পালটা

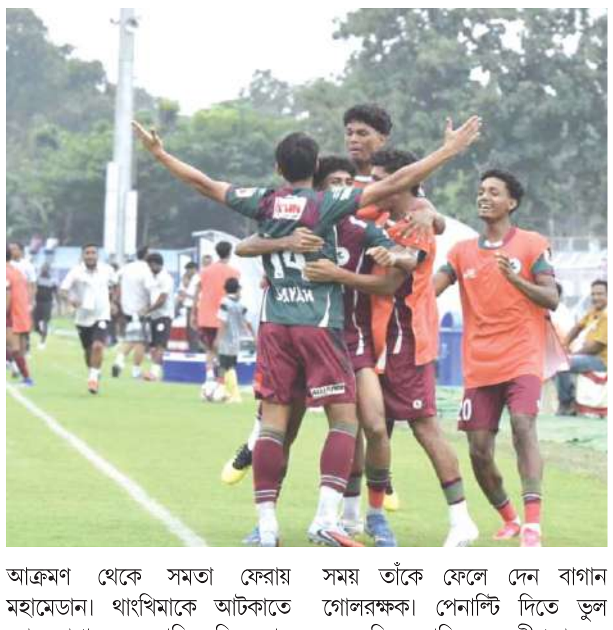

আক্রমণ থেকে সমতা ফেরায় মহামেডান। থাংখিমাকে আটকাতে মোহনবাগানের একাধিক ডিফেন্ডার এগিয়ে আসেন। সেই সুযোগে ডান দিকে থাকা লালরেমসাঙ্গাকে বল বাড়িয়ে দেন থাংখিমা। পিছন থেকে দৌড়ে এলেও ততক্ষণে দেরি হয়ে গিয়েছে। ডান পায়ের জোরালো শটে দীপ্রভাতকে পরাস্ত করেন লালরেমসাঙ্গা। ১-১ স্কোর লাইনে বিরতিতে যায় দুই দল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই দীপক টাংরিকে তুলে অভিষেক সিংকে নামান মোহনবাগান কোচ। ৫৪ মিনিটে ফের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ মোহনবাগানের। ডান দিক থেকে আসা ক্রসে কিয়ান নাসিরির সহজেই তাঁর হেড গোলে রাখতে পারতেন।। কিন্তু তিনি বল অন্য দিকে পাঠিয়ে দেন। ৫৯ মিনিটে লালরেমসাঙ্গা বল নিয়ে মোহনবাগানের বক্সে ঢুকে পড়েন। দীপ্রভাতকে ড্রিবল করে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন তিনি। সেই সময় তাঁকে ফেলে দেন বাগান গোলরক্ষক। পেনাল্টি দিতে ভুল করেননি রেফারি। সঙ্গে দীপ্রভাতকে দেখান সরাসরি লাল কার্ড। গোলদুর্গ সামলাতে নামেন জাহিদ। ৬৩ মিনিটে পেনাল্টি থেকে মহামেডানকে এগিয়ে দেন মহিতোষ রায়। ২-১। ম্যাচ তখন মহামেডানের দিকে হেলে পড়েছে বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু হাল ছাড়েনি ১০ জনের মোহনবাগান। ৭০ মিনিটে সাহালের গোলে সমতায় ফেরে মোহনবাগান। আর তিন মিনিট পরেই উলটে যায় ম্যাচের রং। ৭৩ মিনিটে সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোলে ৩-২ করে মোহনবাগান। একের পর এক নাটক পেরিয়ে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ জিতে মরশুমের প্রথম ট্রফি এল মোহনবাগানে।

বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা আয়কর দেয় বিসিসিআই!

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ বছরে ৩ হাজার কোটি টাকা আয়কর দেয় বিসিসিআই! নয়া ক্রীড়া আইন নিয়ে আপত্তির কারণ জানাল বোর্ডবিসিসিআই কি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত নয়া ক্রীড়া আইনের আওতায় আসবে? এই প্রশ্নকে ঘিরে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে জাতীয় ক্রীড়া আইন নিয়ে বোর্ডের অবস্থান যে পুরোপুরি বিরোধিতার নয়, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন বিসিসিআই সচিব দেবজি সাইকিয়া। তাঁর বক্তব্য, আইনের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আপত্তি রয়েছে বোর্ডের। সেই জায়গাগুলিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন হলে নতুন আইনের আওতায় আসতে বিসিসিআইয়ের আপত্তি থাকবে না।শুক্রবার বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় নয়া ক্রীড়া আইন এবং বোর্ডের অবস্থান নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বোর্ড কর্তাদের বক্তব্য, দেশের অন্যান্য জাতীয় ক্রীড়া সংস্থার সঙ্গে বিসিসিআইয়ের আর্থিক অবস্থানের যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অন্য ক্রীড়া সংস্থাগুলির মতো কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল নয় বিসিসিআই। বরং প্রতি বছর কেন্দ্রীয় সরকারকে বিপুল পরিমাণ আয়কর দেয় ভারতীয় ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা।বোর্ড সচিব দেবজি সাইকিয়ার দাবি, প্রতি বছর প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা আয়কর দেয় বিসিসিআই। দীর্ঘদিন ধরেই বিসিসিআইয়ের বিপুল আয় নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ভারতীয় ক্রিকেট থেকে বোর্ড যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে, তার কতটা দেশের সামগ্রিক ক্রীড়া ব্যবস্থায় কাজে লাগে এবং বোর্ড আদৌ কতটা কর দেয়-এসব প্রশ্নও উঠেছে একাধিকবার। এবার সেই প্রশ্নেরই জবাব দিলেন বোর্ড সচিব।সাইকিয়া বলেন, ক্রীড়া আইন নিয়ে বিসিসিআইয়ের অবস্থান অত্যন্ত স্পষ্ট। এই আইন কার্যকর করার আগে সরকারি স্তরে আরও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সেই কাজগুলি সম্পূর্ণ হওয়ার পর বিসিসিআই আইনের আওতায় এলে বিষয়টিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে। তবে আইনের কিছু নির্দিষ্ট ধারা ও বিধান নিয়ে বোর্ডের আপত্তি রয়েছে বলে জানান তিনি।সুপ্রিম কোর্টে জাতীয় ক্রীড়া নীতি নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল, সেই অনুযায়ী এখনও সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ হয়নি বলেও দাবি করেছেন সাইকিয়া।

আগরকরের ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চিত

১৫ দিনের মধ্যেই সিদ্ধান্ত! বোর্ডের বার্তায় বাড়ল জল্পনা

মুম্বই, ১৯ সেপ্টেম্বর ঃ ভারতীয় ক্রিকেট দলের সিনিয়র নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান পদে অজিত আগরকর থাকছেন কি না, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন করে জল্পনা। শুক্রবার মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভার পরও বিষয়টি নিয়ে কোনও স্পষ্ট সিদ্ধান্ত জানাল না বিসিসিআই। বরং বোর্ড সচিব দেবজিৎ সাইকিয়ার বক্তব্যে বোঝা গেল, আগরকরের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে এখনও কিছুটা সময় নিতে চাইছে বোর্ড। সাইকিয়া জানিয়েছেন, আগরকরের বর্তমান মেয়াদ শেষ হতে এখনও ১৫ দিন বাকি। তাই এখনই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনও ঘোষণা করার প্রয়োজন দেখছে না বিসিসিআই। বোর্ড সচিবের কথায়, ক্রিকেটের দুনিয়ায় ১৫ দিন যথেষ্ট দীর্ঘ সময়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে এবং যথাসময়ে তা জানিয়ে দেওয়া হবে। বার্ষিক সভার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাইকিয়া বলেন, আমাদের হাতে এখনও ১৫ দিন সময় রয়েছে। ক্রিকেটের দুনিয়ায় ১৫ দিন অনেকটা সময়। সময় হলে আমরা সিদ্ধান্ত নেব। যথাসময়ে আপনাদের জানিয়েও দেওয়া হবে। তবে আজ কোনও ব্যক্তিকে নিয়ে আলোচনা হয়নি। আগামী ৪ অক্টোবর আগরকরের বর্তমান মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। ফলে তাঁকে আরও এক দফা দায়িত্ব দেওয়া হবে, নাকি সিনিয়র নির্বাচক কমিটির নেতৃত্বে নতুন মুখ আনা হবে-এই প্রশ্নই এখন ভারতীয় ক্রিকেটমহলে সবচেয়ে বেশি আলোচিত। আগামী বছর একদিনের

বিশ্বকাপ থাকায় আগরকরের মেয়াদ বাড়তে পারে বলে এর আগে জল্পনা তৈরি হয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে সেই সম্ভাবনা নিয়ে নিশ্চিত কোনও বার্তা পাওয়া যায়নি। এরই মধ্যে আগরকরের সম্ভাব্য উত্তরসূরি নিয়েও শুরু হয়েছে আলোচনা। ক্রিকেটমহলে জোর গুঞ্জন, প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার পার্থিব প্যাটেল এবং প্রাক্তন বাঁ-হাতি স্পিনার প্রজ্ঞান ওঝার নাম বিবেচনায় রয়েছে। যদিও এই দু'জনের মধ্যে কাউকে নিয়ে বোর্ড আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও ঘোষণা করেনি। ফলে এই মুহূর্তে তাঁদের নামকে শুধুমাত্র জল্পনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে। আগরকরের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন নতুন করে সামনে আসে চলতি মাসের শুরুতে বিসিসিআইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তাঁর অনুপস্থিতিকে ঘিরে। সেই সময় সাইকিয়া জানিয়েছিলেন, খুব অল্প সময়ের নোটিসে বৈঠক ডাকা হয়েছিল এবং আগরকর শহরের বাইরে থাকায় সরাসরি উপস্থিত হতে পারেননি। তবে তিনি ভার্চুয়াল মাধ্যমেও বৈঠকে যোগ দেননি। সেই ঘটনা ঘিরেই শুরু হয় নানা আলোচনা। এর পাশাপাশি রোহিত শর্মার ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়েও আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটির অবস্থান নিয়ে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেটমহলে জল্পনা ছিল, ইংল্যান্ড সফরের সময় নির্বাচকদের তরফে রোহিতকে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বার্তা দেওয়া হয়েছিল। এমনকী, লর্ডসে ওয়ানডে ম্যাচের পর তাঁকে অবসর নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল বলেও বিভিন্ন মহলে দাবি করা হয়। তবে সেই ম্যাচেই রোহিত শর্মা দুর্দান্ত শতরান করে নিজের ব্যাটে জবাব দেন। তাঁর পারফরম্যান্স নতুন করে আলোচনার জন্ম দেয়। পরবর্তীতে নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিলের সঙ্গে রোহিতকে ঘিরে বিভিন্ন সমীকরণ নিয়েও চর্চা শুরু হয়। এই সমস্ত ঘটনাই আগরকরের নির্বাচক-ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। যদিও রোহিতকে কেন্দ্র করে কোনও সিদ্ধান্তের সঙ্গে আগরকরের মেয়াদ শেষ হওয়ার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে-এমন কোনও সরকারি তথ্য এখনও সামনে আসেনি। শুধু সিনিয়র নির্বাচক কমিটিই নয়, জুনিয়র নির্বাচক কমিটি নিয়েও সক্রিয় হয়েছে বিসিসিআই। পাঁচটি শূন্যপদের জন্য বিপুল সংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে বলে জানিয়েছেন সাইকিয়া। আবেদনগুলি ক্রিকেট অ্যাডভাইজরি কমিটির কাছে পাঠানো হবে এবং সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর দ্রুত নিয়োগ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে বোর্ডের। সাইকিয়া জানিয়েছেন, আগামী ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জুনিয়র নির্বাচক কমিটি গঠনের প্রক্রিয়াও শেষ করার চেষ্টা করবে বিসিসিআই। অর্থা আগামী কয়েক সপ্তাহ ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ৪ অক্টোবরের পরও কি আগরকরই ভারতীয় দলের নির্বাচক কমিটির নেতৃত্বে থাকবেন? নাকি নতুন কাউকে দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচক কাঠামোয় পরিবর্তন আনবে বিসিসিআই? শুক্রবারের বার্তায় বোর্ড কোনও উত্তর দেয়নি। বরং ১৫ দিনের অপেক্ষার কথা জানিয়েছে। ফলে সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত আগরকরের ভবিষ্যৎ ঘিরে জল্পনা অব্যাহত থাকছেই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com